বাংলাদেশের সাময়িক পত্রে ইসলাম চর্চা (১৯৭১ – ২০০০)

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

447533

গবেষক
মুহাম্মদ নূরুল্লাহ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রেজি নং-১৯৫/২০০৩-২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
447533

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ।

আগস্ট-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য রচিত **'বাংলাদেশের সাময়িক পত্রে ইসলাম চর্চা (১৯৭১-২০০০)'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের পুরোটা বা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোন ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা যেতে পারে।

আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

447533

১৭.৮.০১

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, **'বাংলাদেশের সাময়িক পত্রে ইসলাম চর্চা (১৯৭১-২০০০)'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা ডিগ্রী লাভের জন্য জমা দেইনি।

447533

(মুহাম্মদ নূরুল্লাহ)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রেজি নং-১৯৫
সেশন ২০০৩-২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ! **"বাংলাদেশের সাময়িক পত্রে ইসলাম চর্চা (১৯৭১-২০০০)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রতি। যার অকৃপণ পরামর্শ, সঠিক দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আমার গবেষণাকর্মটি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও সঠিকভাবে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি। যারা আমার এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আবদুল মাবুদ-এর প্রতি যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুন নূর-এর প্রতিও, তিনিও জার্নালের কপি সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ-এর প্রতি, যিনি আমাকে সময় দিয়ে ও তাঁর বাসায় সংগৃহীত বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নালের কপি সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান-এর প্রতিও। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখার কর্মকর্তা জনাব ওয়াজেদ আলীর প্রতি, যিনি রাজশাহীতে অবস্থানকালে আমাকে সার্বক্ষণিক সময় দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম নূরী-এর প্রতি। একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুল কাদের, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব রাশেদুজ্জামানের প্রতিও। যারা প্রত্যেকেই আমাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, গবেষণা কেন্দ্র ব্যবহার ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন ও গবেষণা কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে আমার এ কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বই ও বিভিন্ন সাময়িকী সংগ্রহে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের লোকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কোথাও একবার দু'বার গিয়েছি এবং মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি আবার কোথাও বহুবার গিয়ে শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা থাকল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল কর্মকতা-কর্মচারী আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি এবং আমার এ এম.ফিল গবেষণা কর্মটি নিখুঁত ও সুন্দর কম্পোজে যিনি সহযোগিতা করেছেন বর্তমান ক্যামব্রিয়ান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ ওমর ফারুকের প্রতিও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

আমার শ্রদ্ধেয় **বাব-মা**, ছোট ভাই হাবীবুল্লাহ, আহমাদুল্লাহ এবং ছোট বোন আয়েশা সিদ্দিকা, মরিয়ম আক্তার, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে যে প্রেরণা ও দু'আ পেয়েছি তার জন্য তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় ত্রুটি থেকে যাবে।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই প্রার্থনা জানাই হে আল্লাহ! তুমি আমার এই গবেষণাকর্মটি কবুল কর। বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান কর। আমীন।

Nurullah ২৭.৮.০৯

(মুহাম্মদ নূরুল্লাহ)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা :---------- ১

প্রথম অধ্যায় (২-২৫)

বাংলাদেশ, সাময়িক পত্র ও ইসলাম পরিচিতি

(ক) বাংলাদেশ পরিচিতি ---------- ৩
(খ) সাময়িক পত্র----------৯
(গ) ইসলাম পরিচিতি----------১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় (২৬-৫৮)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা---------- ২৭
(খ) The Dhaka University Studies. ---------- ৩৬
(গ) The Dhaka University Studies (F) ---------- ৪১
(ঘ) দর্শন ও প্রগতি ---------- ৪৩
(ঙ) Philosophy and Progress. ----------৪৭
(চ) المجلة العربية (The Dhaka Dhaka University Arabic Journal) --- ৫০
(ছ) প্রবন্ধমালা (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্র।)------- ৫৬

তৃতীয় অধ্যায় (৫৯-১১৭)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

(ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা---------- ৬০
(খ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা ------ ৭৪
(গ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা---------- ৮৪

চতুর্থ অধ্যায় (১১৮-১৪৮)

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

(ক) এসিয়াটিক সোসাইটি ----------১১৯
(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ----------১২৫

উপসংহার : ----------১৪৯
পরিশিষ্ট : ---------- ১৫০ - ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম। তাই ইসলামই এ বিশ্ব মানবের একমাত্র জীবন বিধান। অন্যভাবে বলতে গেলে সারা বিশ্বব্যাপী এক স্বাভাবিক সংহতি, সংগতি ও ঐক্য পরিব্যাপ্ত, এক শান্তির নীতি ক্রিয়াশীল। ইসলাম হচ্ছে এ সর্বজনীন সত্যের ঐশী বিধান। আবার ইসলাম হচ্ছে প্রচারধর্মী এক জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারী প্রতিটি মুসলিমই একজন প্রচারক। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, 'একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার করে দাও।' প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এ দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন এবং ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে সফলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যে এলাকায়ই গিয়েছেন, সেখানেই মানব সমাজের সামগ্রিক জীবন পরিবর্তনের লক্ষে কাজ করেছেন।

আরব বণিকগণ তারই ধারাবাহিকতায় এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজের সূচনা করেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা দেশীয় ভাষা বাংলা ব্যবহার করেছেন। কুরআন-হাদীসের বিষয়বস্তু আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নওমুসলিমদের মাঝে প্রচার করতেন। ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার যেমন ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়, তেমনি বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ইসলাম চর্চারও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধ ও রচনাবলী। এর সূচনা সুদূর অতীত থেকে হলেও ব্যাপকতা লাভ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর।

মুসলিম প্রধান এদেশের মানুষ সর্বত্র ইসলামী মূল্যবোধ ও প্রভাবের অনুসরণ করে চলেন। ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় উজ্জীবিত চিন্তাবিদ, গবেষক, ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা ও পন্ডিতগণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ, মূলনীতি ও মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন। তাঁদের গবেষণাকর্ম সাময়িক পত্রের মাধ্যমে সমাজের সচেতন নাগরিকদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ভান্ডারকে। এ বিষয়কে আরও সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার লক্ষে এ বিষয়ে এম.ফিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

অভিসন্দর্ভখানি সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করার লক্ষে কয়েকটি অধ্যায়ে তা বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: বাংলাদেশে সাময়িক পত্রের গতিধারা ও এতে ইসলাম চর্চার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়ত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উল্লেখযোগ্য সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণামূলক জার্নাল, পরিবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণামুলক জার্নালে প্রকাশিত ইসলাম সম্পর্কীয় বিষয়াবলীকে এ অভিসন্দর্ভে পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গ, গবেষকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ, সাময়িক পত্র ও ইসলাম পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

যে কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন প্রণালী ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবিকই দেশের অর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। তাই বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা অনুধাবন করার জন্য ভৌগলিক অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।[১] আয়তন ১,৪৩,৯৯৮.৬০বর্গ কি: মিটার বা ৫৫, ৫৯৮ বর্গমাইল। বাংলাদেশ বহুসংখ্যক নদী বিধৌত ব-দ্বীপ আকৃতির একটি দেশ। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল ও ধর্মীয় ভাবাপন্ন দেশ। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯০তম দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে এর অবস্থান অষ্টম এবং মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

ভৌগোলিক অবস্থান: পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ ২০°-৩০´ থেকে ২৬°- ৩০´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°-০´ থেকে ৯২°-৫৬´ পূর্বে দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তরে জলপাই গুড়ি ও আসাম, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমারের অংশবিশেষ। এক কথায় বলা চলে দক্ষিণে বেঙ্গোপসাগর ছাড়া বাকি তিন দিক বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সীমানা : আজকের বাংলাদেশের সীমানা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন যুগে সে সব এলাকার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। তবে মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা এভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে:

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এ চতুর্সীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই সাধারণত প্রাচীন বাংলা নামে পরিচিত।[২] স্বাধীনতাত্তোর কালে এর সীমানায় তিন দিকেই ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স খুব কম হলেও এর অতীত ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সেজন্য বাংলাদেশ নামটি কখনও বঙ্গ দেশ, কখনও বঙ্গ প্রদেশ, কখনও পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ, কখনও বাঙলা কখনও পূর্ব পাকিস্তান ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। তাই প্রায় আড়াইশত বছরের অতীত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, নানা বিবর্তন, উত্থান পতনের মাধ্যমে এদেশের আয়তন ও সীমা বার বার বদলেছে। এক সময় বাংলাদেশের আয়তন বিহার,উড়িষ্যা ,আসাম আর পশ্চিম বাংলা জুড়ে অবস্থিত ছিল।

১৯৪৭ খৃ. পাক-ভারত উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র দেশের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ ছিল, যা পরবর্তী কালে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে নেয়। যদিও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার ; তবুও পশ্চিম পাকিস্তানীরাই এদেশটিকে শাসন করেছে (১৯৪৭-১৯৭১ খৃ.)।

---

১ আব্দুল মান্নান তালিব, ***বাংলাদেশে ইসলাম,*** (ইফাবা, ১৯৮০ খৃ.) পৃ.-১৫।

২ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। ১৯৭১ খৃ. মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন ১৯৭৪-এ অন্তর্ভূক্ত এলাকা বলিয়া উল্লেখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লেখিত এলাকা তদবহির্ভূত এবং যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমাভুক্ত হইতে পারে। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৯ খৃ. (প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র অংশ দ্র.)।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানে বাংলাদেশের সীমারেখা স্থলভাগ ও সমুদ্র উপকূলসহ মোট ৩১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সাথে এই সুদীর্ঘ সীমান্তের অধিকাংশই নদী বা পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত হলেও প্রকৃত সীমান্তরেখার বেশীর ভাগ অংশ কোন প্রাকৃতিক সীমা রেখা দ্বারা চিহ্নিত নয়।[৩]

ভূপ্রকৃতি অনুসারে এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল;

(খ) উপকূলীয় অঞ্চল ও

(গ) নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল।

ক. পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল:

ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রামের হুমাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরো পাহাড়িয়া অঞ্চল (বাংলাদেশের একদশমাংশ) সহ অন্যান্য পাহাড়িয়া অঞ্চল নিয়ে বুঝানো হয়।

খ. উপকূলীয় অঞ্চল:

বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে দেশের দক্ষিন অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল বুঝানো হয়। দেশের দক্ষিন সীমান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত বিধায় তীরবর্তী সকল জেলাই হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাহার এ অঞ্চলের জনসাধারনের জন্য সুখ ও দুঃখের লীলাভূমি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গ. নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল :

দেশের উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোর অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত। হিমালয় আণীত পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি নদী বাহিত পলি জমা হয়ে এ ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফুট)। বর্ষাকালে এর সামান্য অংশ পানিতে প্লাবিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের ভূমিকে প্রকৃতিগতভাবে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, প্লাবন সমভূমি, ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমি, সক্রিয় ব-দ্বীপ, মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি।

এসব অঞ্চল সমূহের মধ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। যা মোট ভূমির শতকরা ১৬.১২ ভাগের সমান। সুন্দরবন বাংলাদেশের বড় বনাঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায়ও অনুরুপ বনাঞ্চল রয়েছে।[৪]

জনসংখ্যা :

বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৬৩ জন। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৯.৩৮ ভাগ মুসলমান, শতকরা ৯.৫২ ভাগ হিন্দু. ০.৩০ ভাগ খ্রীষ্টান, ০.৬২ ভাগ বৌদ্ধ ও অন্যান্য ০.১৮ ভাগ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে জনবসতিপূর্ণ দেশ। রাষ্ট্রীয় ভাষা–'বাংলা'। অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষি নির্ভর। সে অনুযায়ী অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে কৃষি। জন সংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৪৩ জন।[৫] মাথাপিছু আয় ৫২০ মার্কিন ডলার।[৬] মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্র।

---

৩ মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, (ঢাকা-১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ২২-৩১।

৪ মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, (ঢাকা : ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ৫৭

৫ *Bangladesh Population Cencus-2001*, National Series, Vol-1, Analytical Report, October-2007, Bangladesh Bureau of Statistics, P. XI-XIV

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক কাঠামো :

ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগে বাংলাদেশ বিভক্ত। বিভাগগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল। ৬৪ টি জেলা ও ৫০৮ টি উপজেলা/থানা রয়েছে।[৭] ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৪৬৬টি, পৌরসভার সংখ্যা ২২৩। বাংলাদেশে মোট গ্রামের সংখ্যা ৮৭৬৩২ টি।[৮]

জলবায়ু :

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আদ্র এবং শীতকাল ঠান্ডা ও শুষ্ক। এখানকার জলবায়ু পুরোপুরি মৌসুমী। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে ছয়টি ঋতু আছে। ঋতুগুলো হচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ,হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল অধুনা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এদেশে বর্তমানে তিনটি ঋতুই বেশি পরিলক্ষিত হয়। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫৪ সেন্টিমিটার (বর্ষাকালে) অন্যান্য ঋতুতে ২০৩ সেন্টিমিটার।

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশের স্থলভূমির প্রায় শতকরা ২০% নদী। ভারতের অধিকাংশ নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি প্রবাহের মূল উৎসস্থল ভারতে। ভারত থেকে প্রবাহিত নদীগুলো বাংলাদেশে প্রবেশের পর নানা নামে নামকরণ করা হয়েছে। দক্ষিনের সাগরাভিমুখে প্রবাহিত বড় নদীগুলো হচ্ছে-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বক্ষপুত্র, কর্ণফুলী। এছাড়া আরও অনেক নদী বিভিন্ন নামে প্রবাহমান আছে। বালাদেশের দড়িাণ ও পূর্বাঞ্চলে নদ-নদীর পরিমাণ বেশী। দেশে মোট ২০৩ টি ছোট বড় নদ নদী রয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি;

২. পলি মাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি

৩. পলি মাটিতে গঠিত নিম্নভূমি।[৯]

শিক্ষা:

বর্তমানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার হার ৩৭.৭% বয়স্ক শিক্ষার হার ৪৭.৯%।[১০] বাংলাদেশে শিক্ষা একটি সংবিধান স্বীকৃত ব্যবস্থা। শিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানের বর্ণিত ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবেন।

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে।

গ. 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'।[১১] বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে দুটি ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে। একটি সাধারণ

---

৬ *Bangladesh Economic Review 2007*, Economic Advisers Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, March-2008, P. XIX

৭ *Bangladesh Population Cencus-2001*, National Series, Vol-1, Analytical Report, October-2007, Bangladesh Bureau of Statistics, P. XI-XIV

৮ *2006 : Statistical Yearbook of Bangladesh* (26th edition) Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, P. 27

৯ মোঃ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের পত্ন সম্পদ*, (ঢাকা, ১৯৭২ খৃ.), পৃ.-১৮ ও মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন (ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.) পৃ.-২৮

১০ *Bangladesh Population Cencus-2001*, National Series, Vol-1, Analytical Report, October-2007, Bangladesh Bureau of Statistics, P. XII-XIII

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা অন্যটি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

নামকরণ :

মোঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তার আইনে আকবরী গ্রন্থে বাংলা নামটির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বঙ্গ নামটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। এই বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল্' যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। 'আল' দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের 'আল' বা চিহ্নকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা 'আল' দ্বারা বাঁধকেও বুজানো হয়। অর্থ্যাৎ সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এলাকার সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি নির্ভর ভূমির দেশ হওয়ার কারণে এই 'আল' শব্দাংশকে 'বঙ্গ' এর সঙ্গে মিলিয়ে বাঙ্গালা নামকরণ করা হয়েছে। এ এলাকা কখনও কখনও অঞ্চল ভিত্তিতে নাম ধারণ করেছে। যেমন বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুন্দ্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, গৌঢ়, ইত্যাদি।

সেমিটিক ভাষায় আল্ শব্দের অর্থ আওলাদ বা সন্তান সন্ততি বা বংশধর। এ অর্থে (বা+আল) বাঙ্গাল বা বঙল অর্থ্যাৎ বং এর আওলাদ বা বংশধর। শব্দের উৎপত্তিটাকেও হিসাবে আনা করকার। রিয়াদুস্ সালাতিন গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসে এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। হযরত নুহ (আ) এর যুগে যে মহা প্লাবন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দুনিয়ার কাফিরকুল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হযরত নুহ (আ) এর সাথে তাঁর অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরা রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যেই পুনরায় দুনিয়ার বুকে মনুষ্য বসতি স্থাপনে মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্র 'হিন্দ', দ্বিতীয় জনের নাম 'সিন্দ',তৃতীয় জনের নাম 'হাবাস', চতুর্থ জনের নাম 'জানায়', পঞ্চম জনের নাম বার্বার এবং ষষ্ঠ জনের নাম 'নিউবাহ'। যে সকল এলাকায় তারা জনসবসতি স্থাপন করেন তাঁদের স্ব স্ব নামানুসারেই সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়।

হিন্দের জৈষ্ঠ পুত্র ছিল 'পূরব'। তার বিয়াল্লিশ জন পুত্র সন্তান ছিল। অল্প কালের মধ্যে এদের বংশ বৃদ্ধি পায় ও তারা বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে তুলেন। যখন তাদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যায় তখন তাঁরা সমগ্র এলাকা পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্র থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন। হিন্দের পুত্র 'বং' (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। এই সূত্র ধরে 'বং' এর সঙ্গে আল্ যুক্ত করে বঙ্গাল বা বাঙালা শব্দটার উৎপত্তির বিষয়টি বাদ দেয়া যায় না। বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বা এর পূর্ব থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশটির অবস্থান ছিল সমুদ্রের নিকটবর্তী। হতে পারে এ দেশের অধিবাসী বঙ্গ এর যথার্থ আওলাদ বা বংশধর হওয়ার দাবীদার ছিল।[১২]

'বঙ্গ' বা বং এর সাথে 'আল্' কেন যুক্ত করা হলো, এরও একটি চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। বন্যার পানি বাগানে বা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে 'আল' বা বাঁধ দেওয়া হতো। প্রাচীন কালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তুপ তৈরী করে তার উপর বাড়ী নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো 'বাঙ্গালা'। সেজন্য প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশে লীলাভূমির কারণেই বাংলা নামকরণের যথার্থতা নির্ধারণ করা যায়।[১৩]

স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে, আমাদেরকে প্রথমেই ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের ইতিহাসকে সামনে আনতে হয়। পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করার পেছনে মূল কারণ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াই মুসলিম জন সাধারন অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪০ খৃ.

---

১১ *বাংলাদেশ সংবিধান*, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ খৃ. অনু-১৭, (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অংশ দ্র.।)

১২ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশ ইসলাম*, (ইফাবা - ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ১৮-১৯

১৩ গোলাম হোসাইন সলীম, *রিয়াদুস সালাতীন* (অনূদিত) (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খৃ.) পৃ. ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

(Two Nation theory) 'দুই জাতি মতবাদের' উপর ভিত্তি করে ঐ সনের ২৩ শে মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। যা লাহোর প্রস্তাব হিসাবে খ্যাত। তারই রুপরেখায় অনেক আন্দোলনের পর ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। বলা যায়, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তার মানচিত্র নিয়ে বিশ্ব পরিবারে স্থান করে নেয়।[১৪]

পাকিস্তানের শাসকবর্গ দু'টি ভিন্ন প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একই নজরে দেখতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখন্ডটির স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন করতে এদেশের মানুষ বাধ্য হয়।[১৫] শুধু মাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক শ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, কৃষ্টি, কালচার সকল দিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণের ফলে ১৯৫২ খৃ. প্রথমে এদেশের আপামর মানুষ বিশেষ করে ছাত্র জনতা দ্বারা ভাষা আন্দোলন নামে একটি 'রাষ্ট্র ভাষা' আন্দোলন বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে দানা বেঁধে উঠে। কেননা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা উর্দূ ঘোষণা করেন এবং তিনি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গণ্য করতে সরাসরি অস্বীকার করেন।[১৬] ফলে ১৯৫২ খৃ. ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়ে সালাম, বরকত, রফিক প্রমূখ ছাত্রগণ মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠায় মহান ত্যাগ স্বীকার করে শাহাদাৎ বরণ করেন। যদিও পাকিস্তানী শাসকবর্গ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তথাপিও এদেশের মানুষের মধ্যে ভাষার মত অপরাপর বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের চেতনা ক্রমে ক্রমেই বিকশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের সর্ব স্তরের জনসাধারণ ১৯৭০ খৃ. এক সাধারণ নির্বাচনের রায়ে এ অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে আগাম পরোক্ষ সমর্থন প্রকাশ করে।

পাকিস্তানী শাসকরা একে অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলা করতে চাইলে বাংলার দামাল ছেলেরা নয় মাস সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্টিকে পরাজিত করে। অবশেষে ১৯৭১ খৃ. ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অবকাঠামো ও মানচিত্র নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান নামক যে ভূখন্ডটি ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত বিভক্তিতে চিহ্নিত হয়, তাই ১৯৭১ খৃ. ৩০ লক্ষ শহীদানের রক্তের বিনিময়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য মা বোনের ত্যাগের বিনিময়ে 'বাংলাদেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা লাভ করি গর্বের বাংলাদেশ, আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ১৯৭২ খৃ. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।[১৭] সংবিধানে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দিকগুলো নিম্নরুপ :

"রাষ্ট্র পরিচালনায় বাংলাদেশের মূলনীতি হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, এবং সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

(১.ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।[১৮]

"বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করিতে পারিবে।[১৯]

---

১৪ সুব্রত বড়ুয়া, ***আমাদের বাংলাদেশ***, (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৯০) পৃ. ২৮

১৫ আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়া, ***বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ***, (ঢাকা ১৯৭১ খৃ.) পৃ. ১৮

১৬ *চলমান বিশ্ব*, (ঢাকা-১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ১৫৬-১৫৮ ও আবদুল মমিন চৌধুরী, ***বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস***, ঢাকা (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খৃ.) পৃ. ৫৬

১৭ অধ্যাপক কে. আলী, ***পাক ভারতের ইতিহাস***, (ঢাকা-১৯৭৮ খৃ.) পৃ. ২২৫

১৮ ***বাংলাদেশ সংবিধান*** : আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-১৯৯৯ দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচলানার মূলনীতি অংশ দ্র.

১৯ প্রাগুক্ত, 'রাষ্ট্র ধর্ম' (২.ক) দ্র..

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়:

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
(দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌'র নামে)

"আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

আমরা অংগীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।

আমরা আরও অংগীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানব জাতির প্রগতিশীল আশা আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান পবিত্র কর্তব্য।

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে অদ্য তের শত উনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশশত বাহাত্তর খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম"[২০]

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল ঘেরা বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনার মাধ্যমে পতাকায় সবুজের উপর লাল বৃত্তের চিহ্ন দ্বারা দুর্জয় ও সাহসিক পদক্ষেপে পাওয়া স্বাধীনতাকে বিকশিত করার তীব্র বাসনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খৃ. যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতিসহ সকল পর্যায়ের উন্নতি সাধনের বিরামহীন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

---

[২০] প্রাগুক্ত, 'প্রস্তাবনা' অংশ দ্র.

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ : সাময়িক পত্র

সাময়িক পত্র সভ্য জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। জাতির মনন ধারা সংরক্ষণে সাময়িকপত্র এক অমূল্য দলিল। ইসলাম প্রচার ও প্রসারেও সাময়িক পত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সাময়িক পত্র বলতে এখানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কলেজ, মাদ্রাসা, একাডেমী, ইন্সটিটিউট, সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে দেশের বিজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, ইতিহাসবেত্তা, ভূগোলবিদ, গবেষক, সমাজতত্ত্ববিদ প্রমুখের লিখিত গবেষণামুলক প্রবন্ধ/নিবন্ধাবলী নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকাকে বুঝানো হয়েছে। এসব সাময়িকীর কিছু মাসিক, কিছু দ্বিমাসিক, কিছু ত্রৈমাসিক, কিছু ষান্মাসিক ও কিছু বার্ষিক। সাময়িকী প্রকাশের ক্ষেত্রে ১৯৭১ খৃ. এর পর এ পর্যায়ে ব্যপক উন্নতি লাভ করেছে বলে ধারণা করা যায়। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সাময়িকীর সংখ্যা ছিল সাপ্তাহিক ১১৩, অর্ধ সাপ্তাহিক-২, পাক্ষিক-৩৫, মাসিক-২২০, দ্বিমাসিক-১২, ত্রৈমাসিক-৫৫, ষান্মাষিক-১১, বার্ষিকী-৪, অন্যান্য-৩৭। এসব সাময়িকীর মধ্যে ১১টি সাময়িকী ইসলামী চেতনার আলোক প্রকাশিত হয়েছে।[২১] সর্বশেষ ২০০০ খৃ.। দেশের প্রতিটি জেলার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও সাময়িক পত্রের প্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহর মিলে পত্র সাময়িকীর সঠিক সংখ্যা নির্নয় করতে না পারলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় ১৮০০ পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ হচ্ছে বলে জানা যায়।[২২] প্রকাশিত পত্র পত্রিকার কিয়দংশ গবেষণামুলক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

ইসলামী শিক্ষা -সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত ১৯৭১- ২০০০ খৃ.পর্যন্ত এবং ১৯৭১ খৃ. এর পূর্বে শুরু হয়েছে কিন্তু তারপরও কিছুদিন চালু ছিল কিংবা বর্তমানেও চালু আছে যেগুলো ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছে এমন কতিপয় সাময়িকীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

"আল্ ইসলাহ" (১৯৭১)

মাসিক আল্ ইসলাহ পত্রিকাটি মুসলিম সমাজের সার্বিক বিকাশের প্রেরণা নিয়ে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মওলভী মুহাম্মদ নূরুল হক। এ পত্রিকাটি তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্যও পেয়েছিল। তবে ১৯৫০ খৃ. থেকে পত্রিকাটি কিছুদিন বন্ধ থাকে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রত্রিকাটি পুনরায় চালু হয়। পত্রিকাটিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা পাশাপাশি ধর্মীয় সাহিত্য তথা পবিত্র কুর'আনের বঙ্গানুবাদ ও প্রবন্ধাকারে কুর'আনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়েরও চর্চার হতো। পত্রিকাটি শুরু থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের পরও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তবে দুঃখের বিষয় যে, পত্রিকাটির প্রকাশনা সংস্থা কিংবা অন্য কোন গণপাঠাগার কর্তৃপক্ষ উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত কপিগুলো যথাযথবাবে সংরক্ষণ করেনি।

"তাবলীগ" (১৯৪৮খৃ.)

"তাবলীগ"এ ভূ-খন্ডের গণমানুষের শ্রদ্ধার পাত্র বৃহত্তর বরিশাল ও বর্তমান পিরোজপুর জেলার শর্ষিণার পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদের (জ. ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক একটি পাক্ষিক পত্রিকা। এটি বাংলাদেশ জমিয়তে হিজবুল্লাহ ও শর্ষীনার পীর সাহেবের অনুসারীদের একটি মূখপত্র। এর প্রকাশনা কার্যক্রম শুরু হয় বরিশালের শার্ষিনা

---

[২১] শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৭২-১৯৮১ খৃ.)* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ.) পৃ. (ভূমিকা) ৩-১৩।

[২২] জাতীয় প্রেস ক্লাব ও তথ্য অধিদপ্তরের সূত্রমতে।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ১৯৪৮ খৃ.। পত্রিকাটি প্রতি বাংলা মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির[২৩] বিকাশে বিগত অর্ধ শতাব্দী থেকে অবদান রেখে চলেছে। এ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাফসীর নেছারী শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হচেছ। এছাড়া ফাতওয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত নামে একটি বিভাগ থেকে দেশের মুসলমানদের দৈনন্দিন নানা সমস্যা সমাধান প্রদান করছে। গবেষণা প্রবন্ধ/নিবন্ধ ছাড়াও ইসলামী শিক্ষা তথা আরবী শিক্ষার উপর মূল্যবান কলাম ও লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। শর্ষীনার শরীফের পরী হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে এ পত্রিকার সম্পাদক।[২৪]

'মাসিক মদীনা' (১৯৬১ খৃ.)

মাসিক মদীনা ধর্ম বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। মার্চ ১৯৬১ খৃ. এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়। বাংলাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও আরবীবিদ মাওলানা মুহীউদ্দিন খান এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বর্তমানেও পত্রিকাটি তিনিই সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি প্রথম দিকে জেকো প্রেস, ৭৩ লক্ষী বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং মঈন মহল, কাকরাইল রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো।[২৫] বর্তমানে পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মদীনা প্রিন্টার্স, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার সংরক্ষণাগারসহ দেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরীসমূহে বহু খোঁজাখুঁজি করেও ১৯৭১-২০০০ পর্যন্ত পত্রিকাটির সংখ্যা পাওয়া যায়নি । তবে এ সময়কার অধিকাংশ সংখ্যার পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছে। ইসলামী পত্র-পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'মাসিক মদীনা' মানোত্তীর্ণ একটি পত্রিকা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহিঃবিশ্বেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। দেশের প্রথিতযশা লেখক কলামিষ্টগণের অনেকেই এ পত্রিকায় লিখেছেন এবং এর ধারা অব্যাহত আছে। বিদেশী বহু লেখকের লেখার অনুবাদ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধর্মী অনেকগুলো বিভাগ ছাড়া পত্রিকাকে সুনিপুন সম্পাদনায় প্রকাশের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান। বিপুল সংখ্যক গ্রাহক ও পাঠক রয়েছে এ পত্রিকাটির। ইসলামী শিক্ষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলিম কৃষ্টি-কালচার সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞানের বিকাশে মাসিক মদীনার গৌরবজ্জল ভূমিকা রয়েছে।[২৬]

"পৃথিবী" (১৯৬৩ খৃ.)

"পৃথিবী" সংস্কৃতিমূলক একটি সাহিত্য পত্র। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল ইসলাম। পরে পৃথিবী ইসলামিক রিচার্স একাডেমীর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সু-সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব। এর ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ইসলামিক রিচার্স একাডেমী ৪২/৪৩ এ,

---

[২৩] সংস্কৃতি ঃ শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে নিষ্পন্ন। সংস্করণ অর্থ বিশোধন, সংশোধন, সংস্করণ অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদী দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধন করণ, বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করণ। পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান বা মেরামত করণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার আচরণ ইত্যাদি উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা কালচারের বিশ্লেষণ।

সংস্কৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Culture- অর্থ চাষ করা, কর্ষণ করা, অনুপযুক্ত জমিকে যেমন কর্ষণ ও চাষের দ্বারা মসৃন ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়। যেমন চাষকৃত উপযুক্ত জমিকে Cultured land বলা হয়। তেমনি সুন্দর মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণকারী মানুষকে বলা হয় Cultured man. [আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পালিশিং হাইজ, ১৯৯৫ খৃ. পৃ. ১-১১ ও ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি*, সাহিত্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, (ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ খৃ.) পৃ. ৩৯-৪০]

[২৪] পাক্ষিক **তাবলীগের** বিভিন্ন সংখ্যা দ্র.।

[২৫] শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৪৭-১৯৭১)*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী) ১ম সংস্করণ, পৃ-১৩৮-১৩৯

[২৬] ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষায় এসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫) ১ম সংস্করণ,

Dhaka University Institutional Repository

পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ মুতাবিক ১৯৭১ খৃ.।[২৭] বাংলাদেশ স্বাধীনের পর পত্রিকাটি ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত বন্ধ থাকে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকার পক্ষ থেকে পত্রিকাটি পুনরায় নবপর্যায়ে আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। তখন থেকে পত্রিকায় লেখা হয় "মাসিক পৃথিবী ইসলামী গবেষণা পত্রিকা"। পত্রিকাটি বর্তমানে চলমান আছে। বর্তমান সম্পাদক এ, কে এ নাজির আহমদ। পত্রিকাটিতে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্যের প্রতি বেশ জোর দেয়া হয়। এতে গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশ করে দেশে-দিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিটি সংখ্যায় একটি পরিচ্ছন্ন ও চিন্তাশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার মত নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয় ছাপা হয়, যা চিন্তাশীলদের মনের কথারই প্রতিধ্বনি করে। তাছাড়া প্রতিটি সংখ্যায় আল-কুরআন, আল-হাদীস, আল-ফিকহ, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব, জীবন কথা, চিন্তাধারা, মণীষা, নওমুসলিমদের কথা, পাশ্চাত্যের কথা, ইসলামী দুনিয়া, আন্তর্জাতিক বিষয়, অর্থনীতি, পরিবেশ, জনস্বার্থ, পুষ্টি বিজ্ঞান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি নিয়মিত কলাম ও শিরোণামে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত সাহাব-চরিত। যে বিষয়ে বাংলা ভাষাভাষি সমাজ অনেকটা অন্ধকারেই ছিল। পত্রিকাটি ইতোমধ্যে রেফারেন্সমূলক পত্রিকার মানে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। একটি ভাল পত্রিকা হওয়ার দাবী মাসিক পৃথিবী অনেকাংশেই পূরণ করে চলেছে। ঢাকার কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাসে পত্রিকাটির বর্তমান কার্যালয় অবস্থিত।

"আত্ তাওহীদ" (১৯৭১ খৃ.)

"আত্ তাওহীদ" ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি মুহাম্মদ হারুন এর সম্পাদনায় ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খৃ.। এর ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।[২৮] তবে বর্তমানে পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাকাল লেখা হচ্ছে "১৯৭১ খৃ."। সুতরাং আমরা উক্ত ১৯৭১ খৃ.কে পত্রিকার বর্ষকাল হিসেবে ধরে নিয়েছি। পত্রিকাটির রেজি নং-৭৪। আলহাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস প্রধান উপদেষ্টা পৃষ্টপোষক আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী। মওলানা আবদুল হাকিম বোখারীর সম্পাদনায় অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত ২৮ তম বর্ষের ৮ম সংখ্যায় সম্পাদনা কার্যালয়-এর ঠিকানা রয়েছে আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া চট্টগ্রাম। মুদ্রিত হয়েছে সৈকত প্রিন্টার্স, চন্দনপুর চট্টগ্রাম থেকে।[২৯]

তাহজীব :

তাহজীব একটি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯। সম্পাদক: মহিউদ্দিন শামী। উপদেষ্ট মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ডক্টর মোহাম্মদ ইসহাক, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জালালউদ্দিন। পত্রিকাটি ২৭ সুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং অক্ষরিকা মুদ্রণ. ঢাকা থেকে মুদ্রিত।[৩০]

আল মাহদী:

এটি একটি মাসিক সাময়িকী। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১৯৭৪-এ। সম্পাদক: খাজা আবদুল কুদ্দুস। এ সাময়িকীতে বুজুর্গানে দীনদের জীবনী, ধর্মীয় প্রবন্ধ, আলোচনা, হাদীসের উদ্ধৃতি এবং কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মীর জুমলা

---

[২৭] শামসুল হক, ***বাংলা সাময়িকপত্র, (১৯৪৭ - ১৯৭১)***, প্রাগুক্ত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬২- ১৬৩

[২৮] শামসুল হক, ***বাংলা সাময়িক পত্র, (১৯৭২-১৯৮১)*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ.১৬৩

[২৯] ***তাওহীদ***, ২৮ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা চট্টগ্রাম: অক্টোবর ১৯৯৮।

[৩০] [শামসুল হক, ***বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৭২- ১৯৮১)***, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৮।]

Dhaka University Institutional Repository

রোড, নারায়নগঞ্জ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিজামউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক আটলান্টিক প্রেস, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত।[৩১]

আদ-দাওয়াত:

ইসলামী মাসিক পত্রিকা **আদ-দাওয়াত-এর** ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ রমজান ১৩৯৬ হিঃ [জানুয়ারী ১৯৭৬]। সম্পাদকঃ মোঃ আবুল কাসেম। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায়: দেশের রাজনীতি বা অন্য কোন প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মাসিক আদ-দাওয়াত-এর আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে - মহান স্রষ্টার কালামে পাক, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর হাদীস শরীফ,(সুন্নাহ) শরীয়তের বিধানসমূহ ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া এবং দেশের অগণিত নর-নারীকে 'তাসাউফ' ইসলামী জীবন দর্শন ও বিশ্ব ভাতৃত্বের দিকে আহবান করা। 'আদ-দাওয়াত' ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি উদাত্ত আহবান সম্বলিত এ পত্রিকাটি শাহ সুফী সাজ্জাদ আহমাদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রান্তিক প্রিন্টিং প্রেস, মালোপাড়া, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। উল্লেখ্য যে, পত্রিকাটি ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মোঃ ইসাহাক আলী।

"তরজুমান-এ-আহলে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াত" (১৯৭৭ খৃ.)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিক সমাজ গঠনে ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক একটি অরাজনৈতিক পত্রিকা হিসেবে জানুয়ারী ১৯৭৭ খৃ. উপরোক্ত পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। প্রকাশনায় আঞ্জুমান-এ রহমানীয়া আহমদীয়া ছুন্নীয়া, আমিন জুট মিলস, ষোল শহর, চট্টগ্রাম। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন আল্লামা মোহাম্মদ ফজলুল করিম নকশবন্দী। অতপর পর্যায়ক্রমে মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলিল, মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানও কিছুকাল ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটি প্রায় তিন বছর চালু থাকার পর কিছুকাল বন্ধ থাকে। জুন ১৯৮১ খৃ. থেকে মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন এর সম্পাদনায় পত্রিকাটি পুনরায় চালূ হয়। উপরোক্ত নামে পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এর সংক্ষিপ্ত নাম "তরজুমান" হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। ১৯৮১ খৃ. আলোচ্য পত্রিকাটি সরকারী রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। উক্ত সালের জুন মাস থেকে পত্রিকাটি পুনরায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

কলম:

সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৭৯। প্রধান সম্পাদকঃ আবদুল মান্নান তালিব। সম্পাদকঃ সাজ্জাদ হোসাইন খান। 'কলমের যাত্রা শুভ হোক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সহযোগিতায় কলম নামের এই সাময়িকী আত্মপ্রকাশ করছে। 'কলম' তার নিঃস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আল্লার জমিনে মানুষকে শোনাবে আল্লাহর বাণী। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার [৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫]- এর সহযোগিতায় সাজ্জাদ হোসাইন খান কর্তৃক ১৪, দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মর্ডান টাইপ ফাইন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

খাজা গরীব নওয়াজ: 'ধর্ম-জ্ঞান প্রসার ও প্রচার বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৮। সম্পাদকঃ মওলানা আব্দুদ্ দাইয়ান চিশ্‌তী। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রয়্যাল প্রিন্টিং পেস, ৩৮ কে. ডি. এ. নিউ মার্কেট, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং ২১৫ কে, ডি, এ নিউ মার্কট থেকে প্রকাশিত।[৩২]

---

[৩১] শামসুল হক। *বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৭২-১৯৮১)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৭০-২৭১

[৩২] শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৭২-১৯৮১)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪) ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪১৩

Dhaka University Institutional Repository

"নিউজ লেটার" (১৯৭৯ খৃ.)

ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগর মাসিক একটি সংবাদ বুলেটিন হিসেবে নিউজ লেটার ১৯৭৯ খৃ. আত্মপ্রকাশ করে। এ পত্রিকা প্রকাশনার শুরু থেকেই "তাফসীরে নমুনা" আখ্যায় ধারাবাহিকভাবে আয়াতুল্লাহ মাকারেম সিরাজীর তত্ত্বাবধানে ইরানের ১০জন মনীষীর সম্পাদনায় ফার্সী ভাষায় প্রণীত তাফসীরটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। আলোচ্য পত্রিকায় প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদে বঙ্গানুবাদকের নাম উল্লেখ নেই। অনুবাদের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল বলা যায়। তবে অনুবাদটি শিয়া সম্প্রদায়ের ভাবধারায় প্রণীত। উক্ত পত্রিকায় পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশিস্নষ্ট প্রবন্ধরাজি ও বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ ড. শায়েরীর "বিজ্ঞান ও কুরআন"[৩৩] শাহিদা মুহিউদ্দীনের "শিশুদের সম্পর্কে কুরআনের ধারনা"[৩৪] ইত্যাদি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়।

মাসিক দ্বীন-দুনিয়া (১৯৮০ খৃ.)

চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফ দরবারের প্রধানতম অরাজনৈতিক আধ্যাত্মিক সংগঠন আঞ্জুমানে ইত্তেহাদের মুখপত্র হিসেবে মাসিক দ্বীন দুনিয়ার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত জুন ১৯৮০ খৃ.। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বায়তুশ শরফ-এর পীর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব। সরকারি নিবন্ধন লাভের পূর্ব থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এ, কে মাহমুদুল হক। তার সাথে ৫ সদস্যের একটি সম্পাদনা পরিষদ ছিল। পরবর্তীতে চার সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদের নামও দেখা যায়। দীর্ঘ দু'যুগেরেও অধিক সময় এ, কে মাহমুদুল হক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর বর্তমানে তিনি প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ।

সাপ্তাহিক ইশতেহার (১৯৮০ খৃ.)

নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এ সাপ্তাহিকটি ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ খৃ. প্রথিতযশা সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলম কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইশতেহার এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় বিভাগ এর উপরে দু'কলামে একটি ধর্মীয় বাণী লেখা হয়। ১ম সংখ্যায় লেখা হয় 'যা জানো না, তা বলো না, যা জানো, তা নির্ভয়ে বলো'-হাদীস। ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'এ ইশতেহার হোক গণ ইশতেহার' শীর্ষক শিরোনামে লেখা হয় "সকল প্রশংসা কুলমখলুকাতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকর্তা রাব্বুল আলামিনের। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিস্থিতিতে সত্য-ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দানকারী সেই মহান রাব্বুল আলামিনকে পাথেয় করে 'ইশতেহার' যাত্রা শুরু করলো। মহান আল্লাহ চান সমাজে সুবিচার, মানুষে মানুষে অসাম্য-অন্যায়-অবিচারের অনুপস্থিতি। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান। পবিত্র কোরানে আল্লাহ পাক এ কথাই ঘোষণা করেছেন দ্ব্যর্থহীন সহজ সরল ভাষায়। যত নবী রসূল তিনি পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে, তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও কর্মে আল্লাহর এ নির্দেশের কথা বলে গেছেন, দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহর আদেশ মান্য করে তাঁর নবী রসূলদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 'ইশতেহার' এ কথাই বলে যাবে। সারওয়ার কায়েনা এ সহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) বারবার বলে গেছেন-বাস্তবে নজীর রেখে গেছেন অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলো। ইশতেহার সত্য কথাই বলবে। হক কথাই বলবে।

---

৩৩ *নিউজ লেটার*, ১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ.১৭।

৩৪ প্রাগুক্ত, ২০শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম (যুগ্ম সংখ্যা), ১৯৯৮, পৃ, ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজাম-মুনীরা (১৯৮১ খৃ.):

হাইকোর্ট মাজার প্রশাসন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "সিরাজাম মুনীরা" ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৮১ খৃ.। সম্পাদক ছিলেন হাফেজ মঈনুল ইসলাম। পত্রিকাটি বর্তমানে চলমান আছে। ১৯৮১-২০০০ খৃ. পর্যন্ত পত্রিকার সব কপি পাওয়া না গেলেও অধিকাংশ কপি পেয়েছি। এতে দেশের মুসলিম পণ্ডিত, আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশ পেয়েছে। পত্রিকাটি মাজার প্রশাসন কমিটির পক্ষে মোল্লা আবদুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুহাম্মদ নুনসুর-উদ দৌলাহ পাহলোয়ান কর্তৃক পাহলোয়ান প্রেস ২ ঈশ্বরদাস লেন (বাংলাবাজার)-ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

"আলবালাগ" (১৯৮১ খৃ.):

"আল্-বালাগ" ঢাকা, থেকে প্রকাশিত ধর্মীয় ভাব-গাম্ভির্যপূর্ণ বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। সেপ্টেম্বর-১৯৮১ খৃ. উক্ত পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশ লাভ করে। সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড মুহাম্মদপুর ব্লক-এ ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। উক্ত পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষায় "দরসে কোরআন", "তফসীরুল কোরআন" ও "তফসীরে নূরুল কোরআন" প্রভৃতি আখ্যায় পবিত্র কুর'আনের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশিত হয়ে আসছে। অনুবাদক ও তাফসীরকার হলেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। সেপ্টেম্বর ১৯৮১ খৃ. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ২০০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস ২১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উক্ত পত্রিকার ২৩৩ টি সংখ্যায় পবিত্র কুর'আনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বর্তমানে চলমান আছে। ফলে পবিত্র কুর'আনের তরজমা ও তাফসীরও ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনে বাংলা ভাষার চলতিরীতির অনুসরণ করেছেন। এতে পবিত্র কুর'আনের মূল আরবী সংযোজিত হয়েছে তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভাষা সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও কুর'আনের মর্মোপস্থাপক ও সহজবোধ্য। আমাদের সমাজের সাধারণ পাঠকগণের জন্য এটা অবশ্যই উপকারী ও সুখপাঠ্য বলা চলে।

"অগ্রপথিক"(১৯৮৬ খৃ.)

"অগ্রপথিক" হলো ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটি মাসিক বাংলা ম্যাগাজিন। পত্রিকাটি ১৯৮৬ খৃ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সাপ্তাহিক হিসেবে পথ চলা শুরু করে। কয়েক বছর সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকার পথম দিকে "আল্ কুর'আন" আখ্যায় একটি নিয়মিত কলামে পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন সূরার নির্বাচিত আয়াতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতো, মাসিক আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর কুর'আনের বঙ্গানুবাদের প্রকাশের ধারাবাহিকতা আর রক্ষা পায়নি। তবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে লিখিত ইসলামী সাহিত্যই সব সময়ে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। এ পত্রিকার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেক সংখ্যায় এক বা একাধিক ইসলামী ব্যক্তিত্বের জীবন চরিত প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা

'আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা' নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা ১৯৮৬ খৃ. থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম দিকে পত্রিকাটি আল্লামা ইকবাল সংসদের বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হতো। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে ড. মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পত্রিকার পক্ষ থেকে দু'টি সংখ্যা ইংরেজীতে 'Iqbal Studies' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' মহাকবি ইকবালের[৩৫] জীবন ও দর্শনের ওপর কাজ করার মহান লক্ষে এদেশে কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদেরই উদ্যোগে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইসলামের নানা দিকের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ/নিবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৬] বিশেষ করে আল্লামা ইকবালের দর্শন সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী এ পত্রিকায় স্থান লাভ করে।

দ্বীনে হানীফ (১৯৯২ খৃ.)

দ্বীনে হানীফ হলো আঞ্জুমানে দ্বীনে হানীফ বাংলাদেশ এর একটি মাসিক মুখপত্র। এ পত্রিকাটির প্রকাশনা কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকা থেকে ১৯৯১ খৃ.। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৯১ খৃ.। আলোচ্য পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯২ খৃ. হতে "তাফসীরুল কুর'আন" আখ্যায় পবিত্র কুর'আনের ধারাবাহিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়ে আসছে। উক্ত ৯ম সংখ্যায় (১৯৯২) সূরা ফাতিহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। অতপর ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মে ১৯৯২ খৃ. থেকে ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খৃ. পর্যন্ত উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ৬৮টি সংখ্যায় সূরা বাকারার ১৯৬ আয়াত পর্যন্ত অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়। অতঃপর ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খৃ. হতে সূরা বাকারার ১৯৭ আয়াতের অনুবাদ শুরু হয়ে ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ২০০১ খৃ. উক্ত সূরার অনুবাদ ও তাফসীর সমাপ্ত হয়। পবিত্র কুর'আনের এ উভয় সূরার বঙ্গানুবাদক ও তাফসীরকার ছিলেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আবদুল মতিন জালালাবদী।[৩৭]

আল্ উস্ওয়া (১৯৯৩ খৃ.):

"আল্ উস্ওয়া" ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। মোহাম্মদ নূর হোসাইনের সম্পাদনায় ১৯৯৩ খৃ. ঢাকা থেকে এ পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। এতে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা অনেকটা গবেষণাধর্মী। পত্রিকাটি এখনো নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। "তাফসীরুল কুরআন" কলামে নিয়মিত পবিত্র কুর'আনের

---

৩৫ আল্লামা ইকবালঃ ১৮৭৭ খৃ. ৯ই নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ নুর মোহাম্মদ। ১৮৯৫ খৃ. এফ. এ. এবং ১৮৯৯ খৃ. কৃতিত্বের সাথে এম. এ পাশ করেন। ১৯০৫ খৃ. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ খৃ. তিনি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যারিষ্টারী (বার এট ল) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কিছু সময় দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শিক্ষক 'স্যার আরনল্ড' একবার ৬ মাসের ছুটিতে গেলে তিনি আরবী ও ফারসী পাঠদানের জন্য তাঁর পরিবর্তে ড. ইকবালকে মেনোনীত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শেষ জীবনে গ্রন্থ ও কাব্য রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। তাঁর দর্শন ও চিন্তা-চেতনা এ উপমহাদেশে তথা বিশ্ব মুসলিমের জন্য প্রেরণার উৎস। বৃটিশরা তাঁকে তাঁর সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। পয়ামে মাশরিক, বঙ্গ-ই-দারা খিজর-ই-রাহ, খুদী-বেখুদী, যাবুর-ই-আজম, জাবীদ নামা, বালে জিব্রীল, তুল্‌-এ-ইসলাম, যারবে কালীম তাঁর (উর্দু ও ফার্সী) অন্যতম গ্রন্থ। [মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, (ঢাকা-১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ৬৩ ও আল্লামা ইকবাল (স্মরণিকা) আল্লামা ইকবাল সংসদ (ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ.) পৃ ৩৭-৫৪]

৩৬ আল্লামা ইকবাল সংসদ এর সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদ পত্রিকার সম্পাদক ড. আব্দুল ওয়াহিদের প্রদত্ত তথ্য [illegible]

৩৭. আব্দুল মতিন জালালাবাদী, *দ্বীনে হানীফ*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরও প্রকাশিত হচ্ছে। এতে মাঝেমাঝে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত রচনাবলীর প্রকাশনাও দেখা যায়। পত্রিকাটি আমাদের সমাজে ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

"মাদ্রাসা" (১৯৯৬ খৃ.)

"মাদ্রাসা" হলো দেশের মাদ্রাসা সংবাদ ও ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬ খৃ.। সম্পাদক হলেন মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা। এতে "দরসুল কুর'আন" আখ্যায় একটি নিয়মিত কলামে পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশিত হয়ে আসছে। অনুবাদক ও তাফসীরকার হলেন অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলীল।

মাসিক রহমত

মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর (র) মাসিক রহমত নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বিগত তিন দশক পত্রিকাটি লালবাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে কুরআন, হাদীস, ইসলামের নানা দিক নিয়ে মূল্যবান বিষয়াদি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা

ইসলামী বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৬১ খৃ. ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক একাডেমী। প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাশিমকে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৬১ খৃ. ইসলামিক একাডেমীর মুখপত্ররূপে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় **ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা**। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন হলে (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) পত্রিকার নাম হয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হন জনাব শাহেদ আলী।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম

ইসলাম: সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'ইসলাম' আরবী 'সিল্‌ম' ধাতু হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ-আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, আপোষ করা বা বিরোধ পরিহার করা।[৩৭] পরিভাষায় ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।[৩৮] পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে-

অর্থাৎ "অতপর হে মাহবুব! যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে বলে দিন, আমি আপন চেহারা আল্লাহর সামনে অবনত করেছি এবং যারা আমার অনুসারী হয়েছে।"[৩৯]

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ইসলাম বলতে বুঝায় ১. এক অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ২. শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা। বার্ণাড লুইস এর মতে "ইসলামের ঐতিহ্যগত অর্থ ধারাবাহিকভাবে নবী ও রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক এ পৃথিবীর জন্য দিক-নির্দেশনা হিসাবে জীবন ব্যবস্থা আর মরণোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারনার প্রদান; আর সাধারণ অর্থে-কুরআনের উপদেশ ও অনুশীলনের মাধ্যমে মহানবী (সা:) প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায়"।[৪০]

পি.কে হিট্টি ইমাম গাজালী (র)' র উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "In dealing with he fundamentals of their religion Moslem theologian distingusish between Iman (religious belief), Ibdat (acts of worship, religions duty) and Ihsan (right-doing), all of with are included in the term din (religion). Verily the religion (din) with God Islam).[৪১]

'ইসলাম'কে মহান আল্লাহ বান্দাদের জন্য তাঁর মনোনীত দ্বীন করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দান করেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী-"আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) দ্বীন।[৪২] এ দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ (স)'র মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং ৬৩২ খৃ. আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণ পর্যন্ত মহানবী (স)'র দ্বারা যা কিছু সম্পন্ন হয়েছে তা সবই ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং মহানবী (স)-এর যাবতীয় কার্যক্রম, কথাবার্তা, আদেশ-উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদির সমষ্টিই ইসলাম। 'সিলম' ধাতু হতে কর্তৃবাচকে যারা কলেমা পড়ে আল্লাহ ও রাসূল (স) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঈমানের সাতটি শর্তকে বিশ্বাস করে তাদের মুসলমান বা ইসলাম গ্রহণকারী বলা হয়।

একটি 'দ্বীন'(জীবন-বিধান) হিসেবে ইসলামের উদ্দেশ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন:

দ্বীন শব্দের একটি অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। কুরআনে বিধৃত দ্বীন ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিকতত্ত্ব ইত্যাদি। মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। উপরে ইসলাম শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে

---

৩৭ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০) ৫, সংস্করণ, পৃ. ৫; *বাংলাপিডিয়া*, প্রধান সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) পৃ. ৪২৭

৩৮ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; বাংলা পিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

৩৯ আল কুর'আন, ৩ : ৪৪

৪০ Bernard lewis, *The Faith and the Faithful*, the world of Islam, Barnard Lewis and others (eds) (London : Thames and Hudson, 1992), P. 25.

৪১ P.K Hitti, *History of the Arabs* (New Yark : 1939), P. 128

৪২ *আল কুর'আন*, ২ : ১১২

Dhaka University Institutional Repository

তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর ব্যাপকার্থক হওয়ার আরও একটি প্রমাণ এই যে, ইসলামকে দ্বীন নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত: দ্বীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। দ্বীন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মমার্থ হচ্ছে মিল্লাত ও শরী'আত।[৪৩] আল-কুরআনে আল্লাহ ইসলামকে সত্যের দ্বীন, আল্লাহর দ্বীন, এবং মজবূত দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দশম হিজরীতে যে আয়াতে আল্লাহ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবার সুসংবাদ প্রদান করেছেন, সেখানে ইসলামকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[৪৪] ইমাম আবু হানিফার (র) মতে, দ্বীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম এবং শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪৫]

সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম আকীদা, মৌখিক স্বীকৃতি, ঈমান, আমল, আবার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও। আর উহাদের সবগুলোর সমষ্টির নাম হচ্ছে দ্বীন। এই দ্বীনে রয়েছে- (১) আকীদা (২) ইবাদাত এবং (৩) পারস্পরিক সম্পর্ক (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক)।

মূলত: মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অনুমোদন করেছেন তাই ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দ্বীন। অন্য কোন দ্বীন বা জীবন বিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৬] মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) ধারণা অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন। কিন্তু যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এই শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পারলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (স) মানব জাতির জন্য এই ইসলাম প্রচার করেছেন। মহান আল্লাহ আল কুরআন নাযিল করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[৪৭] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পরযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দ্বীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সেজন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৪৮]

'ইসলাম'- এর শাব্দিক অর্থ শান্তি। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হল ইসলাম।[৪৯] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসর্ম্পণে আল্লাহর সঙ্গে

---

৪৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ* (৫ম খন্ড), পৃ. ২৯৯।

৪৪ *আল-কুরআন*, ৩:১৯, ৯:৩৩, ১১০:২, ৩০:৩০, ৫:৩।

৪৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ* (৫ম খন্ড), পৃ. ২৯৯।

৪৬ *আল-কুরআন*, ৩:১৯ ও ৮৫।

৪৭ *আল-কুরআন*, ৪২:১৭।

৪৮ *আল-কুরআন*, ৩০: ৩০।

৪৯ *আল-কুরআন*, ২:১১২।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি স্থাপিত হয় ,তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিকে সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ ও মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হল মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে; "হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[৫০]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা। এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য দু'টি। আল্লাহর একত্ব ও মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান।[৫১]

মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) নয়, হযরত আদম (আ)-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শেষ প্রচারক এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি।

হযরত আদম (আ)-এর পর যত নবী-রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলামানের ঈমানের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।[৫২]মুসলমানগণ শুধু তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)- কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন: "আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সর্তককরীরূপে: এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।"[৫৩] মুসলমানগণই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এই মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে; মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তাই ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো। মানুষকে সবচেয়ে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান

---

৫০ *আল-কুরআন*, ২:১১২।

৫১ কে আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ.১।

৫২ *আল-কুরআন*, ২:১৩৬

৫৩ *আল-কুরআন*, ৩৫:২৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছে যার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।[৫৪] যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। আল্লাহ বলেছেন: "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিযক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।[৫৫] এজন্যই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়।[৫৬] সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদাত করবে, তাঁর নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।[৫৭] এভাবে আল্লাহ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। ইসলামে শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে যার মূলমন্ত্র হলো মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এই মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধক্ষম নয় যথা; অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না। বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি ভঙ্গ করা যাবেনা। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।[৫৮] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবেনা।[৫৯] উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়।[৬০] পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এসকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।

সুতরাং ইসলাম যেমন একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সজ্ঞায়িত করে। ব্যক্তিগত,

---

৫৪ কে, আলী প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

৫৫ *আল-কুরআন*, ১৭: ৭০

৫৬ *আল-কুরআন*, ২:৩০

৫৭ *আল-কুরআন*, ৪:৪৮

৫৮ *আল-কুরআন*, ৮:৫৮

৫৯ *আল-কুরআন*, ৯:৬

৬০ *আল-কুরআন*, ৮:৭২

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে ঐশীবাণী এলেও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ আলকুরআনের মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ জীবন বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৬১] মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই কুরআন পাক থেকে বাদ দেয়া হয়নি। এ কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয়নি। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান সর্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের অপরাপর স্তরগুলির এক অবিভাজ্য পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিত রূপ। ইসলাম পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। কুরআন অনুসৃত নীতিমালার বিপরীতে কোন মৌলিক আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকে না কারো হাতে। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্থ করেছে। সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখণ্ডতা, পবিত্রতা ও বিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (স)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবে ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।[৬২] Lammens- এর ভাষায় : "কুরআনীয় আইন শরীয়াহ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসী নাগিরকের জন্য তিনটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব আরোপ করে বিশ্বাসী হিসেবে, মানুষ হিসেবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। শরীয়াহ্ তার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সাথে ইহার বহুবিধ অভিব্যক্তি তত্ত্বাবধানের ও উহার জটিল ছন্দের নির্দেশনার ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে।"[৬৩]

ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন তাওহীদভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনো আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্ম বহির্ভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলামী আইন-কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের মৌল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইসলাম শুধু সাধু-পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনীষীদের কথাই বলে না, বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে পাপ-পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[৬৪]

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের আন্তর জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভা বিস্তার করে, তার চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে সম্পর্কে অবহিত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যে কোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। সৈয়দ আমির আলী বলেছেন:"ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৬৫] গিবের ভাষায়; "বাস্তবিক ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী, এটা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা।.....

---

৬১ *আল-কুরআন*, ৫:৩

৬২ মুজিবুর রহামান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ-সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন*, ঢাকা-১৯৯১, পৃ, ১০৮।

৬৩ S.D. Lammens, *Islam :* Belief and Institution. P.82.

৬৪ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ.

65 Sayed Amir Ali, Opcit. P. 175.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তম সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"[৬৬]

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর ও তার রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এতে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশের কোন অবকাশ নেই। আল-কুরআন ঘোষণা করেছেঃ "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদিগের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।'[৬৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৬৮] যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মীমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়। আল-কুরআন ঘোষণা করেছেঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিওনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৬৯] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, আংশিক বর্জন করা এবং মধ্যপথ ধরে চলাও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী একজন কাফিরের কাজ বলে বিবেচিত এবং তার জন্য অপমানজনক শাস্তির বিধান রয়েছে।[৭০] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার শামিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্তক করে দেয়া হয়েছেঃ "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদিগের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।"[৭১]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যে সব প্রধান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে (১) আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, ক্ষমাশীলতা ও পরম প্রেমের প্রতি বিশ্বাস; (২) দান ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব; (৩) রিপু দমন; (৪) যিনি সব কল্যাণ ও নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং (৫) পরলোকে মানুষের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহির ধারণা।[৭২] আর ইসলামী আকীদা ও ইবাদাতসমূহ একদিকে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যম ও উপায়, অন্যদিকে তা উক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করবার উদ্দেশ্যে জীবনের কার্যাবলীকে সুমহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার মহান লক্ষ্যের ধারকও বটে। এরূপ কার্যাবলী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করে। মোট কথা, ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আত্মার শান্তি লাভ, অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান।

---

66 Gibb. Whither Islam হতে উদ্ধৃত, রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, সাহিত্য কুটির বগুড়া. ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১০।

৬৭ *আল-কুরআন*, ৪:৫১

৬৮ *আল-কুরআন*, ৩৩:৩৬

৬৯ *আল-কুরআন*, ২:২০৮

৭০ *আল-কুরআন*, ৪:১৫০-৫১

৭১ *আল-কুরআন*, ২:৮৫

৭২ Sayed Amir Ali, Op.cit.P.176.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বৈশিষ্ট্য :

হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাগুলি হতে বহু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠী বা অপর ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

(১) ইসলামে আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক, কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানব গোষ্ঠির উপাস্য নয়। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত সর্ব শক্তিমান নিরাকার এবং সাদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আসমাউল হুসনা'য় যা সীমিত শক্তির আওতায় মানবের অনুকরণীয়।[৭৩] সুতরাং একাধারে মানবের উপাস্য এবং আদর্শ।

(২) ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি মানব নন, তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত বিধান দেয়ার কোন অধিকার লাভ করে না, অনুসারীরা পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌরহিত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না। কুরআন অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যা দান কোন বিশেষ গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত নয়, বরং ইবাদাত এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কিছুটা কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

(৩) সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দ্বীনের ঐক্য এবং বিবর্তনমূলক শরীআত বিকল্প ঘোষণা করে, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং মানবজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অহী প্রসূত প্রজ্ঞার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে।[৭৪]

(৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্তা উৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্ট; পাপের পঙ্কে তার জন্ম নয়, আদি পিতার পাপের বোঝাও সে বহন করে না। সে তার আপন কর্মের জন্য দায়ী; মানবসত্তা সসম্মানিত; জ্ঞানে-গুণে সে ফেরেশতাকে অতিক্রম করতে পারে; সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভা; সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে।[৭৫]

(৫) ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারত্রিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, এতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না

(৬) ইসলাম মানবাধিকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দান করেছেঃ

(ক) নারীর মানবাধিকার মর্যাদা বিধান ইসলামের বিধান। সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষমা লাভ করেছে। স্বামী ও পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার রাভ করেছে। সেক্রামেন্টের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করে সামাজিক চুক্তির আওতায় (বিবাহ) তার ব্যক্তি সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত পেয়েছে।

(খ) গোলাম ইসলামী বিধানে তার মানবিক মর্যাদা পেয়েছে। গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামের একটি পূণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমনকি অমুসলিমের ধর্ম মন্দির রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমের উপর বর্তায় যদি কেউ তা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। কাবায় উপাসনার অধিকারে হস্তক্ষেপকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদকামী মুশরিকদের বিচারেও হেরফের করা যাবে না।[৭৬] ইসলামী আইনের শাসন অপর ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট নয়।

---

৭৩ *আল-কুরআন*, ১:১; ৭:১৮০ ।

৭৪ *আল-কুরআন*, ২:২৮৫; ৫:৪৪-৪৭।

৭৫ *আল-কুরআন*, ৯৫:৪; ২:২৮৬; ১৭:১০; ৭:১১; ২:৩০; ৩০:৩০।

৭৬ *আল-কুরআন*, ২২:৪০; ৫:২ ও ৮

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) যুদ্ধরত বিধর্মীরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধক্ষম নয়-যথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ, অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা যাবে না। বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেয়া হয় ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না। উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[৭৭] ফলকথা ইসলাম অতি পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিকতার ধারক ও বাহক।

(৮) ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ; প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় খিলাফত নীতিতে; খলিফা আইনের উর্ধ্বে নয়; তার বিশেষ কোন সুবিধা নেই; জনগণের রায়ের উপর তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি; প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরামর্শে সেই ক্ষমতার পরিচালনা করতে হবে। খলিফা জনগণের আনুগত্য দাবী করতে পারেন-যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।[৭৮]

(৯) ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। এতে পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। কল্যাণকর সবকর্মই ইবাদাত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা করা হয়। সব কর্মের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইসলামের রয়েছে।

(১০) ইসলামে কোন জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব নেই। এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো খুবই সহজ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। এতে কোন অহমিকা ও কুসংস্কারের স্থান নেই। আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মদের (স.) রিসালাত এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলোই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। এগুলো নিখুঁত প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সকল শিক্ষা এসব মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ সরাসরি আল্লাহর কিতাব থেকে বিধান অনুসরণ করতে পারেন। ইসলাম মানুষকে তার প্রজ্ঞা শক্তি জাগ্রত করতে শেখায়, বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষ সবকিছু বাস্তবের আলোকে দেখতে শিখে।[৭৯] এজন্যই ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র বিশ্বাস করার বিষয় নয়, জীবনের চালিকা শক্তি। আল্লাহতে বিশ্বাস মানুষকে অবশ্যই সদাচরণ শেখাবে। ধর্ম কখনো মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ধর্ম জীবনের মাঝেই প্রতিফলিত হবে। সুতরাং ইসলাম অত্যন্ত সরল, যৌক্তিক ও বাস্তবতার ধর্ম।

(১১) ইসলাম মানুষের জীবনে ভাব ও বস্তু এদু'টির কোন পৃথক সত্তার কথা বিবেচনা করে না। জীবন বিমুখতা নয়, বরং জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম কখনো বৈরাগ্যে বিশ্বাস করে না। পার্থিব জীবনকে এড়িয়ে চলা নয়, বরং জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে তাকওয়ার সাথে জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে আত্মিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব; সংসার ত্যাগ করার মাধ্যমে নয়। ইসলাম পার্থিব জীবন এবং নৈতিক জীবন, সংসারী জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কোন আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করেনা, বরং সুস্থ নৈতিক ভিত্তিক উপর জীবনকে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

৭৭ *আল-কুরআন*, ২২:৪০; ৫:২ ও ৮

৭৮ আল-কুরআন, ৬: ৫৭: ৩: ১৫৭

৭৯ আল-কুরআন, ৩৯:৯; ৭:১৭৯: ২:২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

(১২) ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, পার্থিব, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন, সংস্কৃতি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পথ নির্দেশ রয়েছে। আল-কুরআন মানুষকে ইসলামে পূর্ণভাবে অর্থাৎ কোন অংশ পৃথক না রেখে সম্পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বলে।[৮০]

(১৩) ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, ব্যক্তিবাদ ও সমষ্টিবাদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে এবং বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে। ইসলাম ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সেগুলোর ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চিয়তা দেয়। ইসলামের শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সধন এবং সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পরামর্শ দেয় না।

(১৪) ইসলামের আহবান সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য। ইসলামের স্রষ্টা, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের এবং মহানবী (স.) সমগ্র মানবতার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, বাষা, গোত্র মর্যাদা ও সম্পদের ভিত্তিতে সৃষ্ট মিথ্যা বাধাসমূহ অপসারিত করে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইসলাম এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে এবং দাবী করে যে, সকল মানুষ এক আল্লাহর পরিবার ভুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেদন আন্তর্জাতিক। বর্ণ, গোত্র, রক্ত সম্পর্ক অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভেদকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম সব মানুষকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। জাগিত শত্রুতা ও কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীে ইসলাম আহবান জানায় জীবন ও আশার পথে এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।

ইসলামের এসব বিশিষ্ট রূপগুলোই ইসলামকে মানুষের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে আজকের দিনের ধর্ম এবং আগামী দিনের ধর্ম। ইসলামের এইরূপ অতীতে শত সহস্র মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। আজকে আবার মানুষের মনে দৃঢ় প্রতীতি জাগিয়েছে যে, এটাই মানবতার জন্য সত্য ও সঠিক পথ। মানতার কাছে ইসলামের এই আবেদন ভবিষ্যতেও থাকবে। এদিকে ইংগিত করেই জর্জ বার্নাড শ বলেছেন, "মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি সব সময়ই উচ্চ ধারণা পোষণ করি। কারণ এর মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্যকর জীবনীশক্তি। আমার মনে হয়, এটাই (ইসলাম) একমাত্র ধর্ম, যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং যার রয়েছে সর্বযুগোপযোগী আবেদন। আমি তাঁর সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি, আশ্চার্য এক মানুষ এব আমার মতে খৃষ্টবিরোধী না হয়েও তাকে মানবতার মুক্তিদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মত একজন একনায়ক বর্তমান দুনিয়ায় যদি আসতেন, তবে তিনি সমস্যা জর্জরিত এই পৃথিবীর সমস্যাগুলো এমনিভাবে সমাধান করতে পারতেন যে, আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন যে সুখ এবং শান্তি তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। আমি ভবিষদ্বাণী করছি যে, আজকের ইউরোপে "মুহাম্মদের বিশ্বাস" যেভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে আগামী দিনের সমগ্র ইউরোপ তা গ্রহণ করে নেবে।"[৮১]

---

[৮০] *আল-কুরআন*, ২:২০৮

[৮১] George Baranard Shan, *The Genuine Islam*. Vol.1,P.1936

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

কারামত আলী ও তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া[1]

কারামত আলী (১৮০০-১৮৭৩) সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর একজন অনুসারী ও খলিফা ছিলেন। আর "তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া" হলো সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীদের জীবন দর্শন। এই তরিকা বা পথ শুধু একটি আধ্যাত্মিক দর্শনই ছিল না, সমাজ সংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ/আন্দোলন ছিল এই তরিকার অবিচ্ছেদ্য অংগ। সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় কারামত আলী এই তরিকা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি এই তরিকার একজন অনুসারীও ছিলেন। সৈয়দ আহমদ তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সাফল্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করতে ও তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রচার করতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠান। কারামত আলীও ছিলেন এইরূপ একজন খলিফা। তাঁকে সৈয়দ আহমদ বাংলায় পাঠিয়েছিলেন মুসলিম সমাজ থেকে সকল "কুসংস্কার" দূর করে বাঙালী মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল বাংলা ও আসামে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রচার করে ১৯৭৩ খৃস্টাব্দে রংপুরে ইন্তেকাল করেন। তবে কারও কারও মতে তিনি শেষ পর্যন্ত তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া-র অনুসারী ছিলেন না। মূলত প্রবন্ধকার তাজুল ইসলাম হাশমী মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর "তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া"-র সম্পর্কটি তুলে ধরেন। প্রবন্ধকার এগার পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি বলেন, "বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মাঝে এই তরিকার সুষ্ঠু সংজ্ঞা বের করা ও কারামত আলীর সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।" ১৮৩১ খৃ. এর পরে এই তরিকার অনুসারীদের একদলের সাথে তাঁর ধর্মীয় কারণে মতবিরোধ বাঁধে; ১৮৫৭ খৃ. এর পরে এই মতপার্থক্য রাজনৈতিক মতবিরোধে রূপ নেয়।

১৮৫৭ খৃ. এর পরে তিনি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারী চাকরিতে ভারতীয় মুসলমানদের অংশগ্রহণের সপক্ষে মত দেন। তিনি এর পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নীতিকে যুগোপযোগী বলে মনে করেননি। ১৮৫৭-৫৮ খৃ. এর বিদ্রোহে তিনি অংশ গ্রহণ করলেও চরমপন্থী জেহাদী নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর অনেক ব্যাপারে দ্বিমত থাকায় বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তিনি তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ায় বিশ্বাসী হয়েও, তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে জেহাদী কার্যকলাপকে গোপন করেছিলেন বলেই বোধ হয় বৃটিশ সরকার তাঁকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন নি।

ইসলামের ভূমি ব্যবস্থাঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা[2]

ইসলামের আর্থসামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো ভূমি সম্পর্কিত সমস্যা। খাদ্যের যোগানের ক্ষেত্রে ভূমি যেহেতু প্রথম মৌলিক উপাদান, এবং যেহেতু উম্মার বৃহত্তর একটি অংশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু এই সমস্যার উপর ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

---

১ তাজুল ইসলাম হাশমী, (কারামত আলী ও তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১৩৮-১৪৮

২ মুহাম্মদ ওমর আল-ফারুক, (ইসলামের ভূমি ব্যবস্থাঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জুন ১৯৮৫, পৃ, ১৬৫-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে এ বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদগণ সে সম্পর্কে যুগোপযোগী সমাধান দিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার ইসলামের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে চারটি সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো (ক) ভূমির মালিকানা ও বণ্টন ব্যবস্থা; (খ) কর ব্যবস্থা; (গ) ভূমি-কর্ষণ পদ্ধতি; (ঘ) কৃষকের অধিকার ।

(ক) ভূমির মালিকানা ও বণ্টন ব্যবস্থাঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমির মৌল মালিকানা আল্লাহর। মানুষকে এর উপর কতৃত্ব দেয়া হয়েছে এর সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য। [এ জমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন (আল কুরআন, ৭ঃ১২৮)] প্রবন্ধকার এখানে ইসলামী শরীআতের আলোকে ভূমির বন্টন নীতি বর্ণনা করেছেন।

(গ) কর ব্যবস্থাঃ কর নির্ধারনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তাহল যে, উৎপাদনের সাথে জড়িত কোন পক্ষই যেন এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। বরং অত্যন্ত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে তিনি অবশ্য বিবেচ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি; উৎপাদক ও তার কল্যাণ; উৎপাদন ব্যয়;

মোটকথা, কৃষকদের কল্যাণ সাধনই ছিল এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য। কর নির্ধারণের ও আদায়ের এই ইসলামী পদ্ধতি আজকের দিনেও যেকোন এলাকায় প্রচলিত হলে তা জনগণের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনবে।

গ) ভূমি-কর্ষণ পদ্ধতিঃ যেসব ভূমি-মালিক সরাসরি ভূমি চাষে নিয়োজিত নয়, তাদের ভূমি চাষ করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধকার এখানে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করেন। (ক) ভূমি মালিক দৈনিক মজুর নিয়োগ করে তার ভূমি কর্ষণ করবেন। (খ) ভূমি মালিক তার ভূমি অন্যের নিকট ভাগ চাষে (মুযারিয়া) দেবেন। প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে 'ফকীহদের' মধ্যে কোন মতবিরোধ না থাকলেও দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। প্রবন্ধকার এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে বর্গাচাষীর প্রতি 'আদল' ও 'ইহসানের' (ইনসাফ ও সুবিচার) বিষয়টি যাতে রক্ষা হয় তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

(ঘ) কৃষকদের অধিকারঃ ইসলামী পদ্ধতি ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারেও সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। প্রবন্ধকার এখানে কৃষকদের অধিকার সম্পর্কিত ক্রমান্বয়ে আটটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেগুলো সংরক্ষিত হলে সত্যিকার অর্থেই কৃষকদের অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার[৩]

সংঘাতময় সমাজ আর কলুষতাপূর্ণ জীবনকে আনন্দময় ও নির্মল করতে পারে মানুষ। মানুষ বলতে নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীকেই বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ড. হাবিবা খাতুন তার প্রবন্ধের শুরুতেই নারী-পুরুষ সৃষ্টির মৌলিকত্ব তুলে ধরেন। অন্ধকার যুগে নারী জাতির যে দুরবস্থা ছিল সংক্ষিপ্তাকারে সে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে অধিকারহারা নারী জাতি যে আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার ফিরে পেল তার একটি বর্ণনা রয়েছে প্রবন্ধটিতে। তিনি তাঁর প্রবন্ধটিতে ইসলাম নারী জাতিকে যেসব অধিকার প্রদান

---

৩ হাবিবা খাতুন, (ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৩১, জুন ১৯৮৮ পৃ. ৪৬-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছে তা গুরুত্বের বিবেচনায় নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন- মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার; ধর্ম পালনের অধিকার ; (এ পর্যায়ে তিনি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন) শিক্ষার অধিকার ; (শিক্ষার সুফল বর্ণনায় তিনি জাতি গঠনে শিক্ষিত মায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন) সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণের অধিকার; অর্থনৈতিক অধিকার ; (এ পর্যায়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত নারীর অংশ সম্পর্কিত আয়াতের আলোকে সবকটি অবস্থা তুলে ধরেন) মত প্রকাশের অধিকার ; (বিয়েতে নারীর মতামতের আবশ্যকতা উল্লেখিত হয়)

পারিবারিক জীবনে যৌক্তিক পর্যায়ে পুরুষ-নারীকে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। যেমন পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন শারিরীক বলিষ্ঠতা, সাহস, তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। অপরদিকে সুমধুর ব্যবহার, নম্রতা, সন্তান পালন, কষ্ট সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে নারীকেও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। রসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ও অপরাপর বক্তব্য উল্লেখের দ্বারা তিনি ইসলাম প্রদত্ত নারী জাতির সম্মান তুলে ধরেন। ইসলামে একাধিক বিয়ের কঠোর শর্ত সাপেক্ষে অনুমতির কারণ বিশ্লেষণ করে প্রকৃতার্থে পবিত্র কুরআন[৪] যে একটিমাত্র বিয়ের প্রতিই মুসলিম জাতিকে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। সাথে সাথে নারী জাতিকে বৈবাহিক জীবনের প্রতি উৎসাহিত করে তাকেই সম্মানজনক জীবন বলে বর্ণনা করেছেন। দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই তিনি আলোচনা করে পরিশেষে তিনি বলেন ইসলাম নির্দেশিত মার্জিত পোষাক পরে যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন নারী সামাজিক যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ও তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিকেও কিছুটা দায়ী করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারীর অধিকার সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা নারী জাতিকে অনুধাবন করানো যায়। এবং নারীরা যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন, তাহলে নারীরা অবশ্যই এ পৃথিবীতে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন।

ইসলামী স্থাপত্য ঃ তত্ত্ব ও দর্শন[৫]

৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখিত এ প্রবন্ধটির শুরুতেই জনাব মুহাম্মদ শামসুল হক বলেন, পৃথিবীর প্রায় অর্ধ ডজন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য সংস্কৃতির অন্যতম হলো ইসলামী স্থাপত্যকলা। বিশ্বের অন্যান্য স্থাপত্য শিল্পের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর হতে। পক্ষান্তরে ইসলামী শিল্পকলার ক্ষেত্রে গবেষণা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালেরই একটি উদ্যোগ। **Encyclopedia of World Art, Vol-III, (London 1971), Ernst Kuhnel, P. 325]** তিনি আরও বলেন আল-কিন্দি, আল-বালাজুরী, আত্-তাবারী, আল-মাসুদি, আল-ইয়াকুবী, আল-খাতিব, আবুল মহাসীন, আল-কুদায়ী ও ইবনে দুকমাক-এর মত প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের স্থাপত্য বিবরণের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী স্থাপত্য কলা অধ্যয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ সূত্র সূচনা হলে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পণ্ডিতবর্গের মাধ্যমে ইসলামী স্থাপত্যকলার ক্রম বিকাশের ধারা পর্যালোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রন্ধকার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সীমাবদ্ধতা ও তার কারণসমূহ উল্লেখ করেন। সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের পর্যালোচনার ফলস্বরূপ তারা ইসলামী স্থাপত্যকলার বিরুদ্ধে [ইসলামী স্থাপত্যকলা অনৈতিহাসিক, সংজ্ঞাহীন, একই মৌলনীতির অনুসরণ, নান্দনিক প্রবণতা ও শৈল্পিক কমনীয়তার অনুপস্থিতি, প্রতীকতা ও দর্শনের অনুপস্থিতি, আবেগের উপকরণ নেই এ রকম

---

৫ মোহাম্মদ শামসুল হক (ইসলামী স্থাপত্য ঃ তত্ত্ব ও দর্শন) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৩২, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ১৫৮-১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় এগারটি] অভিযোগ উপস্থাপন করে তার সবগুলোরই বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব দেন পুরো প্রবন্ধ জুড়ে। প্রবন্ধকার ইসলামী স্থাপত্যকলার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অসারতা প্রমাণে অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রামাণ্য দলীল উপস্থাপন করেন। পুরো প্রবন্ধটি তিনি মসজিদকেই স্থাপত্য হিসাবে প্রাধান্য দেন।

তাফসীর সাহিত্যের গতিধারা[৫]

ইসলামী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো তাফসীর সাহিত্য। কুরআনের দর্শন উপলব্ধি করা ও করানোর জন্যই তাফসীর শাস্ত্রের সূচনা হয়। সাহাবীদের যুগ থেকে অদ্যাবধি বহু তাফসীর লিখিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তাফসীরকারগণ এগুলো লিখেছেন এবং লিখছেন। ফলে তাফসীর সাহিত্যে বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে তাফসীরের গতিধারার ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন, যাতে পাঠকসমাজ সহজে ধারাগুলো অনুধাবন করতে পারেন।

প্রথম যুগ: তাফসীর রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল-এর ৮৯ এবং সূরা আনআম-এর ৩৮ নং আয়াতদ্বয়ের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগের লোকজন তাফসীর রচনায় আগ্রহী ছিলেন না। সে সময়কার প্রথম তাফসীর হলো তাফসীরকারদের শিরোমণি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রচিত তাফসীর-ই-ইব্ন আব্বাস (অপূর্ণাঙ্গ)। হিযরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফাররা নাহ্বী (মৃ ২০৭ হিঃ) সর্ব প্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করেন।

দ্বিতীয় যুগ: সনদভিত্তিক তাফসীর

এ যুগের তাফসীরকারগণ নবীর হাদীস,সাহাবীর হাদীস এবং তাবেয়ীর ভাষ্য অবলম্বনে কুরআনের তাফসীর রচনা করতেন। তাঁরা হাদীসের সাথে বর্ণনাকারীদের নামও উল্লেখ করতেন বিধায় এরূপ তাফসীরকে সনদভিত্তিক তাফসীর বলা হয়। এ যুগে অনেক তাফসীর রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাফসীর হলো ইবন জারীর রচিত জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন। তবে এযুগের কতিপয় সনদ উহ্য তাফসীর ও রয়েছে।

তৃতীয় যুগ: হাদীসভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক তাফসীর

এ যুগের তাফসীরকারগণ হাদীসের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় সাধন করে তাফসীর রচনা করেছেন। ইসমাইল ইবন আহমদের (৩৬১ হিঃ - ৪৩১ হিঃ) কিফায়াতুত্ তাফসীর এ পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ যুগ: বুদ্ধি ও বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসীর

যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে রচিত তাফসীরকে তাফসীর বির রায় বলা হয়। এ যুগের তাফসীরের অন্যতম হলো-আল্লামা জারুল্লাহ্র তাফসীর-ই-কাশ্শাফ, ইমাম নাসিরুদ্দীন বায়যাবীর 'আনওয়ারুত্ তান্যীল ওয়া আসরারুত্ তাবীল' যা তাফসীরে বায়যাবী নামেই পরিচিত। ইমাম রাযীর 'মাফাতীহুল গায়ব' (তাফসীরে কবীর নামে পরিচিত) শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিহলবীর 'ফাতহুল কাবীর মিম্মা লাবুদ্দা মিন হিফযিহী ফী ইলমিত তাফসীর' শাহ আব্দুল আযীযের 'ফাতহুল আযীয' মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৬৯-১৯৬৮খিঃ) 'তাফসীরুল কুরআন' এবং সাইয়েদ আবুল

---

৫ মুহাম্মদ আবদুল বাকী (তাফসীর সাহিত্যের গতিধারা) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৩৭ সংখ্যা, জুন-১৯৯০, পৃ. ৪৫-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আলা মওদুদীর 'তাফহীমুল কুরআন' অন্যতম। প্রবন্ধকার এ সমস্ত তাফসীরের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার সমালোচনায় সমকালীন সুধীজনের বক্তব্য তুলে ধরেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীত[৬]

সুন্দর স্বর সুললিত কণ্ঠের সুর পরম করুণাময়ের এক বিরাট নেয়ামত - যা মানুষকে নির্মল আনন্দ দেয়। আনন্দদায়ক বস্তু হলেই ইসলামে হারাম একথা ঠিক নয়। আনন্দদায়ক বস্তুগুলোর মধ্যে যেগুলো হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলো আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগার কারণেই হারাম হয়নি। বরং একারণে হারাম হয়েছে যে, তাতে মানুষের সদগুণাবলী নষ্ট হয়, অশ্লীলতা বেড়ে যায়, চরিত্র ধ্বংস হয়। অতএব এরূপ বলা আমাদের জন্য সঙ্গত হবে না যে, সংগীত বা সামা আনন্দদায়ক, শুনতে ভাল লাগে, মন প্রফুল্ল হয় এ জন্য তা হারাম।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– সংগীত। ইসলামের আবির্ভাব কালে সংগীতের চর্চা ছিল যাবতীয় অশ্লীল ও নোংরা বিষয়কে কেন্দ্র করে। তখন আরবের গায়িকারা প্রকাশ্যে সরাইখানায় বা জলসায় আপত্তিজনকভাবে সংগীত পরিবেশন করত। এরা নৈতিকতাহীন ছিল। এ জন্য মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগত কারণেই এই অশ্লীল আনন্দ লাভকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তৃতীয় খলীফার সময়কাল পর্যন্ত এই নিষেধ কঠোরভাবে মান্য করা হতো। কিন্তু ইসলাম কখনো মানুষের নির্দোষ আনন্দ লাভে হস্তক্ষেপ করেনি। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) নির্দোষ সংগীত শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। [গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ. ২৫৪ ; আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ১৯৭৫, পৃ. ৬৯৭] আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ বা নবী (সা)-এর যশোগাথা বর্ণনায় উপাসনার স্থানে সর্বত্রই যে সংগীতের উপস্থিতি আছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আযানের ধ্বনি, সূফী বা দরবেশদের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শপুষ্ঠ গান এবং সাধারণ ধর্ম বিষয়ক সংগীত এ সব কিছু শুদ্ধ সংগীত না হলেও এর মধ্যে সাংগীতিক অনেক উপাদান সম্পৃক্ত রয়েছে।

প্রবন্ধকার আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মূলত আলোচ্য প্রবন্ধে সংগীত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিতর্ক আকারে উপস্থাপন করেছেন। ভূমিকার পর তিনি এ বিষয়ে একটি মূলনীতি উপস্থাপন করেন। আর তাহল– "কোন বিষয়কে অবৈধ বললে সেটা প্রমাণের ভার পড়বে যে বা যারা অবৈধ বলবে তাদের উপর।" আলোচ্য প্রবন্ধে প্রথমত তিনি যারা সংগীতকে অসিদ্ধ বলে মনে করেন, তাদের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের ৪টি আয়াত উল্লেখ করে সে আয়াতগুলো যে বিষয়টিকে অসিদ্ধ বলার জন্য যথার্থ নয়, তা প্রমাণ করেন। অতপর তিনি সংগীতকে অনুমোদন করে রাসূলের এমন কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে সাহাবীদের যুগে সংগীতের প্রচলন ছিল তাও তুলে ধরেন। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে সংগীত বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম শাফেয়ী (র) সহ অন্যান্য ইমামদের মতামত তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম কুরআনের একথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, সকল শ্রেণীর সকল সঙ্গীতকে ইসলাম সকল অবস্থায় কখনো হারাম বলে নি।

---

৬ আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, (ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীত) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৪৩, জুন ১৯৯২, পৃ. ৮৭-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা[৭]

শ্রম স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রম শক্তির দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর অবশিষ্ট উপকরণসমূহের অবদান নির্ভর করে। প্রবন্ধকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ আতাউর রহমান এই প্রবন্ধে ভূমিকার পর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ শ্রমের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা তুলে ধরেন। তারপর ইসলামের আলোকে শ্রমকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইসলাম শ্রমিকের যে মর্যাদা দিয়েছে তা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অতপর শ্রমনীতির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, ইসলামী শ্রমনীতির বিশ্লেষণ, ইসলামী শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য, (এখানে ইসলামী শ্রমনীতির ১৭টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে) ইসলামী শ্রমনীতির গুরুত্ব, ইসলামী শ্রমনীতির উৎস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধকার তারপর যে বিষয়গুলো আলোচনা করেন, তাহল– কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন, কর্মসংস্থান; নিয়োগ সম্পর্কিত চুক্তি; কার্য সময় ও প্রকৃতি; জাতি ভবিষ্যতে যাতে কর্মক্ষম নাগরিক হতে বঞ্চিত না হয় সে জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োগের ব্যাপারে বিধি আরোপ; জ্যেষ্ঠত্ব (Seniority) এবং সামর্থ্যের (ability) উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি প্রক্রিয়া পরিচালন; কর্মচারীদেরকে উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; শ্রমিকদেরকে কাজে যোগদানের পূর্বে মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি। এ পর্যায়ে যে বিষয়গুলো প্রবন্ধকার বিবেচ্য হিসাবে তুলে ধরেন, তাহলো-(ক) মজুরী চুক্তি (খ) মৌলিক প্রয়োজন (গ) মূল্যস্তর বিবেচনা (ঘ) বেতনে সমরূপতা আনয়ন (ঙ) বেতনের পার্থক্য (চ) অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা (ছ) মালিকের সামর্থ্য বিবেচনা (জ) স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পথ উন্মুক্ত রাখা; মজুরী পরিশোধ ; অন্যান্য সুবিধা ; (পারিশ্রমিক ছাড়াও কর্মচারীর আরও অন্যান্য আর্থিক এবং অনার্থিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যেমন–উৎপাদিত পণ্যে অংশ, বাসস্থান, মুনাফা, কারবারের অংশ, করযে হাসানা, সহৃদয় সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি) শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ; শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ; শ্রমিকদের অধিকার ; (এ পর্যায়ে ১৯টি অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন প্রবন্ধকার) ইত্যাদি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রবন্ধকার শ্রমনীতির কয়েকটি দিকে বক্তব্য সীমিত রেখেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার, মালিক, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক ও কর্মচারী সবাইকে আন্তরিকতাসহ এগিয়ে আসতে হবে। মানবপ্রীতি, মনুষ্যত্বের সাধনা এবং ইসলামী শ্রমনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসই বৃহত্তর মানব সমাজকে এক মিলন ময়দানে সমবেত করতে পারে।

ইসলামে মানবাধিকার ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ[৮]

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সমভাবে কিছু অধিকার প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বলেই সম্ভবত এ অধিকারগুলোকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। আবার যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য সহজাত, সর্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য তাই এগুলোকেই মানবাধিকারও বলা হয়।

---

৭ মোঃ আতাউর রহমান , (ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৬, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩৫-৫৮

৮ মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, (ইসলামে মানবাধিকার ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যাঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯ অক্টোবর ১৯৯৩–জুন ১৯৯৪, পৃ. ১৫৩-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন বিশ্বে মানবাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রবন্ধকারদ্বয় অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। যা নিম্নরূপ–

ইসলাম প্রদত্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার :

▣ জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তা; যেমন- মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ; আত্মহত্যা নিষিদ্ধ; নবজাতক হত্যা নিষিদ্ধ; গর্ভপাত নিষিদ্ধ।

▣ দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার অধিকার; ইসলামে গৃহীত কয়েকটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থা সকল ধরনের দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছিল। ইসলামে গোটা দাস ব্যবস্থার বিলুপ্তির জন্য যে-সকল পন্থা অবলম্বিত হয় সেগুলো হলঃ ক. তাকভিব; (স্বাধীনতার লিখিত দলিল বা চুক্তিপত্র) খ. তাদ্‌বির ;(দাসপতির মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি) গ. ইসতিলাদ; (প্রভুর সন্তান জন্মদানহেতু স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কিত আইনগত ব্যবস্থা) ঘ. দাসীর প্রসবকৃত সন্তানের স্বাধীনতার ব্যবস্থা; ঙ. স্বাধীন নারীর সন্তানের স্বাধীনতার ব্যবস্থা; চ. আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা; ছ. যাকাত ব্যবস্থা; জ. স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি ইত্যাদি।

ইসলাম প্রদত্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আরও যেসব অধিকারসমূহ প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন, তাহল-

- নির্যাতন-নিপীড়ন, বিধি বহির্ভূত আটক, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার;
- মানহানিকর আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার;
- একটি নিরপেক্ষ অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীন স্বাভাবিক ন্যায় বিচার লাভের অধিকার;
- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার;
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা পরিবার বাসস্থান বা সংবাদ আদান-প্রদানের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
- স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার;
- রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার;
- জাতীয়তার অধিকার;
- বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার;
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার;
- ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার;
- বাক-স্বাধীনতার অধিকার;
- স্বাধীনভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার
- সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার;
- সরকারি কর্মে প্রবেশের সম-অধিকার ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়-ই প্রবন্ধকারদ্বয় কুরআন-সুন্নাহের আলোকে তুলে ধরেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা গবেষকদের জন্য এ প্রবন্ধটিই হতে পারে নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মানবধিকারের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য দলীল। যা ইসলামের পূর্ণতা প্রমাণে আরও বেশি কার্যকর। প্রবন্ধকারদ্বয় বলেন, ইদানীং নিছক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে মানবাধিকার ইস্যুটি অপব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত ইসলামী ব্যবস্থা অতুলনীয়। জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যে, মানবাধিকারকে ইসলামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে ইজতিহাদের প্রাণবন্ততা ও এর শাশ্বত রূপ পরিক্রমা[৯]

প্রবন্ধকার জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ শুরুতেই চমৎকার একটি ভূমিকার মাধ্যমে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। পরেই তিনি প্রসঙ্গক্রমে ইজতিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে কুরআনের আলোকে ইজতিহাদের পরিধি ও গুরুত্ব তুলে ধরে ইজতিহাদকে তিনটি ধারায় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বলেছেন তাদের স্বপক্ষের যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন। প্রবন্ধকার বলেন, বস্তুতপক্ষে আল-কুরআন স্বাধীন-চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে। কুরআন সুযৌক্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যা-সত্য যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে এ সম্পর্কে অনন্তর তাগিদ দিচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি (প্রবন্ধকার) একাধিক কুরআনের আয়াত এবং রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন ইজতিহাদের ধরাবাহিকতা রাসূলের সময় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ও ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। সমাজের সকলেই যদি ইমামদের মুকাল্লিদ হয়ে যায় তাহলে, মানুষের স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি এবং স্বচ্ছ বিবেকের কোন গুরুত্ব থাকছেনা। আর পরবর্তীদের জন্য ইজতিহাদ তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর উপর বিশ্লেষণী ও টীকা-টিপ্পনী এত বেশি পরিমাণে সংকলিত ও স্তূপীকৃত হয়েছে যে, আধুনিক মুজতাহিদের সামনে এখন এর বিচার বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল-মসলা রয়েছে। তাই প্রবন্ধকার সবশেষে বলেন, 'ইজতিহাদের দরজা বন্ধ'-এরূপ বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা ইসলামের প্রাণশক্তি ও বিপুল সম্ভাবনাকে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ[১০]

যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। যাকাত দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য। বাংলাদেশ দরিদ্র জন-অধ্যুষিত একটি দেশ। উল্লেখযোগ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। ফলে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান অতি নিম্ন। জীবনের মৌলিক অধিকার থেকে সুদীর্ঘকাল এ সকল মানুষ বঞ্চিত। অথচ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান যাকাতের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাধান সম্ভব। কিভাবে সম্ভব তার যৌক্তিক ও বাস্তব আলোচনা তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকারদ্বয় আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রবন্ধকারদ্বয় ভূমিকার পর প্রসঙ্গক্রমে যাকাত পরিচিতি, যাকাতের নিসাব, বিভিন্ন সম্পদে যাকাতের পরিমাণ, যেসব সম্পদে যাকাত নেই তার তালিকা, যাদের উপর যাকাত ফরজ (আবশ্যক) তাদের পরিচয়, যাকাতের সম্পদ বন্টনের খাতসমূহ, যাকাত ও করের মধ্যকার পার্থক্য, যেসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে সেসব কাজের বর্ণনা, সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় ও ব্যয়-বন্টন ব্যবস্থা সুস্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। তারপর ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য ও উন্নয়নের ধারনা প্রদান করে বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের ব্যবহার, যাকাত হিসেব করার বাস্তব নমুণা, (এক্ষেত্রে তিনি একটি টেবিলের সাহায্যে যাকাত হিসেব করার নমুনাটি তুলে ধরেন) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যাকাতের (সম্ভাব্য) পরিমাণ নির্ধারণের (কৃষি শস্য ও নগদ অর্থসহ) প্রয়াস চালিয়েছেন।

---

৯ মহিউদ্দিন আহমেদ, (ইসলামে ইজতিহাদের প্রাণবন্ততা ও এর শাশ্বত রূপ পরিক্রমা) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যাঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯ অক্টোবর ১৯৯৩–জুন ১৯৯৪, পৃ. ১০১-১১৫

১০ মুহাম্মদ রুহুল আমীন , (দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ঃ ৬৫, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ৭১-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধকারদ্বয় এক্ষেত্রেও একটি টেবিলের সাহায্য নিয়েছেন। তারপরই যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা, স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা, জমি ক্রয়ের দাম, কারখানা স্থাপন, ব্যবসায়ে পুঁজি সংগ্রহ, ব্যক্তিগত দান, বাধ্যতামূলক সাদকাহ ও ঐচ্ছিক দানের ব্যবহার, যাকাত আদায় ও বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। সাথে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ১০ বছরের (১৯৮৪-১৯৯৪) কার্যক্রম তুলে ধরে সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে উৎসাহ প্রদানের কাজটিও করেছেন। প্রবন্ধকারদ্বয় এ নিবন্ধটিতে পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, সুদান, কুয়েত ইয়েমেন ও ইরানকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। পরিশেষে প্রবন্ধকারদ্বয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যদি বাংলাদেশের সরকার বাস্তবমুখী উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও কার্যকর ভূমিকা এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ইসলাম নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী যাকাতের অর্থ আদায় ও বন্টন করেন, তাহলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন যে হবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত্র প্রবন্ধটির মাধ্যমে প্রবন্ধকারদ্বয় ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ যাকাতের কার্যকরী দিকসমূহ সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ: The Dhaka University Studies

Establishment of Qadiriya Order of Sufism in India and some of the exponents in Bengal up to the seventeenth century[১১]

আলোচ্য প্রবন্ধে ভারত বর্ষে কাদেরিয়া তরীকার উদ্ভব ও আগমনের মূল সূত্র অন্বেষণ করা হয়েছে। এখানে তিনি তরীকার প্রসারে নানা বাঁধা ও সমস্যাবলীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে কিভাবে এ তরীকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বর্ণনাও রয়েছে। প্রবন্ধকার প্রথমত এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করেন। ভারত বর্ষে কাদিরিয়া তরীকার মূল প্রবর্তক ছিলেন–আবদুল কাদির জিলানীর বংশধর আব্দুল করিম জিলী। প্রাবন্ধিক কাদিরিয়া তরীকার প্রচার-প্রসার ও পরিচিতি, এ তরীকার কতিপয় সুফী সাধকের পরিচয় ও কর্মকান্ড তুলে ধরেন। যাদের অন্যতম হলেন-আব্দুল করিম জিলী; সাইয়্যিদ মুহাম্মদ গউছ; পীর শাহ দৌলা (বাংলায় কাদরিয়া প্রবর্তক); সাইয়্যিদ শাহ কুমাইস আল কাদরী ও তাঁর সন্তানগণ; সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ (শাহ নিয়ামাতুল্লাহ নামে পরিচিত) প্রমুখ।

Maulana Karamat Ali and the Muslim of Bengal 1820-1873[১২]

প্রাবন্ধিক এ প্রবন্ধে মুজাহিদ ও আধুনিক ইসলামের সমন্বয়কারক মাওলানা কারামত আলীর জীবনী, সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান তুলে ধরেন। প্রথমত সংক্ষিপ্ত জীবনী তারপর তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী তুলে ধরেন। যেমন- তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদের শিষ্য ও একনিষ্ঠ খাদেম ; এ এক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদের Patna School -এর অনুসারী ও কারামত আলীর মধ্যকার বিরোধ সংক্রান্ত বর্ণনা ; পরবর্তীতে লোকদেরকে আধ্যাত্মিক (Spiritual) পথে রায়আত দান, বিশেষত আসাম ও বাংলার জনগণকে ; বাংলায় প্রায় ৫১ বৎসর কাল অবস্থান। এবং কলকাতা হতে নৌকা যোগে দক্ষিণ বঙ্গে আগমন ; বালাকোট ও তিতুমীরের ব্যর্থতায় তিনি মুসলমানদের আত্মিক উন্নতির প্রতি যত্নবান হন ; বাংলায় ঈদ ও জুম'আ আদায় নিয়ে ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে তাঁর বিরোধ ; বৃটিশ ভারতে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর নানা অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে ; তাঁর লিখিত নানা গ্রন্থাবলীর উল্লেখ ; বর্তমানে তাঁর প্রবর্তিত তরীকার বিভিন্ন খলীফাদের উল্লেখ ও ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধের শেষাংশে।

The Founder of Suhrawardi order of Sufism in India[১৩]

১৪পৃষ্ঠা ব্যাপী এ প্রবন্ধটিতে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত হল-সুহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠা ভারতে ; ভূমিকায় ১২ ও ১৩ শতকে সুফী তরীকার স্বর্ণ যুগের উল্লেখ এবং সে সময়কার বিভিন্ন সুফী সাধকদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সুহরাওয়ার্দী

---

১১ M. M. Haq, (Establishment of Qadiriya Order of Sufism in India and some of the exponents in Bengal up to the seventeenth century) *The Dhaka University Studies*, Vol-XXV, December 1976, PP. 111-122

১২ M.A. tajul Islam Hashmi, (Maulana Karamat Ali and the Muslim of Bengal 1820-1873) *The Dhaka University Studies*, Vol-XXIII, 1976,PP. 123-136

১৩ M. M Haq, (The Founder of Suhrawardi order of Sufism in India) *The Dhaka University studies*, Vol-XXVI, 1977, PP.130-143

Dhaka University Institutional Repository

তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ শিহাবুদ্দীন আবু হাফস উমর বিন আব্দুল্লাহ এর জন্ম ও জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত। শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (ভারতে তরীকার প্রতিষ্ঠাতা) এর উল্লেখ। তার জন্ম ও জীবনী আলোচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা জীবন; খানকাহ প্রতিষ্ঠা; ভারত শাসকদের সাথে সম্পর্ক এবং এর প্রভাব; মামলুক শাসন ও মোগল শাসনে তাঁর কার্যক্রম; অন্যান্য তরীকার লোকদের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক; শিষ্যদের প্রতি তাঁর ভালবাসা; তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য বা খলীফাবৃন্দের নাম; তাঁর রচনাবলীর উল্লেখ ; সুফীবাদের নানা বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতিতে তাঁর অবদান; পরিশেষে তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

Prayer-A Few Aspects[১৪]

এটি ছোট একটি প্রবন্ধ। মাত্র চারপৃষ্ঠা ব্যাপী। আর তথ্যসূত্রও অতি সামান্য। এ প্রবন্ধটির বিষয় বস্তু নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত হল-প্রার্থনা (Prayer) এর পরিচয় ও উৎপত্তি; সাধারণত প্রাচীনযুগে Super natural Power-এর কাছে নানা বিপর্যয় এড়াতে এর উদ্ভব ; বর্তমানে সব ধর্মের সাথে এর সম্পৃক্ততা; এর নানা প্রকার উল্লেখিত; মানসিক অবস্থা ও প্রার্থনা (Prayer)-এর বিস্তারিত আলোচনা; মানব মনে প্রার্থনার প্রভাব কিংবা অসহায়ত্বের বিচারে এর উৎপত্তি; নানা ধর্মে প্রার্থনা (Prayer)-এর নানা বৈশিষ্ট্য ও ধরণের বর্ণনা। যেমন-ইহুদী,ইসলাম,বৌদ্ধ ও হিন্দু। প্রার্থনার (Prayer) Objective Value-এর প্রতি গুরুত্বরোপ; ধর্মীয় সত্যাসত্য নির্ধারণ ব্যতীত প্রার্থনার প্রভাব (মনে) ও গুরুত্বের বিবেচনা করার প্রয়াস।

Shaikhul Hind Mawlana Mahmud Hasant His contribution of Education and Politics[১৫]

আলোচ্য প্রবন্ধে শাইখুল হিন্দু মাওলানা মাহমুদ হাসান এর জীবনী এবং বিশেষত শিক্ষা এবং রাজনীতিতে তার অবদানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথমত প্রাবন্ধিক মাওলানার জন্ম, প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা জীবন সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবহিত করেন। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদানের বর্ণনা এসেছে ধারাবাহিকভাবে। যেমন-ছাত্রাবস্থায় নিচু ক্লাসে পাঠদান; শিক্ষা শেষে শিক্ষক হিসাবে যোগাদান; (দারুল উলুম দেওবন্দে) হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ; ইসলামী সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অবদান; কুরআনের ভাষ্য রচনা।

রাজনীতিতে অবদানঃ জামিয়াতুল আনসাব' এর প্রতিষ্ঠা; জলসা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ; ১৯১২ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটিশ রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধে তিনি সারা ভারত হতে তুরস্কের খেলাফতের সমর্থনে অর্থ সংগ্রহ করেন।

The social status of women is Islam[১৬]

ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে লিখিত এ প্রবন্ধটি অতি ছোট একটি প্রবন্ধ। মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠা। তিনটি বই-কে রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারেন্স সংখ্যা মোট নয়টি। এ নিবন্ধে

---

১৪ Latifa Begum, (Prayer-A Few Aspects) *The Dhaka University studies*, Vol-XXV, 1981, PP. 137-140

১৫ A.H. M. Mujtaba Hossain, (Shaikhul Hind Mawlana Mahmud Hasant His contribution of Education and Politics) *The Dhaka University Studies*, Vol-41, December 1984, PP. 41-53

১৬ Noorunnahar Fyzennessa, (The social status of women is Islam) *The Dhaka University studies*, Vol. 44, No.1, June 1987, PP.141-146

Dhaka University Institutional Repository

যে সব বিষয় আলোচিত তা নিম্নে উল্লেখিত হল- সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠী হল তাক্ওয়া। এক্ষেত্রে নর-নারীর কোন প্রার্থক্য নেই।ইসলামপূর্ব যুগের সাথে কিছুটা তুলনামুলক আলোচনা করে নানা ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ ধর্মীয় , সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি।পর্দা প্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনা করে এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমালোচনার জবাব দানের প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশেষত ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি কোণের কারণে নারীদের প্রাপ্য অধিকার না পাওয়ার কথা উল্লেখ এবং বর্তমান গবেষকদের কাজের মাধ্যমে তা দূর হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রবন্ধকার।

Theatre and Islam[১৭]

Theatre প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পাশাপাশি Theatre এবং Cultural অন্যান্য দিক প্রসঙ্গে ইসলামী নীতিমালার বর্ণনা। সংস্কৃতি (Culture) এবং সভ্যতা Civilization-এর ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে। বিশেষত বর্তমানে প্রচলিত "ইসলামে Theatrical expression হারাম" ধারনার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খোঁজা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বিষয়টিকে কয়েকটি শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। যেমন-সংস্কৃতিতে (Culture) Theatre কেন উৎসাহিত করা হয় নি। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক যুগের আলোচনা এবং বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে। Representation (Taswir) সংক্রান্ত ইসলামী মূল উৎসগুলোর (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) বর্ণনা ও নির্দেশনা রয়েছে। মধ্যযুগীয় ইসলামী সংস্কৃতিতে Indigenous theatre forms এর আলোচনা। এক্ষেত্রে Sufism, shair, Maqama, Maddah, Khajal-al-Zill Shadow Theatre সহ মধ্যযুগে Culture এবং Theatre প্রসঙ্গে মিশরীয়, আব্বাসীয় ও অটোমান খলীফাদের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। শেষ পর্যায়ে লেখক ইসলামী আইনে Theatre এর existence এর যৌক্তিকতার পক্ষেই উপরোক্ত আলোচনার ইতি টানেন।

Status of Women in Islam[১৮]

প্রবন্ধটি অত্যন্ত ছোট। মাত্র চার পৃষ্ঠা ব্যাপী। কোন রূপ আলাদা পয়েন্ট ছিল না। এতে নারী এবং পুরুষদের তুলনামূলক আলোচনার পাপাশি সমাজ জীবনে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখিত হয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে নারী মর্যাদার দলীল উপস্থাপিত।

The Quranic Polygamy-A Negative Proposition[১৯]

ইসলামে বহুবিবাহের যৌক্তিকতা ও অবস্থান নির্ণয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত প্রাবন্ধিক বিবাহ সংক্রান্ত প্রাক-ইসলামী ধারণার বর্ণনা দিয়ে ইসলামে এর অবস্থান ব্যাখা করেছেন। বহু বিবাহের আলোচনার পূর্বে নির্যাতিত নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে ইসলামের অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বহুবিবাহ সংক্রান্ত আয়াত উল্লেখ। সাথে সাথে আয়াতের

---

১৭ Jamil Ahmed, (Theatre and Islam) *The Dhaka University studies*, Vol. 47, No-2, December 1990, PP.83-99

১৮ Md. Zakaria khan (Status of Women in Islam) *The Dhaka University studies*, Vol. 47, No.2, December 1990, PP.173-176

১৯ M. Akhtarujjaman, (The Quranic Polygamy-A Negative Propositio) *The Dhaka University studies*, Vol. 51, No.2, December, 1994, PP.61-75

Dhaka University Institutional Repository

শানে নুযুল ও তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য এ আয়াতের গ্রহণযোগ্যতা ও যৌক্তিকতার উল্লেখ। বহু বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম, প্রাক-ইসলামী আরবীয় রীতি ও ইহুদী ধর্মের Polygamy-এর তুলনামুলক বিশ্লেষণ ; এতিম বিধবাদের সাথে বহু বিবাহ সংক্রান্ত আয়াতের সংশ্লিষ্টতা ; মহানবী (স)-এর বহু বিবাহের কারণ, যৌক্তিকতা, ইসলামী শরীআতে এর অবস্থান বর্ণনা ; সর্বশেষে আল-কুরআনের দাবী মোতাবেক এক বিবাহ (monogamy)-এর উৎকৃষ্টতার উল্লেখ। সাথে শর্ত সাপেক্ষে বহুবিবাহ (Polygamy)-এর বৈধতা। তবে কোন ওজর ছাড়া কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে বহু বিবাহের বৈধতা না থাকার কথা এ প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলা হয়েছে এবং ইসলামের এর প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

The treatment of slaves in the Ancient and Medieval ages[২০]

দাস প্রথা এবং দাস সংক্রান্ত আচার-আচরণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বর্ণনা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিকদ্বয় প্রথমত দাস প্রথার পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং নানা প্রকার বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করেন। এরপর নানা জাতি ও সভ্যতায় দাস ও দাস প্রথার প্রচলন সংক্রান্ত আলোচনা করেন। যেমনঃ বেবিলনীয়, গ্রীক, রোমান, পারসিক সভ্যতা, আমেরিকান, ভারতীয় ,মিসরীয়, হিব্রু, ইউরোপীয় ও বেবিলনীয় সভ্যতায় হাম্মুরাবী কর্তৃক দাস সংশ্লিষ্ট নানা আইনের উল্লেখ; ভারতীয় সভ্যতার দাস প্রথা ও বর্ণ প্রথার বর্ণনা; গ্রীক সভ্যতার নানা দার্শনিকদের মতামত রোমান ও হিব্রুতে নবী ঈসা ও মুসা (আ)এর অবদান (দাস সংক্রান্ত) ; পরিশেষে ইসলামে দাসদের অধিকার ও দাস প্রথা বিলোপ সাধনে ইলামের অবদান আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি বর্ণনার পাশাপাশি, নবী জীবনে এবং পরবর্তী খলীফাদের সময়ে দাস প্রথার বিলোপ ও উন্নতি সাধনে নানা পদক্ষেপ ও ঘটনাবলীকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন প্রবন্ধকারদ্বয়।

Mahr-A Study on marriage payments among the urban muslim women[২১]

মাহর প্রদান সংক্রান্ত নগর মুসলিম মহিলাদের অবস্থান নির্ণয় শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলাদেশের উন্নত নগর এলাকার উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে মাহর প্রদানের হার জানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জরিপমূলক (Survey) নিবন্ধ। প্রবন্ধটি সম্পর্কে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল- বিবাহ কি; মুসলিম জীবনে এর গুরুত্ব এবং সাথে সাথে মাহরের প্রয়োজনীয়তা এবং বিধান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সূচনাতেই উল্লেখিত হয়েছে। এরপর মাহর ও বিবাহ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধের উল্লেখ এবং এদের পর্যালোচনার (Review) মাধ্যমে নানা তথ্য উপাত্তের বর্ণনা এসেছে। গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার পদ্ধতির (Method) বর্ণনা ; এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক ৫টি (Case study) এর উপস্থাপন করেছেন। পরিশেষে স্বীয় গবেষণার ফলাফলের (Findings) বর্ণনা দিয়েছেন। যে সব তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপটি পরিচালিত হয়, তা হল- পেশা, বয়স ও

---

২০ Muhammad Abdul Malek (The treatment of slaves in the Ancient and Medieval ages) *The Dhaka University studies*, Vol. 53, No.1, June, 1996, PP.77-92

২১ Rasheda Irshad Nasir (Mahr-A Study on marriage payments among the urban muslim women) *The Dhaka University studies*, Vol. 53, No.1, June, 1996, PP.77-93

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতা ; বৈবাহিক অবস্থা সময়কাল; স্বামীর আয় ও সঞ্চয়; মাহর প্রদানের হার; মাহর প্রদানের মাধ্যমে (টাকা, অলঙ্কার, বাড়ি, জমি); মাসিক টাকা গ্রহনের (স্ত্রী কর্তৃক) অবস্থান; নারীদের মাহর সংক্রান্ত ধারনা (অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা); শেষপদে ৭৯.২৫% স্বামীর মাহর না দেয়ার ফলাফল এবং এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উচ্চ সমাজে এর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

Islam and peace in human society[২২]

প্রাবন্ধিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে কতিপয় দিকের উল্লেখ করেছেন। যেমন- বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব; সমগ্র সৃষ্টিজগত এক পরিবার; এক জিনিস হতে মানুষ সৃষ্টি; তাওহীদের ঐক্য; মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ ; (জান, মাল ও সম্পদের নিরাপত্তা) ছোট, বড় পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন; প্রতারণা ও বিশৃঙ্খলা নিষিদ্ধকরণ; নবী জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনায় ; প্রাক ইসলামী আরবের অবস্থা; মদীনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি; হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি/ মানবতার বিজয়; প্রাবন্ধিক উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে ইসলামী খিলাফতের নানা উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

---

২২ ANM Rais Uddin, (Islam and peace in human society) *The Dhaka University studies*, Vol. 54, No.1, December, 1997

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ : The Dhaka university studies (Part –F)

Human Rights in Islamic Perspective : A Comparative Approach[২৩]

প্রাবন্ধিক ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে মানবাধিকারের বর্ননা দিয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণ না করে বেশ কয়েকটি শিরোনামের অধীনে বিষয়টি আলোচনা করেন। এগুলো হল- মানবতাবাদের ধারণা এবং ইসলামে স্বাধীনতা; ইসলামে মানবাধিকারের অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ; মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অমুসলিম নাগরিকগণ- যিম্মী, তাঁদের অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা ; অধুনা মুসলিম রাষ্ট্র এবং মানবাধিকার; ইসলামের সংবিধান এবং মানবাধিকার ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মে আইনগত দিক হতে মানবাধিকারের বর্ণনা খুবই সময়োপযোগী। এতে মুসলিম গবেষকগণ মানবাধিকার বাস্তবায়নে নানা চিন্তা গবেষণার সুযোগ পাবেন।

Human Rights in Islam with special reference to women's rights[২৪]

মানবাধিকারের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে ইসলামের আলোকে মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। আর এক্ষেত্রে নারী অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি বিভিন্ন পয়েন্ট আকারে উপস্থাপিত। যেমন-Right to life;Equality before Law; the Right to property; Freedom of Expression; Freedom of Association; Freedom of movement; the Right to justice; Security of personal freedom; the Right to privacy or the security of private life; the right to protection of honor; Freedom of conscience and conviction; the right to participate in the affairs of the state; the right to Education; the right to the basic necessity of life;

Special Rights of womant প্রবন্ধের শেষ দিকে নারীদের নিম্নোক্ত বিশেষ অধিকারসমূহ আলোচিত হয়। যেমন- Right of Dower; the right to maintenance.

The earliest documents of the Muslim State a Legal philosophy[২৫]

প্রবন্ধটিতে যেসব বিষয় ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখিত হল-মুসলিম রাষ্ট্রের প্রাচীন নমুনা ও তথ্যালীর উপস্থাপনা। প্রথমত মদীনা রাষ্ট্রের নানা উপমা ও উদাহরণ পেশ করে এর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা নিরূপণ। তারপর নিম্নোক্ত পয়েন্ট-এর উপর ভিত্তি করে এ প্রবন্ধটি সম্প্রসারিত হয়। যেমন- মদীনা সনদ; বৈশিষ্ট্যাবলী একটি চুক্তি/ সংবিধান আঞ্চলিক সংহতি; জাতীয়তাবাদ ও মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব; যুদ্ধ ও শান্তির নানা অবস্থা; অপরাধ আইনের

---

২৩ M.M. Ahsan khan, (Human Rights in Islamic Perspective : A Comparative Approach) *The Dhaka University Studies (F).* Vol –III(1), June -1992, PP.33-59

২৪ Dr. M. Ershadul Bari (Human Rights in Islam with special reference to women's rights) *The Dhaka University Studies (F).* Vol –V(1), June -1994, PP. 1-32

২৫ Dr. M.M Ahsan Khan , (The earliest documents of the Muslim State a Legal philosophy) *The Dhaka University Studies (F).* Vol –V (1), June -1994, 1994,

Dhaka University Institutional Repository

নানা মূলনীতি; মদীনা সনদে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও ক্ষমতা; মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর প্রতিপক্ষ দলসমূহ; বদর, উহুদ যুদ্ধের নীতিমালা; মদীনা অবরোধ, খন্দক যুদ্ধ; মদীনার নিরাপত্তা ও ইহুদী সম্প্রদায়; হুদায়বিয়ার সন্ধি, শান্তিচুক্তি, সাংবিধানিক দলীল, প্রাবন্ধিক উপরোক্ত পয়েন্ট এর আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নানা কার্যাবলীর উল্লেখকরে সবশেষে বর্তমানে এর বাস্তবায়নের সম্ভাবনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

Administration of justice under Islamic legal systemt An overview[২৬]

আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী আইনে প্রশাসনিক কার্যক্রমে ও বিচার কার্যে ন্যায়পরায়নতা (justice) এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার ধারণা, প্রকৃতি ও পরিচয়, এর উৎসসমূহ ওপ্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের দলিলাদি উপস্থাপিত হয়েছে, ইসলামী ন্যায়পরায়ণ প্রশাসন; মমার্থ ও গুরুত্ব ইসলামী পরিভাষা-কাদা, বিচারক-কাযীর ইত্যাদি আলোচিত। অতঃপর ন্যায়পরায়ণতা (justice) এর নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার। যেমন- কাযীর যোগ্যতা; এক্ষেত্রে বিশেষ ছয়টি গুণাবলীর উল্লেখকরেছেন। কাযী নিয়োগ; কাযীর বেতন ভাতা; কাযীর অপসারণ বা বরখাস্তকরণ; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; ইসলামী ন্যায়পরায়ণ প্রশাসন ব্যবস্থায় গৃহীত বিভিন্ন মূলনীতির বর্ণনা; বিচারকের কার্যাবলী ও ক্ষমতা ইত্যাদি। বিচারকার্য/ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক প্রদক্ষেপসমূহঃ

ক) Civil matter-এর ক্ষেত্রে গৃহীত প্রদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ-Choice of forum; Claim before the court; Hearing and trial of the court; Execution of decrees; Review; Appeal and Revision

খ) Criminal matter-এর ক্ষেত্রে গৃহীত প্রদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ- Trial of cases; Appeal and Revision; Arbitration; Proof of cases; (Admission, Evidence Oath) Court fee; Court Officials and Wakils. উপরোক্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করে প্রাবন্ধিক ইসলামী নীতিমালার আলোকে ন্যায়পরায়ণতা (justice) প্রতিষ্ঠায় এসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং সাথে সাথে কার্যকরিতার উপায়ও বলেন।

---

২৬ Md. Anwar Zahid (Administration of justice under Islamic legal systemt An overview) *The Dhaka University Studies (F)*. Vol –V1 (1), June -1995, PP. 101-125

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ : দর্শন ও প্রগতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান মরহুম ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের উইলকৃত অর্থানুকূল্যে দেব সেন্টার ফর ফিলসফিকাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে এবং এর প্রথম পরিচালক ছিলেন দর্শন বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. আবদুল জলিল মিয়া। ড. দেবের ইচ্ছানুযায়ীই এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব জীবন ঘেঁষা কল্যাণমুখী দর্শনের প্রচার। সেজন্য প্রয়োগবাদ, মানবতাবাদ, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-দর্শন, তথা জীবন-দর্শন ও তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন তত্ত্বীয় সমস্যার উপর বাংলায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনা দর্শন ও প্রগতির জন্য সাদরে গৃহীত হবার ঘোষণা প্রদান করেছেন প্রথম সংখ্যার সম্পাদক জনাব আবদুল মতীন।[২৭] প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দর্শন ও প্রগতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হল।

ক্রমিক নং	বর্ষ ও সংখ্যা	সম্পাদকের নাম	মোট প্রবন্ধ	ইসলাম বিষয়ে লেখা
১.	প্রথম সংখ্যাঃ ডিসেম্বর ১৯৮৪	আবদুল মতীন	০৯ টি প্রবন্ধ	০১টি
২.	২য় ও তয় সংখ্যাঃ ডিসেম্বর ১৯৮৫-১৯৮৬	আবদুল মতীন	০৭ টি প্রবন্ধ	×
৩.	৪র্থ সংখ্যাঃ ডিসেম্বর ১৯৮৭	আবদুল জলিল মিয়া	০৮ টি প্রবন্ধ	×
৪.	৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাঃ জুন-১৯৮৮	নীরুকুমার চাকমা	০৬ টি প্রবন্ধ	×
৫.	৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাঃজুন-ডিসেম্বর ১৯৮৯	আমিনুল ইসলাম	০৫ টি প্রবন্ধ	×
৬.	৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাঃ জুন- ডিসেম্বর ১৯৯০	আমিনুল ইসলাম	০৭ টি প্রবন্ধ	×
৭.	৮ম-১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাঃ জুন১৯৯১-ডিসেম্বর ১৯৯৩	আমিনুল ইসলাম	০৭ টি প্রবন্ধ	০১ টি প্রবন্ধ
৮.	১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪	এম, আবুল কাসেম	০৮ টি প্রবন্ধ	০২ টি প্রবন্ধ
৯.	১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৫	এম, আবুল কাসেম	০৯ টি প্রবন্ধ	×
১০.	১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬	এম, আবুল কাসেম	০৯ টি প্রবন্ধ	০১ টি প্রবন্ধ
১১.	১৪শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭	কাজী নুরুল ইসলাম	১১ টি প্রবন্ধ	০২টি প্রবন্ধ
১২.	১৫শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৮	কাজী নুরুল ইসলাম	১১ টি প্রবন্ধ	×

[২৭] *দর্শন ও প্রগতি*, প্রথম সংখ্যাঃ ১৯৮৪, দেব সেন্টার ফর ফিলসদিকাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ভূমিকা দৃষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বর্ষ ও সংখ্যা	সম্পাদকের নাম	মোট প্রবন্ধ	ইসলাম বিষয়ে লেখা
১৩.	১৬ শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৯	কাজী নুরুল ইসলাম	১৪ টি প্রবন্ধ	×
১৪.	১৭ শ বর্ষ ১ম সংখ্যাঃ ডিসেম্বর - ২০০০	কাজী নুরুল ইসলাম	১২ টি প্রবন্ধ	০১টি প্রবন্ধ

উপরের তালিকা দেখে সুস্পষ্টতই প্রতীয়মান হল যে, ১৯৮৪-২০০০ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরের মোট ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই ১৪টি সংখ্যাতে মোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ১২২টি, যার মধ্যে ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে মাত্র ৮টি। সম্পাদনা করেছেন আবদুল মতীন, আবদুল জলিল মিয়া, আমিনুল ইসলাম, এম. আবুল কাসেম ও কাজী নুরুল ইসলাম। নিম্নে ইসলাম সম্বন্ধীয় ৮টি প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হল।

তাওহীদের তাৎপর্য[২৮]

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রবন্ধকার তাওহীদের পরিচয়, মর্মার্থ ও তাৎপর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর কালিমাতুত তাওহীদ-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এরপর আল্লাহর পরিচয়, নানা উপমার উপস্থাপন, কুরআনের আয়াত, সাহাবাদের ঘটনা, হাদীস ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধকার তাঁর এ প্রবন্ধে তাৎহীদের ৩টি দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন- মালিকানা/সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; মানবজাতির একত্ব ও বিশ্বসাম্যবাদ; সম্পদের সঠিক ব্যবহার/ উপযোগবাদ ইত্যাদি। প্রবন্ধের শেষ দিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হয়েছে।

তৌহিদী দর্শন: সাম্য ন্যায়পরতা সর্বজনীনতা ও মানবতা[২৯]

১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ প্রবন্ধে প্রবন্ধকার আবদুল জলিল মিয়া দুটি ভাগে আলোচনা করেছেন।

ক. তৌহিদ প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা;

খ. ইসলামী ধারণায় তৌহিদ

ক) প্রথমত দার্শনিকদের নানা বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন -হারবার্ট স্পেনসারের—অজ্ঞেয় সজ্ঞা/দ্যা আননোয়েবল; ইমানুয়েল কান্টের—অজ্ঞাত স্বগত সত্তা/ দ্যা আননোন থিং ইন ইটসেল্ফ; এরিস্টটল—পরম অনিবার্য সত্তা/ বীং কোয়াবীং; হেগেলের—পরম সত্তা;প্লেটোর—শুভ সত্তা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত সর্বোচ্চ সত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত বিভিন্ন ধর্মে পরম সত্তার অবস্থান। যেমন-বহুত্ববাদ; পৌত্তলিকতাবাদ; ঐশী ধর্ম ইত্যাদি। চতুর্থত মুসলিম ধর্মতাত্বিক ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে তৌহিদ আল্লাহর পরিচয়, গুণাবলী ইত্যাদি।

(খ) প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে তৌহিদ কি, প্রয়োজনীয়তা ও তৌহিদের মর্মবাণী বর্ণিত হয়েছে।

---

২৮ আবদুল জলিল মিয়া, (তাওহীদের তাৎপর্য) *দর্শন ও প্রগতি*, প্রথম সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ.১২৯-১৩৪

২৯ আবদুল জলিল মিয়া, (তৌহিদী দর্শন: সাম্য ন্যায়পরতা সর্বজনীনতা ও মানবতা) *দর্শন ও প্রগতি*, ৮ম-১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যাঃ জুন ১৯৯১-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৫৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মানব ধর্ম : আল ইসলাম[৩০]

এগার পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারদ্বয় স্বভাবজাত ও মানুষের প্রকৃতিজাত ধর্ম হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি দুটি ভাগে আলোচিত। ক.ইসলাম বনাম সমাজতন্ত্র; সমাজতন্ত্র কি, মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা; অতপর সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। যার অন্যতম হলো-(i)ফিতরাত বা স্বভাব পরিপন্থী (ii)আত্মিক বিষয়ের অনুপস্থিতি/আধ্যাত্মিকতা নেই। অন্যদিকে ইসলামের মধ্যে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে। খ.ইসলামঃ মানব ধর্ম হিসাবে এর নানা দিক আলোচিত হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। যেমন—স্বভাব ধর্ম; কর্মের ধর্ম/শ্রমের মর্যাদা; গোড়ামী বা সংকীর্ণতামুক্ত; মধ্যপন্থী ধর্ম; ঐশী নির্দেশনা/মানব রচিত নয় ইত্যাদি। মূলতঃ ইসলামের নানা বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখের মাধ্যমে ইসলাম যে স্বভাবজাত ধর্ম তা প্রমাণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ইসলাম ধর্মে মুক্তির ধারণা[৩১]

প্রাবন্ধিক তাঁর এ প্রবন্ধে মূলতঃ মানুষের পরলৌকিক মুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিমালা ও দিক-নির্দেশনার আলোচনা করেছেন। কয়েকটি অনুচ্ছেদ এ প্রবন্ধটি বিন্যস্ত-ক)ইসলামে মুক্তির অর্থঃ এ পর্যায়ে তিনি কবর, হাশর/মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নানা স্তর তথা বিচার পর্ব, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। খ) মুক্তি লাভের উপায়ঃ প্রাবন্ধিক মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে তিনি দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(i) বিশ্বাসগত দিক—আল্লাহ তাঁর রাসুলগণ, পরকাল তথা ঈমানে মুফাসসালে যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনা করেছেন। তারপর

(ii) আমলগত দিক-এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার আদেশমূলক কাজে তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব ও নিষেধমূলক কাজ তথা হারাম ও মাকরূহ (তাহরীমা ও তানযীহী) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

আর মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে তিনি যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাহল নবীদের সুপারিশ ও আল্লাহর অনুগ্রহ। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রাবন্ধিক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচেনা করেছেন।

ইসলামে যুদ্ধকালীন মানবাধিকার[৩২]

ইসলামের অভ্যুদয়পূর্ব পৃথিবী যুদ্ধের মানবিক ও শালীনতাপূর্ন বিধি নিয়ম সম্পর্কে সম্পূর্নরূপে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিল। সে প্রেক্ষাপটে ইসলাম যুদ্ধকালীন সময়ে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রণয়ন করে প্রাবন্ধিক সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা তুলে ধরেছেন অত্র প্রবন্ধে। শুরুতেই প্রাবন্ধিক যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা নীতিমালার বর্ণনা দিয়েছেন।

---

৩০ মুহাম্মদ রুহুল আমিন, (মানব ধর্ম : আল ইসলাম) *দর্শন ও প্রগতি* ,১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৪২-৫২

৩১ মোঃ আক্তার আলী, (ইসলাম ধর্মে মুক্তির ধারণা) *দর্শন ও প্রগতি* ,১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৬৮-৮২

৩২ মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, (ইসলামে যুদ্ধকালীন মানবাধিকার) *দর্শন ও প্রগতি* ,১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬ পৃ.১৯-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ইসলামে যুদ্ধের বিধান অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনুমোদিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে প্রবন্ধটিতে। যুদ্ধক্ষেত্রে আচরণের নীতি বিষয়ে দুভাগে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

১. সামারিক মানুষের অধিকারঃ ন্যায় বিচার; চুক্তি রক্ষা; যুদ্ধবন্দীর অধিকার হত্যার, পদ্ধতি, সময়সীমা ইত্যাদি। বন্দী মুক্তির নিয়ম ; বন্দী অবস্থায় আচরণ ; দাসত্ব ও যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ;

২. অসামরিক জনগনের অধিকারঃ অসামরিক মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার ও মানবিক, আচরণ; হত্যা নিষিদ্ধ; নারী নির্যাতন, ধর্ষণ নিষিদ্ধ; ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, গাছ-পালা কর্তন নিষিদ্ধ; সাধারণ ক্ষমা ইত্যাদি।

মাওলানা আজাদ ও তাঁর ইসলাম তত্ত্বঃ একটি সমীক্ষা[৩৩]

নয় পৃষ্ঠাব্যাপী এ প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক এ কিউ ফজলুল ওয়াহিদ যে বিষয়টি আলোচনা করেছেন তা হলো ; মাওলানা আজাদের ইসলাম সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা : প্রথম পর্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরনের বর্ণণা রয়েছে ; প্রবন্ধে তার নানা কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁর জীবন-দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দর্শন নিম্নরূপঃ অন্ধ তাকলীদ বিরোধী / মুক্ত চিন্তার সমর্থক; রাজনীতি জনকল্যাণমূলক; সব ধর্ম মিলে এক রাষ্ট্র সম্ভব; সত্য মিথ্যার দ্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি নানা ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল তরজুমানুল কুরআন রচনা। এতে তিনি ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা তুলে ধরেন। আকল ও নকলের সাথে স্বজ্ঞীয়, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপস্থাপন করেন।

শায়খ আহমাদ সিরহিন্দির সুফি চিন্তাধারা[৩৪]

পনের পৃষ্ঠাব্যাপী এ প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারদ্বয় মূলত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর তাসাউফ ভাবনা তুলে ধরেছেন। প্রথমত সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করে তার কর্মের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।তাঁর তাসাউফ দর্শনের মূলনীতি ছিল-তাওহীদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ; আল্লাহর গুণাবলীর তুলনাহীনতা ও অসীমতা; ইবাদাত জরুরী; মরমী অভিজ্ঞতা গ্রহণীয়, তবে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী হলে; প্রবন্ধকারদ্বয় বলেন, তাঁর তাসউফ ছিল মূলত সামাজিক বিপ্লব। যেমন-সমাজ সংস্কারমূলক; ধর্মের আগাছামুক্ত করা; ইজতিহাদ প্রতিষ্ঠা; ভণ্ড তাসাউফ সাধকদের খণ্ডন; ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদের খণ্ডন; সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষায় প্রসার ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

---

৩৩ এ কিউ ফজলুল ওয়াহিদ , (মাওলানা আজাদ ও তাঁর ইসলাম তত্ত্বঃ একটি সমীক্ষা) *দর্শন ও প্রগতি* ,১৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ২৭-৩৫

৩৪ মুহাম্মদ রুহুল আমীন (শায়খ আহমাদ সিরহিন্দির সুফি চিন্তাধারা) *দর্শন ও প্রগতি* ,১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০ , পৃ. ৮৭-১০১

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ Philosophy and Progress

Islam and Science[৩৫]

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো– ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, সুসামঞ্জস্য ও মিল খুঁজে বের করা। অবশ্য এক্ষেত্রে লেখক প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলাদা বর্ণনায় যাননি। বরং প্রথমেই ইসলামের সার্বজনীনতা, পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদির আলোচনা এনেছেন। তারপর বিজ্ঞান কি, এর মূল বৈশিষ্ট্য ও দিকের উপস্থাপন করে বিশ্ব (Universe) সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সাথে সাথে ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদির সমরূপতা এবং এর ইসলামী দিকসমূহ (Views) বিশ্লেষণ করেছেন। অতিমানবীয় শক্তিতে কিংবা Rival Gods প্রসঙ্গে ইসলাম বিরোধিতাও সংক্ষেপে আলোচিত। তারপর ইসলামের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Scientific nature) ক্ষেত্রে ৩টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এবং বর্ণনা এসেছে। যেমন- ক. Freedom of enquiry খ. Critical thinking and গ. Experimental approach. প্রসঙ্গক্রমে উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় আল কুরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষপাদে মানবজাতির উৎস (Origin) এবং ক্রমবিকাশ (development) এর ক্ষেত্রে ইসলামী মতবাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্প্যানিশ দার্শনিক ইবনে তুফায়েল- এর দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণও উলেস্নখযোগ্য। উপসংহারে ইসলামের বিজ্ঞান বিরোধীতার ধারণাকে অস্বীকার করে ইসলামী নীতিমালাসমূহের বিজ্ঞান মনস্কতার জয়গানই ঘোষিত হয়েছে।

Islam and Cosmological sciences[৩৬]

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিজ্ঞান যাদুঘর (Dhaka science Museum)-এ আয়োজিত "Science in the light of Islam" শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা ছিল এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য হলো-প্রথমত আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখের দ্বারা Cosmic Sciences এর ক্ষেত্রে ইসলাম সংক্রান্ত উপস্থাপনা; অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাজাগতিক ও প্রকৃতি (Nature) সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে Islamic Revelation-এর গুরুত্ব এদের উপস্থাপনা এবং নানা তথ্যের সমাবেশ সংক্রান্ত বর্ণনা; উপরোক্ত বিষয়ে মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত আয়াত সমূহের উল্লেখ; Unity of God সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্পদায়ের মতামত বর্ণনা; শেষপাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (Cosmology) এবং দর্শন (Philosophy)-এর সম্পৃক্ততা ও বিবরণ দান ইত্যাদি।

---

৩৫ Md. Noor Nabi, (Islam and Science) *Philosophy and Progress*, Vol –I,No-2, July-1982,PP. 1-15.

৩৬ Abdul Jalil Mia, (Islam and Cosmological sciences) *Philosophy and Progress*, Vol-11, No-1, June-1983, PP. 22-29.

Dhaka University Institutional Repository

Philosophical Perspective of Islam and Humanism[৩৭]

আলোচ্য প্রবন্ধে Islam এবং Humanism এর সম্পর্ক, সাদৃশ্য এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। প্রথমত Humanism-এর আলোচনা। বিশেষত এর দু'টি দিক theistic এবং atheistic Humanism এর পরিচয় ও মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। Atheistic Humanism এর ক্ষেত্রে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। theistic Humanism হিসাবে ইসলামের আলোচনা। সাথে সাথে ইসলামে মানুষের মর্যাদা ও মানুষের স্থান বিষয়ে সুন্দর উপস্থাপনা বিদ্যমান। তাছাড়া non human living being-এর প্রতি মানবতার ইসলামী নীতিমালার উল্লেখ ও দৃষ্টিগ্রাহ্য। পরিশেষে বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য রক্ষায় শুধুমাত্র মানুষই নয় বরং অন্যান্য প্রাণীর প্রতি ইসলামী মানবতাবাদের প্রাধান্য আলোচ্য প্রবন্ধে পেশ করার প্রয়াস দেখা যায়।

Islam in Bangladesht Its Present Phase[৩৮]

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়াবলী/উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলাম ও এর চর্চার বর্তমান অবস্থান নিরূপণ। এ লক্ষ্যে প্রাবন্ধিক পয়েন্ট আকারে বেশ কিছু উদ্দেশ্যের বর্ণনা করেছেন–বর্তমান মুসলমানদের জীবনাচরণে ইসলামী নীতিমালার স্থান নির্ণয়; জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের সাথে ইসলামের বিরোধ কিংবা আন্তরিকতা ও সৃজনশীলতায় প্রদত্ত প্রেরণাদায়ক অবস্থান; মানব কল্যাণ কিংবা সার্বিক উন্নতিতে এর অবদান; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা; সর্বোপরি বিশ্বশান্তি ও মানব ঐক্য সাধনে ইসলামের অবদান সংক্রান্ত আলোচনা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী আলোচনার প্রেক্ষিতে লেখক নানা অনুচ্ছেদ (Paragraph) আকারে ইসলাম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। যথা-প্রথমত বিশ্বাস ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইসলামের বর্তমান অবস্থার বিবরণ; দ্বিতীয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা; তৃতীয়ত সাংস্কৃতিক পরিচর্যা ও পরিবর্তনে ইসলামী বিধি বিধানের উপস্থাপনা; চতুর্থত সামাজিক জীবনে ইসলামী মূলনীতি এবং সমাজ জীবনে ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা; পঞ্চমত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা; ষষ্ঠত ইসলামে প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার এবং এর পরিণাম; সপ্তমত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বর্তমান প্রচেষ্টা; অষ্টমত কার্যকারণ সম্পর্ক, ইসলাম এবং তথ্যানুসন্ধানের স্বাধীনতা ও অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা। নবমত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলাম। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত বিষয়সমূহের সুন্দর উপস্থাপনায় প্রবন্ধটি বর্তমান বাংলাদেশে এবং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামের মূল অবস্থান তুলে ধরতে অনেকাংশেই সক্ষম। যদিও স্বল্প পরিসরে এত বড় আলোচনা গবেষকদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়।

---

৩৭ Anisuzzaman, (Philosophical Perspective of Islam and Humanism) *Philosophy and Progress*, Vol-XIII-XV, June-1991—December 1993, PP. 27-37.

৩৮ Abdul Matin, (Islam in Bangladesht Its Present Phase) *Philosophy and Progress*, Vol, XXII-XXIII, June-December 1997, PP.01-16.

Dhaka University Institutional Repository

History of Sufism in Bengalt An Introduction[৩৯]

বাংলাদেশে সুফীবাদের উদ্ভব সংক্রান্ত তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য (authentic) আলোচনাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এলক্ষে প্রথমত সংক্ষেপেইসলামে (কুরআন ও সুন্নাহ) সুফীবাদের উল্লেখ এবং পরবর্তীতে আলাদা মতবাদ হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, পারস্য ইত্যাদি স্থানে সুফীবাদের বিভিন্ন তরীকা ও মনীষীদের উদ্ভবের উল্লেখ রয়েছে।

তারপর সিন্ধু বিজয় হতে দিলস্নীর সালতানাত দমন পর্যন্ত প্রায় ৪ শতাব্দী পর্যন্ত সুফীবাদের আমলের বর্ণনা। এবং বাংলায় তার ছোঁয়া। অতপর ১২০৪-এর পর ব্যাপকাকারে বাংলায় সুফীবাদের বিস্তার। সুফীবাদের উদ্ভবের আলোচনার শেষে জালাল তাবরিযি এবং তাঁর সুহরাওয়ার্দী তরীকার বেশ বিস্তারিত উপস্থাপনা। চিশতীয়া তরীকার উল্লেখ; অন্যান্য সুফী সাধক, তাদের কর্মকান্ড এবং প্রচার প্রসারের মাধ্যম ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধ।

---

[৩৯] Md. Akhtaruzzaman, (History of Sufism in Bengalt An Introduction) *Philosophy and Progress*, Vol. XXVIII, December. 2000, PP. 191—206.

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: The Dhaka university Arabic Journal

المجلة العربية (The Dhaka university Arabic Journal)

নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ শুরু হয় ১৯৯৩ খৃ.। যা বর্তমানেও চলমান রয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত ৫টি সংখ্যা বের হয়। তবে, ৪র্থ সংখ্যা টি ছিল যুক্ত সংখ্যা। ১৯৯৩-২০০০ সাল পর্যন্ত The Dhaka University Arabic Journal পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হল-

ক্রমিক নং	ভলিউম নং	সম্পাদকের নাম	মোট প্রবন্ধ	ইসলাম বিষয়ে প্রবন্ধ
১.	ভলিউম-১, নং-১, ১৯৯৩/শাবান ১৪১৩	ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	১৫/১৩ টি	০২ টি
২.	ভলিউম-২, নং-২, জুন-১৯৯৬/ সফর ১৪১৭	ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	১২ টি	০২ টি
৩.	ভলিউম-৩, নং-৩ জুন ১৯৯৭/ সফর ১৪১৮ হিঃ	ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	১৫টি	০১ টি
৪.	ভলিউম-৪, নং ৪ ও ৫ জুন ১৯৯৮-জুন ১৯৯৯ সফর ১৪১৯-রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিঃ	আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান	১৭ টি	০৩ টি
৫.	ভলিউম-৫, নং-৬ জুন-২০০০/রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিঃ	নাযির আহমদ	১৪ টি	০৩ টি

উপরের তালিকা দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, ১৯৯৩-২০০০ সাল পর্যন্ত আট বছরে মোট ৬টি সংখ্যা ৫টি ভলিউম আকারে প্রকাশিত হয়। এই পাঁচটি ভলিউমে মোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ৭১টি , যার মধ্যে ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে মোট ১১টি। পত্রিকাটি ২০০০ সাল পর্যন্ত যাঁরা সম্পাদনা করেছেন তারা হলেন– ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক, আ, ন, ম আবদুল মান্নান খান ও নাযির আহমাদ। নিম্নে ইসলাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সমূহের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হল।

(مكانة بيت المقدس في الإسلام)

ইসলামে বায়তুল মাক্‌দাসের স্থান/মর্যাদা[৪০]

গবেষক তাঁর প্রবন্ধ মাকানাতু বায়তুল মাকদাস ফিল ইসলাম-এর মধ্যে ইসলামে বায়তুল মাক্‌দাসের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে কতগুলি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন।

---

৪০ ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ আয়ুব আলী, (ইসলামে বায়তুল মাক্‌দাসের স্থান/মর্যাদ) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-1, No-1, PP. 3-9

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মাক্‌দাস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র স্থান ফিলিস্তিনে অবস্থিত। ইহা একটি আবেগের নাম, একটি ইতিহাসের নাম, মুসলমানদের চেতনার বাতিঘর। ইহা প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যে সকল মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান, এটি মুসলমানদের কিব্‌লা, অহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, অসংখ্য নবী রাসূলদের আগমনের স্থান ও নামাজের স্থান। এখান থেকেই মহানবী (স) মীরাজ গমন করেন। এবং মহান আল্লাহর আশ্চর্য সৃষ্টি, রহস্য উপলব্ধি করেন। গবেষক মিরাজের বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের কতিপয় তাৎপর্যবাহী ও বায়তুল মাক্‌দাস সম্পর্কিত আয়াত তুলে ধরেন। এই স্থানকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বড় বড় বিজয় ও স্পষ্ট সুসংবাদ দিয়েছেন। এখানে রয়েছে অসংখ্য নবী রাসূল ও সল্‌ফে সালেহীনদের সমাধি সৌধ।

(رسائل النبي صلى الله عليه وسلم و بعض معجزاتها)

রাসূল (স)-এর পত্রাবলী ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ[৪১]

গবেষক মুহাম্মদ সুলায়মান তাঁর প্রবন্ধে মহানবী (সা) এর দাওয়াতী পদ্ধতির বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে অলংকারপূর্ণ পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। রাসূল (স) এর পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য হল-সহজ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত শব্দে কিন্তু গভীর অর্থবোধক ও সহজে বোধগম্য। এর ভাষা ছিল সহজে মানবমনে প্রভাববিস্তারকারী। তৎকালীন বিভিন্ন সম্রাটদের নিকট প্রেরিত পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য এরূপ ছিল, যা যাদুর চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতো। তিনি পত্রাবলীতে সম্বোধনে বিশেষ হিকমত অবলম্বন করতেন, এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতেন। গবেষক দেখান যে দাওয়াতী কার্যক্রমে মহানবীর (স) পত্রাবলী ছিল আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী।

(الأخوة بين الدول الإسلامية)

ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদে ভ্রাতৃত্ব[৪২]

গবেষক তার প্রবন্ধের প্রারম্ভে ইসলামী বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধের অগ্রযাত্রা, চরম উৎকর্ষতা কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগমনের মানদন্ডে তুলে ধরেছেন। গবেষক দেখিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগমনের পূর্বে আরব বিশ্বে দ্বন্দ্ব কলহ ও কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল ভয়াবহ। মহানবীর আবির্ভাব সহচার্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব একটি আন্তর্জাতিকতাবাদে পরিণত হয়।

মহানবী (স) তাঁর অতি মানবীয় সৌন্দর্য ও আদর্শ দিয়ে মানব জাতিকে এক আত্মার বাঁধনে আবদ্ধ করেন। তার সহযোগীরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিক হলেও সকলে একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যা পূর্ব চীন থেকে পশ্চিম দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আজ মুসলমান তাদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে তারা আজ বিচ্ছিন্ন। ভাতৃত্বের তাৎপর্য তুলে ধরে গবেষক দেখান যে, জীবন এবং ধর্ম দুটিকে টিকিয়ে রাখতে ভ্রাতৃত্ব অতীব জরুরী। এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। এবং দেখান যে মুসলমান একটি দেহের মত, তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোন সুযোগ নেই। তা না হলে মুলিমগণ চিরকাল ইহুদী জাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যা বর্তমান সময়ে লক্ষণীয়।

---

৪১ মুহাঃ সুলায়মান, (রাসুল (সাঃ)এর পত্রাবলী ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-1, No-1, PP. 59-68

৪২ নাযীর আহমেদ , (ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদে ভ্রাতৃত্ব) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-2, No-2, PP. 99-103

Dhaka University Institutional Repository

(الأدب الإسلامي: بين النظرية والتطبيق)

ইসলামী সাহিত্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমন্বয়[৪৩]

গবেষক মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ তার প্রবন্ধে ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বর্ণনায় প্রথমে তিনি সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একটি ইসলামী সাহিত্য এবং অন্যটি অনৈসলামিক সাহিত্য। এখানে গবেষক সাহিত্যের ধরন, প্রকৃতি, পরিধি এবং বিভিন্ন রূপের মধ্যে সমন্বয় তুলে ধরেন। ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বলেন, ইসলামী সাহিত্য সাধারণত ইসলামের সৌন্দর্য নির্দেশনা, যা আকীদাসম্মত ও অনৈসলামিক নয় সে সম্পর্কে আলোচনা করে। তাতে সৃষ্টি, অস্তিত্ব, মানব জীবনসহ প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্য স্থান পায়। এবং এর মাধ্যমে একজন পাঠক তার সামগ্রিক আচরণে পরিবর্তন দেখতে পায় এবং পূর্ণ আকীদা লাভ করে। গবেষক দেখান যে সমস্ত সাহিত্যের মূল হল ইসলামী সাহিত্য, অন্যান্য সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য থেকে জন্ম নিয়েছে। বর্তমান যুগে ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব তুলে ধরে বলেন যে- বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এখন ইসলামী সাহিত্য অনিবার্য হিসাবে গৃহীত হচ্ছে। যাতে করে প্রকৃত সাহিত্য রসে সিক্ত হতে পারে। শেষে গবেষক দেখিয়েছেন ১৫শ শতকের আগেই ইসলামী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং তার চাহিদা, গুরুত্ব আজও অতুলনীয়।

(اثر الإسلام في الشعر العربي في عصر النبوة)

নবুয়াতী যুগে ইসলামে আরবী কবিতার প্রভাব[৪৪]

গবেষক গিয়াস উদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে ইসলামে আরবী কবিতার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, আরবী কবিতা ইসলামের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে কবিতা যদি মূল চেতনা বিরোধী হয় তাহলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। রাসূল (সা) হাস্‌সানের কবিতার প্রশংসা করেছেন। কারণ, তার কবিতার মধ্যে ছিল– সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সচ্চরিত্র বিনির্মাণ, প্রেম ও কাফিরদের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা। অন্যদিকে যাহেলী যুগের কবিতাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ তাতে অশ্লীলতার অনুপ্রেরণা রয়েছে। গবেষক তাঁর এ প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে বলেন, কবিতা যদি ইসলামী ভাবধারাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা গ্রহণীয় আর বিরোধী হলে তা পরিত্যাজ্য।

---

৪৩ মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, (ইসলামী সাহিত্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমন্বয়) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-2, No-2, PP. 109-122

৪৪ মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, (নবুয়াতী যুগে ইসলামে আরবী কবিতার প্রভাব) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-3, No-3, PP. 127-136

Dhaka University Institutional Repository

(اللغة العربية تجاه الدعوة الإسلامية والثقافة العالمية الحديثة)

ইসলামী দাওয়া ও আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতিতে আরবী ভাষা[৪৫]

গবেষকদ্বয় তাদের প্রবন্ধে ইসলামী দাওয়া ও আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতিতে আরবী ভাষার প্রভাব গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। প্রথমে তাঁরা আরবী ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবীর একাধিক হাদীস তুলে ধরেছেন। গবেষকদ্বয় দেখান যে, মহানবীর অনুসারীরা ইসলামী দাওয়ার কাজে হিজরত করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেন এবং তাদের ভাষা ছিল আরবী। সাহাবা আজমাঈন যে কালেমা শাহাদাতের দাওয়াত দিতেন তার অর্থ ছিল আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল এবং তাঁর প্রেরিত কিতাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য, আর ঐ সব কিছুই ছিল আরবী ভাষায়। গবেষকদ্বয় এ প্রবন্ধে আরবী ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তারপর তাঁরা ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণে আরবী ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। সেই ইসলাম প্রসারের জন্য তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) সহ অসংখ্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। যাদের দাওয়ায় উৎস ছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মহানবীর সুন্নাহ অহী, যার প্রত্যেকটিই ছিল আরবী ভাষায়। প্রত্যেক কালেই মুসলমানদের আরবী ভাষা প্রয়োজন কারণ তাদের মৌলিক ইবাদত যেমনঃ নামাজ আদায় হজ্জ আদায়, ইত্যাদি সম্পন্ন করতে গেলে তাদেরকে কুরআন, হাদীস অবশ্যই পড়তে হয়। কারণ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়তে, বিভিন্ন দোয়া তাসবীহ তাহলীল পড়তে আরবী ভাষা ব্যবহার করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে বলেছেন, আর তা আরবী ভাষায়। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশের এবং চারটি অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের প্রাণের ভাষা আরবী। তারা তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রকাশ করেন আরবী ভাষায়। গবেষকদ্বয় দেখিয়েছেন, বিশ্বের একটি বিরাট অংশ আরবী ভাষায় উপর নির্ভরশীল এবং এই আরবী ভাষাই মূল ও আসল।

(اثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الاوربية)

ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাব[৪৬]

গবেষক তাঁর প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা/সংস্কৃতিতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। হিজরী প্রথম শতকের শিষের দিকে স্পেন, উপদ্বীপসমূহ জয় এবং খৃস্টানদের ক্রুসেডের যুদ্ধ ফিলিস্তিনিকে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ইসলামেরী অনুসারীদের বিভিন্ন অঞ্চলে গমনের/ভ্রমনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় অঞ্চলে ও ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। মহানবীর অগনিত ভক্তদের প্রচেষ্টায় ইটালির দক্ষিণ অঞ্চল ও বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ও বিকাশ ঘটে এবং ইউরোপকে ইসলামী রঙে সাজিয়ে তুলে। বিশেষ করে আব্বাসীয় আমলে খলিফা আল মানসুর, হারুন অর রশীদ, খলিফা মামুনের প্রচেষ্টায় ইউরোপে ইসলামী সভ্যতার পূর্নজাগরণ আরম্ভ হয়। ফলে পরবর্তীতে ইউরোপের উপর দাঁড়িয়ে ঘোটা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল।

---

৪৫ ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক, (ইসলামী দাওয়া ও আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতিতে আরবী ভাষা) *The Dhaka University Arabic Journal*, vol- 4, No- 4 & 5, PP.1-28

৪৬ আবু সাইদ মুহাম্মাদ আবুল্লাহ, (ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাব) *The Dhaka University Arabic Journal*, vol- 4, No- 4 & 5, PP.61- 68.

Dhaka University Institutional Repository

(النظرية الإسلامية في حماية حق الحياة الإنسانية)

মানুষের জীবনের নিরাপত্তায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি[৪৭]

গবেষকদ্বয় তাদের প্রবন্ধে মানব জীবনে অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেকের কি কি দায়িত্ব তা তুলে ধরেন এবং কর্তব্য সম্পাদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গবেষক প্রথমে মানুষের উপর আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা বর্ননা করেন। এবং দেখান যে, পৃথিবীতে যে কয়টি ধর্ম মত আছে তার সবকটিই মানুষকে তার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে। এবং যার যার পরিধি অনুযায়ী তা পালনের নির্দেশ দিয়েছে। গবেষক কুরআন হাদীসের আলোকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সেখানে কর্তব্য সম্পাদনে সীমারেখা ও শাস্তির বিধানাবলীর বর্ণনা দেন। গবেষকদ্বয় তাদের প্রবন্ধের মূল ধারায় মানুষের জীবনের নিরপত্তায় যে সব শরীয়তী নির্দেশনা তুলে ধরেন তার মধ্যে মহান আল্লাহর হকসমূহ ও বান্দার অধিকার। এগুলির সঠিক অনুসরনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ, যার যা প্রাপ্য তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা পেলেই সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

(القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى)

আল কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ[৪৮]

গবেষক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণের সময়কাল সংরক্ষন, পদ্ধতি ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রথমে তিনি দেখান যে, আল কুরআন ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় এবং দীর্ঘ ২৩ বৎসর পুরা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়। সাহাবা আজমাইন তা মুখস্ত করে ও সহীফা আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখে। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা) তা সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ওসমান (রা) সম্পূর্নভাবে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করেন। গবেষক এর পর বলেন-তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এই তিনটি আসমানী কিতাব যা কুরআনের আগেই আলস্নাহর পক্ষ থেকে যথাক্রমে মুসা, ইসা, ও দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁরা এগুলির সাহায্যে মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। উক্ত আসমানী কিতাবগুলি যাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল তাদের নিজস্ব ভাষায়, যাতে তাদের জাতির কাছে তা তুলে ধরতে পারেন।

তাওরাত হিব্রু ভাষায় মুসা (আ) এর উপর নাযিল হয়, যাতে শেষনবী মুহাম্মাদ (স) এর আগমনের কথা ও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতীর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহুদিরা আল্লাহর ঘোষণা পরিষ্কার জেনেও তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলে গবেষক এ সম্পর্কে অনেক আয়াত দলীল হিসাবে উল্লেখ করেন।

গবেষক ইঞ্জিল সম্পর্কে বলেন, ইঞ্জিল ইসা (আ)-এর উপর সিরিয় ভাষায় নাযিল করেন। যা বর্তমান মানুষের কাছে ইংরেজি ভাষায় রুপান্তিত হয়ে আছে এবং এটি বর্তমানে নিউ টেস্টাম্যান্ট ও ওল্ড টেস্টাম্যান্ট নামে পরিচিত। খৃষ্টানরা এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে।

---

৪৭ ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী (মানুষের জীবনের নিরাপত্তায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি) *The Dhaka University Arabic Journal*, vol- 4, No- 4 & 5, PP, 181-196

৪৮ ড. মুহাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, (আল কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ) *The Dhaka University Arabic Journal*, vol- 5, No -6, PP.1-10.

তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর তাদের অনুসারীরা পরিবর্তন করে তাদের নিজস্ব মত অনুযায়ী তৈরী করেছে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে এতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। এই সর্ম্পকে মহান আল্লাহর বানী "আমি কুরআন অবর্তীন করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষন করবো"। গবেষক তাঁর প্রবন্ধে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চিরন্তন, সত্যতা ও সন্দেহহীনতার প্রমাণ তুলে ধরেন।

(فن التشبيه في الأمثال القرآنية والأمثال الجاهلية: دراسة مقارنة)

আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন রকম প্রবাদ প্রবচন এবং জাহেলী যুগের প্রবাদ প্রবচন তুলনামূলক আলোচনা[৪১]

গবেষকদ্বয় উক্ত বিষয়ের উপর আল কুরআনে ও প্রাচীন কালে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের বিভিন্ন দিক ও তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরছেন। গবেষকদ্বয় প্রবাদের অতীত ও বর্তমানের মিলের উপর বিশ্লেষণ তুলে ধরে বলেন-যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রতিটি প্রবাদ বাক্য অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ, প্রাঞ্জল ও সময় উপযোগী এবং তা সর্বকালেই সমাদৃত। ধরণ, বর্ণনা ও মূল বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার, অন্য কিছুই অনুরূপ গ্রহণযোগ্যতা পাইনি।

গবেষক প্রবাদে অর্থের সাদৃশ্যতার বিভিন্ন দিক ও তার যথার্থতা তুলে কতগুলি প্রবাদ বাক্য উপস্থাপন করেন এবং তার অর্থের যথার্থতা বর্ণনা করেন। গবেষকদ্বয় মহাগ্রন্থ আলকুরআনে বর্ণিত বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন এবং উদাহরণের সাথে এর বাস্তবতার প্রমাণ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল-যারা আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে যার উপমা হল সেই মাকড়সার ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করল যা একেবারেই অনিশ্চিত। এমনিভাবে গবেষক সূরা জুমআ, সূরা নূর সহ বেশ কয়েকটি সূরা থেকে উপমা ও তার সাদৃশ্যতা তুলে ধরেছেন। গবেষক জাহিলী যুগেরও কতগুলি প্রবাদ প্রবচন তুলে ধরে তার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন তার মধ্যে একটি যেমন–

"বাচাল ব্যক্তি রাত্রে কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর ন্যায়।"

উভয় ধরণের প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যকার তুলনা তুলে ধরেন। প্রথমত স্বভাবও কর্মের বা কার্যের বিভিন্ন মিল ও অমিল বিশদভাবে আলোচনা করে এর পরে প্রবাদের অলংকারিকপূর্ণতার বিভিন্ন দিক ও তুলনা তুলে ধরেন। এর পরে প্রবাদ/উপমার বিভিন্ন রকম সাদৃশ্য ও ধরণের মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক তুলে ধরেন। সর্বোপরি গবেষকদ্বয় কুরআনে বর্ণিত ও জাহেলী যুগে বর্ণিত বিভিন্ন উপমার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য দেখিয়েছেন তেমন কিছু বিপরীত দিকও তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন-কুরঅনে বর্ণিত উপমার নিরেট উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া, সত্যের প্রতি উদ্বুত করা। কিন্তু জাহেলী যুগের প্রবাদ প্রবচন অদ্রুপ নয়। বিশেষ করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত উপমার যে নান্দনিক ও আলংকারিক, জাহেলী যুগের প্রবাদ প্রবচন সেই দিক থেকে তার সমকক্ষ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

---

[৪১] মুহাম্মদ আজমল হুসাইন, (আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন রকম প্রবাদ প্রবচন এবং জাহেলী যুগের প্রবাদ প্রবচন তুলনামূলক আলোচনা) *The Dhaka University Arabic Journal*, Vol-5, No-6, PP. 169-186

Dhaka University Institutional Repository

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ প্রবন্ধমালা (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্রিকা)

'আল্লামা 'উমর নাসাফী: জীবন ও কর্ম[৫০]

৫ম শতাব্দীর শেষ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কালাম শাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে এক অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'আল্লামা 'উমর নাসাফী। প্রাবন্ধিক প্রায় পুরো প্রবন্ধ জুড়েই এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। এ লেখায় যে বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাহল-তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা। এ তালিকায় ২৩টি বইয়ের নাম রয়েছে। কোন কোন বইয়ের বিশেষ বিশেষ দিক উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন প্রবন্ধকার। যেমন-আল্ 'আকাঈদ যা 'আকাঈদুন নাসাফী নামে পরিচিত। এ বই প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেন 'আল্লামা 'উমর নাসাফী এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে মু'তাযিলা, শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া, নাজ্জারিয়া, জাব্বারিয়া ও মুশাব্বিহা এই সাতটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করে যান। প্রবন্ধকার এ পর্যায়ে এই গ্রন্থখানির যে ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোর ১৯টি ক্রমান্বয়ে রচয়িতার নামসহ উল্লেখ করেন। 'আল্লামা 'উমর নাসাফী অবশ্য একখানা তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেন। আল্লামা যামখশারী (র) যখন তাফসীরে কাশ্শাফ গ্রন্থ লেখেন এবং মু'তাযিলা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন 'আল্লামা নাসাফী (র) তাঁর জবাব স্বরূপ এই তাফসীরখানা লেখেন। প্রবন্ধের শেষে প্রবন্ধকার 'আল্লামা নাসাফী (র)-কে একজন ঐতিহাসিক ফকীহ ও বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে আখ্যা দিয়ে প্রবন্ধের সমাপ্তী টানেন।

ISLAM AND EDUCATION[৫১]

প্রবন্ধকার প্রবন্ধের শুরুতেই ইসলামে শিক্ষার পরিচয়, প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা দিয়েছেন। মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এবং এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সহায়ক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- শারিরীক এবং মানসিক (Physical and mental) ; স্রষ্টার পরিচয় লাভ; আধ্যাত্মিক উন্নয়ন; (Spiritual Development) এক্ষেত্রে তিনি খলীফার দায়িত্ব পালনে আধ্যাত্মবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের আলোকে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক উন্নয়ন (Human Development)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক তিনটি টেবিল (Table) ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যতিক্রম বিষয় উপস্থাপন করেছেন-

১. অন্যান্য জাতির সাথে মুসলিমদের শিক্ষার হারের তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত টেবিল (table).

২. উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞানী-ইঞ্জিয়ারদের হারের (Ratio) আলোচনায় মুসলিম ও অন্যান্য জাতিসমূহের তুলনা;

৩. মানবিক উন্নয়ন (Human Development)-এর নানা স্তরে শিক্ষার ভূমিকা সংক্রান্ত বিস্তারিত তালিকা (Chart) এর উপস্থাপন।

---

৫০ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ('আল্লামা 'উমর নাসাফীঃ জীবন ও কর্ম) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত "*নিবন্ধমালা*", অষ্টম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭-১৫০

৫১ Abdul Noor, (ISLAM AND EDUCATION) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত "*নিবন্ধমালা*", অষ্টম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ২৬৬-২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা[৫২]

রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানের অন্যতম উপাদন হলো-সার্বভৌমত্ব। অন্যকথায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত তত্ত্ব রাষ্ট্র দর্শনকে উপহার দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। তবে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত কোন ঐক্যমত্যে পৌছতে পারে নি। ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মধ্যে জনবোঁদে, জনলক থমাস হব্‌স, রুশো, হিউগো গ্রোসিয়াস ও জন অস্টিন প্রমুখের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণের পর সার্বভৌমত্বের যেসব বৈশিষ্ট্যাবলী পাওয়া যায় তা হল-স্থায়ীত্ব; সর্বব্যাপকতা; একত্ব ও অবিভাজ্যতা; চরমত্ব; মৌলিকতা; সীমাহীনতা ও হস্তান্তরের অযোগ্যতা ইত্যাদি। প্রাবন্ধিক মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করে বলেন, এসব বৈশিষ্ট্য সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে কোনটাই টিকসই বলে বিবেচিত হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র স্বর্গীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বলিষ্ঠ মতবাদ পেশ করেছে। এ মতাদর্শ অনুযায়ী বিশ্বজগতের মালিকিয়াত বা সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে (আল কুরআন, ৬৭ঃ১, ৫ঃ১২৩, ২২ঃ৫৬, ৩ঃ১৫৪, ৭ঃ১৮, ৬ঃ৫৯, ৮৭ঃ২৩, ৫০ঃ১৬, ৫৬ঃ৮৫, ৬১ঃ৯, ৪ঃ৫৯, ৪ঃ৫৮, ৮ঃ২৭)-এর যথার্থতার প্রমাণ পেশ করেন। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এতসব দলীল ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত ইসলামের সার্বভৌমত্বের ধারণার বিরোধীতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে প্রখ্যাত হলেন ড. এস, এ, কিউ হুসাইনী। বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক তাঁর এ প্রবন্ধের মাধ্যমে ড. এস. এ. কিউ হুসায়নীর বক্তব্য এবং উপস্থাপিত দলীলের সমুচিত জবাব দিয়েছেন। পরিশেষে প্রাবন্ধিক দৃঢ় চিত্তে বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহরই রাষ্ট্র, এর সরকার সরাসরি আল্লাহরই সরকার, এর শাসন মূলতঃ আল্লাহরই শাসন। তাঁর দৃষ্টি সর্বক্ষণ তাঁর জনগণের উপর রয়েছে। সার্বভৌম শক্তির নামই হল-আল্লাহ, যিনি মানুষের সাধারণ স্বার্থে কাজ করে থাকেন।

চিত্রকলার প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ একটি সমীক্ষা[৫৩]

ইসলামে চিত্রাঙ্কন একটি বিতর্কিত অধ্যায়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় চিত্রকলাকে ধর্মীয় হাতিয়ার হিসাবে ব্যহার করেনি। কতিপয় কারণে ইলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলার বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন।

প্রথমতঃ এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য কি? বিশেষজ্ঞগণ আজও কোন পরিচ্ছন্ন মতামত দিতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ আল-হাদীসে চিত্রকলার প্রতি কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে সেখানে রাসূলের এমন কতিপয় বাণী রয়েছে, যাতে সহনশীলতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়তঃ সাহাবা-ই-কিরাম এ বিষয়টির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেন নি। তবে সিহাহ সিত্তাহ ও মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্যে রাসূলের (স) নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যায়।

---

৫২ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, (ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত "*নিবন্ধমালা*" নবম খণ্ড, ১৯৯৬, পৃ.৬৪-৭৭

৫৩ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, (চিত্রকলার প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী : একটি সমীক্ষা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত "*নিবন্ধমালা*", দশম খণ্ড, মার্চ ২০০০, পৃ.১-১৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা ধর্মের সাহায্যকারী হিসাবে চিত্রকলার সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে।

ইসলাম ললিতকলার প্রতি আপোষহীন শত্রুতা পোষণ করেছে, মনে হওয়ার কারণ হলো-ইসলামে শিরককে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত কথা হয়েছে ; আলকুরআনের ৫নং সূরার ১১০ নং আয়াতের কারণে ধর্ম বিজ্ঞানীগণ চিত্রকলাকে ধর্ম বহির্ভূত কাজ বলে নিন্দা করেছেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ধর্মবেত্তাগণ প্রতিবাদ মুখর হওয়ার অপর কারণ হলো আরবী শব্দ তাসবির (চিত্র) এবং মুসাব্বির (চিত্রকর), যা কিনা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। আল-কুরআনে ব্যবহৃত পুতুল নির্দেশকারী শব্দ তিনটি হল সানাম, ওয়াসান, এবং তিমসাল। এ তিনটি শব্দ বিদেশী ভাষা হতে আমদানীকৃত বলে মনে করা হয় যে, চিত্রকলাও বিদেশ হতে আগত। ইসলামী সংস্কৃতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রবন্ধিক উপরোক্ত চারটি বিষয়েরই যৌক্তিক ও দালীলিক প্রমাণ উপস্থাপন করে তাঁর জবাব দিয়েছেন। সাথে সাথে রাসূলের (স) সময় ও পরবর্তীতে চিত্রকলার সংরক্ষণ করা হয়েছে এরকম ৫টি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের শেষাংশে প্রবন্ধকার ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলার বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্নে একটি অনুসিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছেন। আর সেগুলো হলো-প্রথমতঃ আল্লাহর একত্ববাদে বিঘ্ন ঘটায় না বা শিরক হয় না, এমন চিত্রকলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। দ্বিতীয়তঃ কাপড়-চোপড় বা অন্য কোন স্থানে অঙ্কিত ছবি যদি তাদের নির্ধারিত সঠিক স্থানে থাকে, সালাত চলাকালে এগুলো যদি একাগ্র মানসিকতার বিঘ্ন না ঘটায়, তাহলে চিত্রশিল্পের বিরুদ্ধে ইসলামের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তৃতীয়তঃ মার্জিত রুচিসম্পন্ন চিত্রকলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

উপসংহারে প্রবন্ধকার বলেন, মুসলিম চিত্রকলা সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার অভাব, সুন্নাহ ও হাদীসের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নমণীয়তা এবং সর্বোপরি মুসলিম শাসকদের সহযোগিতা ও একনিষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা এর উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রবন্ধকার ইসলামে চিত্রকলা বৈধ-অবৈধ কিছু না বললেও চিত্রকলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন অত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

Position of Non-Muslims in Islamic Law[১]

প্রাবন্ধিক অত্র প্রবন্ধে অমুসলিমদের (যিম্মীদের) পরিচয়, ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মীদের (আল মু'আহিদীন) বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ তথা ইউরোপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান (Protection) এবং সহনশীলতা (toleration) সংক্রান্ত আলোচনায় ইসলামী নীতিমালার প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে। **প্রথমত** আল কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানাবলীর বর্ণনা; **দ্বিতীয়ত** সুন্নাহ বা নবী জীবনে নানা ঘটনাবলীর দ্বারা অমুসলিমদের প্রতি আচরণগত নীতিমালা; **তৃতীয়ত** যিম্মীদের বিষয়ে সাধারণ ইসলামী আইনসমূহ আলোচিত হয়েছে। যেমন– জীবনের নিরাপত্তা ; সম্পদের অধিকার ; সম্মানের নিশ্চয়তা ; ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিজস্ব Personal Law-এর অধিকার; বৈবাহিক অধিকার ; Civil Law-এর ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সমানাধিকার ;Penal Law/Criminal Code-এর ক্ষেত্রে সমানাধিকার উপাসনাগারের সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা ; ধর্মীয় (আচার-অনুষ্ঠান) অধিকার ; সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামী বিধান; যাকাত মুক্ত ; বাণিজ্য কর (Trade tax) ; জিজিয়া–ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখ যে, যিম্মী ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে অত্র প্রবন্ধে। প্রবন্ধকার বলেন– ইসলামী সরকারের দায়িত্ব চুক্তি রক্ষা, যদি না তারা রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখিত এ প্রবন্ধে ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মী তথা অমুসলিমদের অধিকার প্রসঙ্গে সুন্দর বর্ণনা দৃষ্টিগ্রাহ্য। ইসলামের প্রথম যুগের নানা উদাহরণ ও শরীআতের মূলনীতির উপস্থাপনায় যা বর্তমানে একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

Principles of An Islamic State : A Quranic Analysis[২]

প্রাবন্ধিক তাঁর এ প্রবন্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের (Islamic State) ধারণা এবং এর মূলনীতি সমূহের বর্ণনা করেছেন। আর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আল কুরআন, সুন্নাহ, সীরাত এবং খুলাফা-ই-রাশিদার কার্যকলাপকে নেয়া হয়েছে। তারপর তিনি ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেছেন। যেমন–সার্বভৌমত্বের স্বরূপ ; প্রতিনিধিত্ববাদ; আইন পরিষদ এবং পরামর্শ সভার নীতিমালা ; শাসক নির্ধারনের মূলনীতি ; ইসলামী রাষ্ট্রের (Islamic State) উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী; নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ; সংখ্যালঘুদের অধিকার ;রাজনৈতিক দলসমূহ ; রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি।

আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক Point আকারে নানাভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির ইসলামী নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহের সূত্রসহ (Reference) উপস্থাপন করেছেন। প্রথম জাতি হিসেবে মুসলিমদের পরিচিত দান ; দ্বিতীয়ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা ;

---

১ Syed Kamal Mostafa (Position of Non-Muslims in Islamic Law) *Rajshahi University Studies* Vol-5, 1997, PP. 1-20.

২ Syed Kamal Mostafa, (Principles of An Islamic State : A Quranic Analysis)*Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol-XV, 1987, PP. 257-281.

Dhaka University Institutional Repository

অতপর প্রবন্ধকার নিম্নোক্ত বিষয়ের অবতারনা করেছেন – ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ; খিলাফত ; ধর্মরাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র ; পরামর্শ সভা/পরামর্শ সভার পদ্ধতি ; ইজতিহাদ ; শাসক নির্বাচন পদ্ধতি ও যোগ্যতা ; ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য–আইন-শৃঙ্খলার বাস্তবায়ন ; প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ ও শান্তি; ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ; সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ ; সমাজ কল্যাণ ; ইসলাম প্রচার; অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ ; সংখ্যালঘু ; ইসলামী রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ; ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারসমূহ ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে ধারাবাহিকভাবে।

Human Rights in Islam[৩]

ইসলামে মানবাধিকারের বর্ণনা ও নানা দিকের দালিলিক উপস্থাপনা রয়েছে অত্র প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসমস্ত দিক নির্দেশনা দিয়েছে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পর্যাপ্ত কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন। এ প্রবন্ধে মানবাধিকারের যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হল– জীবন ধারণের অধিকার ; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার ; সম্পদের অধিকার ; কাজ, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার ; বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের অধিকার ; বাড়ি ও বাসস্থানের গোপনীয়তা রক্ষার (Privacy) অধিকার ; সম্মান ও মর্যাদার অধিকার ; ধর্মীয় অধিকার ; সমাজ ও ভ্রাতৃত্বের অধিকার ; আইনের চোখে সমান হওয়ার অধিকার ; নর-নারীর সমানাধিকার ; দাসদের অধিকার ; যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ ও তাদের অধিকার ; চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকার ; শিক্ষার অধিকার ; ধর্মীয়/রাজনৈতিক নিপীড়নে আশ্রয়ের অধিকার ; মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ; সংঘ ও সংস্থা (গঠন ও কার্যপরিচালনা) সংক্রান্ত অধিকার ; সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি। পরিশেষে মানব জীবনে শান্তি ও সফলতার আশ্বাশ প্রদান ও এগুলোর যথার্থতা ও ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর্যুক্ততার কথা বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। সাথে সাথে Universal declaration on Human Rights-এর তুলনামূলক কিছু আলোচনাও এ প্রবন্ধে বিদ্যমান।

Reduction of Income Inequalities & Elimination of Poverty in Islamic Way : The governments Economic Role.[৪]

ইসলামী নীতিমালার আলোকে দারিদ্র দূরীকরণ এবং আয় বৈষম্য দূরীকরণে আর্থিক মূলনীতি নির্ধারণে সরকারের গৃহীত নানা পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে আলোচ্য প্রবন্ধজুড়ে।

১. মূল উদ্দেশ্য– ইসলামী আর্থিক বিধানাবলী ও আয়-বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামী আর্থিক বিধানাবলীর বাস্তবায়ন ও অবদান।

১ম ভাগ :

ইসলামের আলোকে সরকারের (Government) দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনা ; সরকারি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব ; এক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মন্তব্য উল্লেখ।

---

৩ Syed Kamal Mostafa , (Human Rights in Islam) *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol-XVII, 1989, P. 217.

৪ Shah Md. Habibur Rahman (Reduction of Income Inequalities & Elimination of Poverty in Islamic Way : The governments Economic Role.) *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol-XIX, 1991, P. 29.

Dhaka University Institutional Repository

২য় ভাগ :

দায়িত্ব পালনে নানা ইসলামী নীতিমালার বর্ণনা ও এগুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা। এক্ষেত্রে উপাদানগুলো (measures) তিনটি ভাগে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– ক. ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন ; খ. ওয়াক্ফ ; গ. উশর, নিসফ উশর ইত্যাদি।

২. অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত উপাদানসমূহ (measures) : যেমন—ক. যাকাত গ্রহণ ও বন্টন; খ. কারজ-ই-হাসানা ; গ. সুদ নির্মূল ;ঘ. সুদমুক্ত আভ্যন্তরীণ ঋণদান ; ঙ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আয়ের যথার্থকরণ ; চ. Islamic Charities-এর পরিকল্পিত ব্যবহার ; ৩. দমনমূলক/বাধ্যতামূলক উপাদানসমূহ (Coercive measures), ইত্যাদি।

৩য় ভাগ :

এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক উপসংহার হিসেবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদির আলোচনা পেশ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁর গ্রন্থাবলী ঃ একটি বিশ্লেষণ[৫]

ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, হাদীস শাস্ত্রের এক অনন্য দিকপাল, হাদীস-সমালোচনা ও রিজাল-শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, হুজ্জাহ্ এবং বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "সহীহ মুসলিম" সমগ্র উম্মাহ কর্তৃক সমাদৃত ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। হাকিম আবু 'আলী (র)-এর মতে, ইমাম মুসলিম এর হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আকাশের নিচে একখানাও নেই। এ কালজয়ী মহান ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে প্রবন্ধকারের প্রবন্ধে। তাঁর শায়খগণের সংখ্যা অনেক। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন অনেক নির্ভরযোগ্য রাবী ও হাদীসের ইমাম। প্রবন্ধকার এখানে তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ ও শিষ্যগণের মধ্য থেকে কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কেও এতে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীস শাস্ত্রের এক অন্যতম দিকপাল ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)[৬]

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস মহানবী (স)-এর হাদীস। সাহাবীগণ ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তাঁরা হাদীসকে হুবহু বক্ষে ধারণ করতেন এবং তাবি'ঈগণের নিকট পৌঁছে দিতেন। একশত হিজরী সালের শুরুতে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত 'উমর ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয (র)-এর নির্দেশে সরকারীভাবে হাদীসকে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হয়। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই সিহাহ্ সিত্তাহ সংকলিত হয়। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ছিলেন এ যুগের এক অনন্য সাধারণ মহাপ্রতিভার অধিকারী হাদীস বিশারদ, ঐতিহাসিক ও পবিত্র কুর'আনের প্রথিতযশা ভাস্যকার। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও আল্লাহ প্রেমে আপ্লুত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অতুলনীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁর অবদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

---

৫ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, (ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁর গ্রন্থাবলী ঃ একটি বিশ্লেষণ) *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol. 27, 1999.

৬ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, (হাদীস শাস্ত্রের এক অন্যতম দিকপাল ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)) *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol. 27, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান ইবন্ সাবিতের কবিতায় ইসলামী চেতনাঃ একটি পর্যালোচনা[৭]

হাস্‌সান ইবন্ সাবিত ছিলেন আরবী ভাষার একজন শীর্ষস্থানীয় মুখদরাম কবি। শৈশবকাল থেকেই তাঁর কাব্যচর্চা শুরু এবং জাহেলিয়া যুগেই তিনি একজন খ্যাতিমান কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) মদীনায় হিজরত করার পর তিনি নিজ গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেন এবং মহানবী (স)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে গণ্য হন। ইসলাম গ্রহণের পর কবি তাঁর সকল চিন্তা-চেতনা ও কাব্য প্রতিভাকে ইসলামী আন্দোলনের কাজে ব্যয় করে ইসলামের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। মহানবী (স) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের সুপরিকল্পিত কাব্যিক আক্রমনকে প্রতিহত করতে যে তিনজন কবি এগিয়ে আসেন, কবি হাস্‌সান নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী সফল হয়েছেন। তিনি রসূলের সভাকবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং শায়েরু'র-রসূল বা রসূলের কবি উপাধীতে ভূষিত হন। তাঁর কাব্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচীভূক্ত।

ইমাম মালিক (রহঃ) এর আল-মুআত্তা গ্রন্থঃ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন[৮]

ইসলামের ইতিহাসে হিজরী দ্বিতীয় শতকে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন শুরু হয়। যে সকল মনীষী এ গুরুত্বপূর্ণ সংকলন অভিযানে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম মালিক (র)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থের নাম "আল-মুআত্তা"। দীর্ঘ ৪০ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফসল এই গ্রন্থ। ইমাম মালিক (র) প্রায় একলক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধতম ১৭২০টি হাদীস এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ গ্রন্থে প্রতিটি হাদীসের শেষে উক্ত হাদীস থেকে উদ্ভাবিত মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আলিমদের মতামতও সংযোজিত হয়েছে। এ গ্রন্থে অধিক পরিমাণ ছুলাছিয়াত ও ছুনাইয়াত হাদীস বর্ণিত হওয়ায় পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণ আল-মুআত্তা-এর ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর ভাষ্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। অনেক পণ্ডিত এ গ্রন্থখানিকে সহীহ আল-বুখারীর উপরও স্থান দিয়েছেন। আব্বাসীয় খলীফা হারুন আল-রশীদ এ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং একে কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার অনুরোধ করেছিলেন। সুতরাং সর্বদিক দিয়েই আল-মুআত্তা গ্রন্থ অতুলনীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। প্রবন্ধকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিই অত্যন্ত নান্দনিকভাবে তুলে ধরেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

ইমাম নাসায়ী (রঃ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ ঃ একটি পর্যালোচনা[৯]

ইমাম নাসায়ী (র) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত। বিশুদ্ধ হাদীছ সংকলন ও হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অবিস্মরনীয়। তাঁর "সুনান" নামক গ্রন্থখানি বিশ্ববিখ্যাত "সিহাহ সিত্তাহ" এর অন্তর্ভূক্ত। হাদীস ছাড়াও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক চিত্তের অধিকারী। ন্যায় ও সত্য

---

৭ মোঃ রুহুল আমিন (হাস্‌সান ইবন্ সাবিতের কবিতায় ইসলামী চেতনাঃ একটি পর্যালোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯।

৮ মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, (ইমাম মালিক (রহঃ) এর আল-মুআত্তা গ্রন্থ : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯।

৯ এ.কে.এম. আব্দুল লতিফ, (ইমাম নাসায়ী (রঃ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ ঃ একটি পর্যালোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুস্পষ্টভাষী। ফলে স্বার্থান্বেষী মহলের রোষাগ্নি তাঁর শেষ জীবন অসহায় করে তুলেছিল। অবশেষে পুজারীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এ মহান সাধক অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবন ও একরাশ অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। প্রবন্ধকার এ.কে.এম. আব্দুল লতিফ ইমাম নাসায়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর সুনান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ চমৎকারভাবে তুলে ধরেন অত্র প্রবন্ধে।

তাফসীর সাহিত্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর অবদান ঃ একটি সমীক্ষা[১০]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা জ্ঞান সাধনা করে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) ছিলেন অন্যতম। জন্ম লগ্নেই মহানবী (স) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ, আপনি তাকে ধর্ম ও কুরআন বিষয়ক জ্ঞান দান করুন।" বাল্যকাল হতেই তিনি রাসূল করীম (স) এর অতি নিকটে থেকে কুরআন শিক্ষা করার সুযোগ পান। মহানবীর ইন্তেকালের পরও তিনি জ্ঞান সাধনা অব্যাহত রাখেন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। বিশেষ করে আল কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি ছিলনা। হযরত ওমরের মত প্রবীণ সাহাবীরাও অনেক জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য যুবক আবদুল্লাহর শরনাপন্ন হতেন। তিনি হযরত ওমরের দরবারে অনুষ্ঠিত শিক্ষামূলক আলোচনা সভায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমসাময়িক পণ্ডিতগণ তাঁর মতামতকেই প্রাধান্য দিতেন। তাই যথার্থভাবেই তাকে বলা হয় 'রাইসুল মুফাস্‌সিরীণ (মুফাস্‌সিরগণের প্রধান)। প্রবন্ধকার পুরো প্রবন্ধজুড়ে তাফসীর সাহিত্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর অনবদ্য অবদানের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সবরঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা[১১]

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা মু'মিনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই মহান গুণের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করা মু'মিনের জন্য একটি আবশ্যকীয় কাজ। কারণ এটি মানব জীবনে উন্নতি, মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে এর অনুপস্থিতি মানুষকে তার স্থান থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে লজ্জাজনক জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ নিজের জীবন গঠনের জন্য এবং লক্ষ্য বস্তু অর্জনের জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এই চেষ্টার পর পরই সবচেয়ে যে জিনিস বেশী প্রয়োজন তা হ'ল চরম ধৈর্য ও গভীর প্রতীক্ষা। এই ধৈর্য ও প্রতীক্ষার মাধ্যমে একদিন মানুষের জীবনাকাশে উদিত হয় সৌভাগ্যের চাঁদ। যার মধ্যে ধৈর্য নেই তার সাফল্য লাভও সুকঠিন। কোন মানুষ যদি জন্ম থেকে একেশ্বরবাদী, সৎকর্মশীল ও সত্য পথের উপদেশ প্রদানকারী হয় তবুও সে কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা, যদি ধৈর্যশীলতার মহৎ গুণটি আয়ত্বে আনতে না পারে। তাই কুরআন ও হাদীসে ধৈর্য্য ধারণের প্রতি মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বক্ষমান প্রবন্ধে এ বিষয়েই আলোচনা তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার।

---

১০ মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ খান, *(তাফসীর সাহিত্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর অবদান ঃ একটি সমীক্ষা) গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০০।

১১ ডঃ এস.এম. আব্দুছ ছালাম (ইসলামের দৃষ্টিতে সবরঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের নৈতিকতা ঃ একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা[১২]

নৈতিক চরিত্র একটি উন্নত জাতির জীবনী শক্তি। যে জাতির নৈতিক চরিত্র যত উন্নত সে জাতি তত সমৃদ্ধ। কোন জাতির নৈতিক চরিত্র যত দিন অক্ষুন্ন থাকে সে জাতিও ততদিন টিকে থাকে। চরিত্র ও আদর্শহীন জাতি এ দুনিয়ায় বেশি দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে না। তাই ইসলামী জীবনাদর্শে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। নৈতিক সংশোধন ইসলামী জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য। মানুষের সামগ্রিক জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় নৈতিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এ নৈতিক চরিত্রই মানুষকে সভ্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখে, আবার নৈতিক অবক্ষয় তাকে অধঃপতনের অতলে নামিয়ে দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর চরিত্রাদর্শ দ্বারা একটি নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর সেই জীবনাদর্শ নৈতিক মানদণ্ডে নির্ধারিত একটি শাশ্বত জীবন দর্শন। সে নৈতিকতার বিশ্লেষণই প্রবন্ধকার অত্র প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

মুসলিম বিবাহে কুফু ঃ একটি পর্যালোচনা[১৩]

মুসলিম বিবাহে কুফু একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পারিবারিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ মানুষের বৈবাহিক জীবন শান্তিপূর্ণ না হলে সে কোন কিছুতেই শান্তি লাভ করতে পারে না। আর এ জন্য ইসলামে কুফুর বিধান রাখা হয়েছে। কুফু শব্দের অর্থ হচ্ছে, সমমান হওয়া, সাদৃশ্য হওয়া। স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে সমমান হওয়াকেই ইসলামে কুফু বলে। কুফুর মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে, এ গুলো আমাদের মেনে চলা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কুফুর ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নারীর ও পুরুষের দ্বীনদারী। মহানবী (স) বলেছেন, যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাজে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তবে তার সাথে (তোমাদের মেয়ের) বিবাহ দাও। এ প্রবন্ধে কুফুর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন প্রবন্ধকার।

আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হাদীস রেওয়ায়েত প্রসঙ্গ[১৪]

ইসলামী শরীআতের প্রধান দুটি উৎসের মধ্যে আলকুরআন প্রথম এবং হাদীস দ্বিতীয়। মহানবীর (স) যে সকল সাহাবার চরম ত্যাগ ও অক্লান্ত সাধনায় তাঁর অমূল্য হাদীসসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি মহানবীর (স) সঙ্গে মাত্র চার বছরের সাহচর্য লাভ করেন। এ স্বল্পকালীন সময়ে তিনি মহানবীর (স) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, চরম ধৈর্য ও অসাধারণ মেধায় সকল সাহাবার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীস স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে তাঁর সূত্রে এসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন হাদীস সংকলনে উক্ত হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক সমালোচক তাঁর অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এ সকল সমালোচকদের মধ্যে সাম্প্রতিককালের খ্যাতনামা মিসরীয় পণ্ডিত ডঃ আহমদ আমীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধে হাদীস রেওয়ায়েত ও সংরক্ষণে আবু হুরাইরার (রা) মূল্যায়ন ও তাঁর প্রতি আরোপিত উল্লেখযোগ্য অভিযোগসমূহের পর্যালোচনার প্রয়াস চালিয়েছেন প্রবন্ধকার।

---

১২ এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ (ইসলামের নৈতিকতা ঃ একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯।

১৩ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (মুসলিম বিবাহে কুফু ঃ একটি পর্যালোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০০০-২০০১।

১৪ মুহাঃ আবুল খায়ের (আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হাদীস রেওয়ায়েত প্রসঙ্গ) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০০০-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সালাত : সূচনা ও ক্রমবিকাশ[১৫]

সালাত ইসলামরূপ সৌধের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এটি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। মি'রাজের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁর একান্ত নিকটে উপনীত হয়েছেন, তাঁর সাথে সরাসরি কথোপকথনের গৌরব অর্জন করেছেন। আর ঈমানদারগণের মি'রাজ হচ্ছে সালাত। সালাতে তাঁরা আল্লাহর বাণী পাঠ করে। তাঁর সাথে কথা বলে। তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। এরই মাধ্যমে তাঁর দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সালাত সকল নবীর যুগেই কম-বেশি প্রবর্তিত ছিল। তবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের নবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হযরত আদম (আ)-এর যুগ থেকে কোন নবী কোন সালাত কখন পাঠ করতেন এ প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তার ওপর আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে কোন সালাত ফরয ছিল কি না এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক আলিমগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবীর (স) ওপর মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয় আর এর বিস্তারিত নিয়ম-কানুনের অবগতি তিনি লাভ করেন জিবরা'ঈল (আ)-এর মাধ্যমে। সফর অবস্থায় ফরয সালাতের রূপ এবং নিজস্ব আবাসভূমিতে অবস্থানের সময় এর পরিমাণের মধ্যে কিছু ভিন্নতা বিদ্যমান রয়েছে। জুমু'আর সালাত সপ্তাহান্তে জুমু'আ দিবসে আদায় করা ফরয। কখন এর প্রবর্তন হয়? এসব বিষয়ে সুক্ষ্মাতিসূক্ষভাবে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন প্রবন্ধকার অত্র প্রবন্ধে।

'ইলমে তাফসীরে তাবি'ঈগণের অবদান[১৬]

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকেই তাফসীর বলা হয়। তাফসীর সম্পর্কে সাহাবাগণের পরে তাবি'ঈগণ অভিজ্ঞ ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ তাঁরা সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের থেকে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও উহার নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাবি'ঈগণের সময় তাফসীর চর্চার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মূলতঃ এ গুলো ছিল সাহাবীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) কর্তৃক মক্কাতুল-মুকাররমায়, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কর্তৃক মদীনাতুল-মুনাওরায় এবং হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) কর্তৃক 'ইরাকে তাফসীর চর্চার জন্য কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক তাবি'ঈ তাফসীর শিক্ষা লাভ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাবি'ঈগণের তাফসীর করার উপকরণ, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

কুরআন মজীদ জমা'করণঃ একটি বিশ্লেষণ[১৭]

কুরআন মজীদ শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। মানব জীবনের পথ প্রদর্শক ও মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত। অন্যান্য সকল আসমানীগ্রন্থ নবীগণের ওপর একসাথে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ একসাথে এবং লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল

---

১৫ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (ইসলামের সালাত : সূচনা ও ক্রমবিকাশ) *Rajshahi University Studies* Part-A, Vol-28, 2000.

১৬ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (ইলমে তাফসীরে তাবি'ঈগণের অবদান) *Rajshahi University Studies* Part-A, Vol-28, 2000.

১৭ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (কুরআন মজীদ জমা'করণঃ একটি বিশ্লেষণ) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০০০-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। বরং মহানবী (স)-এর নবুওয়্যাতী জীবনে তা ধীরে ধীরে খণ্ডাকারে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে নাযিল হতে থাকে। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে নবী করীম (স) নিজে তা মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করতেন এবং সরকারীভাবে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করাতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) কুরআন মজীদকে গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর হযরত ওসমান গণী (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় কুরআন মজীদ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বক্ষমান প্রবন্ধে উপরোল্লিখিত এ তিনটি পর্যায় সম্পর্কে প্রবন্ধকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পর্যালোচনা করেছেন।

ধর্ম ও প্রত্যাদেশ ঃ প্রকৃতি ও বিবর্তন[১৮]

ধর্ম মানুষের জন্য একটি শ্বাসত বিধান। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ধর্মের বীজ নিহিত আছে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় মাত্র, কিন্তু তা প্রকৃত সত্যে পৌছায়না। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। বস্তুবাদী, সমাজতত্ত্ববিদ অথবা দার্শনিক ধর্ম সম্পর্কে যে সব তত্ত্বের অবতারণা করেন তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এবং তাদের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় আছে। ওহী বা প্রত্যাদেশ যে বিধান মানব জাতির জন্য স্থির করে দেয় তা অভ্রান্ত এবং কল্যাণকর। এই প্রবন্ধে ধর্ম ও প্রত্যাদেশের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার।

ই'জায়ু'ল-কুরআনঃ একটি সমীক্ষা[১৯]

মানব জাতির হিদায়াত, ইহকালীন জীবনে সফলতা ও সমৃদ্ধিলাভ এবং পারলৌকিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি চিরন্তন মু'জিযা। এ গ্রন্থ তার শব্দ চয়ন, পদ গঠন, বাক্য বিন্যাস, রচনাশৈলী, প্রকাশ ভঙ্গী, বিষয়বস্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, বহুবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দিক থেকে নযীরবিহীন। ফলে সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষ কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন এমনকি এর সর্বকনিষ্ঠ সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করতে অক্ষম। আর এটাই হচ্ছে ই'জায়ু'ল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা সকল নবীকেই মু'জিযা দান করেছেন তাঁদের যুগোপযোগী। আমাদের নবীর যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তারিত। এ কারণে তাঁর মু'জিযাও চিরন্তন। কুরআন ম'জীদের এ চিরন্তনতা বিভিন্নমুখী। প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন।

আল-কুরআনে উপস্থাপিত আমসালঃ প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য[২০]

আমসাল আরবী শব্দ যার এক বচন হচ্ছে মাসাল। এটির বাংলা প্রতিশব্দ উপমা। উপমার ব্যবহার সাহিত্যকে হৃদয়গ্রাহী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলে। যে বস্তু বা বিষয়কে তুলনার সাহায্যে বুঝানোর

---

১৮ এফ.এম.এ.এইচ. তাকী (ধর্ম ও প্রত্যাদেশ ঃ প্রকৃতি ও বিবর্তন) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮।

১৯ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (ই'জায়ু'ল-কুরআনঃ একটি সমীক্ষা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯।

২০ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (আল-কুরআনে উপস্থাপিত আমসালঃ প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করা হয় তাকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য থাকতে হবে। কুরআন মাজীদে প্রচুর উপমা রয়েছে। এতে সকল ক্ষেত্রেই উপমানের উল্লেখ নেই। এতে কখনও 'মাসাল' বা উপমা শব্দ গুন অর্থে, আবার কখনও অভিনব অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরআনে ব্যবহৃত উপমাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, সাবলীল, সরল ও হৃদয়স্পর্শী। মানুষকে উপদেশ প্রদান, কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ দান, ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককরণ, শত্রুপক্ষের নিবৃতকরণ, বাতিলের অসারতা প্রমাণ এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কুরআন মাজীদে বিবৃত আমসালের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ওহী ঃ একটি বিশ্লেষণ[২১]

ওহী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। ওহীর মাধ্যমেই নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করেছেন। মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এটিই জ্ঞানের মূল ও প্রধান উৎস। বক্ষমান প্রবন্ধে ওহীর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ফেরেশতাগণ কিভাবে ওহী লাভ করেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলগণের নিকট কি পদ্ধতিতে ওহী আসত তা ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী (স) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কয়টি পদ্ধতিতে ওহী লাভ করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। ওহীর প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ওহী অস্বীকারকারীদের বক্তব্য উল্লেখ করে কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আলোকে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা আজ অনেক অজানা বস্তুর সন্ধান লাভ করেছি। নতুন নতুন গ্রহ আমরা আবিষ্কার করেছি। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে সফলতা লাভ করেছে। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটির দুই জ্যোতির্বিদ জিওকে মার্সি ও পল বাটলার দুটি নয়া গ্রহ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তারা বলেন, পৃথিবী থেকে ৩০ আলোকবর্ষ (১ আলোকবর্ষ = ৫৮,৭৮০ কোটি মাইল) দুরে এ গ্রহ দুটিতে পানি ও জীবন ধারণের উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। আজ আমরা টেলিফোন ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বহুদূরের শুধু খবরই গ্রহণ করছিনা, খবর প্রেরক ও পাঠকের ছবিও দেখছি। এ সব আবিষ্কার ওহীকে অনুধাবন করা আমাদের জন্য সহজ করে তুলেছে। ওহী আল্লাহর নিকট হতে রসূলগণের উপর প্রত্যাদেশ। কাজেই ওহীর বিশ্বাসের উপর মুমিনদের সব রকম আমলের প্রতিদান নির্ভর করে।

ফাত্‌রাতুল-ওহীঃ একটি বিশ্লেষণ[২২]

মহানবী (স)-এর ওপর ওহীর সূচনা ঘটে জাবালুন্-নূরের হেরা গুহায়। এ সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছরে পদার্পন করে। ওহীর সূচনার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি সান্নিধ্যে আসেন। মহা জ্যোতির্ময় ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন ঘটে। প্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহাভাণ্ডার। এতে রয়েছে মানব জাতির সৃষ্ট

---

২১ মুহাম্ম শফিকুল্লাহ (ওহী ঃ একটি বিশ্লেষণ) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬-৯৭।

২২ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (ফাত্‌রাতুল-ওহী ঃ একটি বিশ্লেষণ) *Rajshahi University Studies* (Part. A), Vol-29, 2001.

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত। জ্ঞান আহরণের প্রতি নির্দেশ। আর করুণাময় মহাসম্মানী প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কলমের মাধ্যমে অজানা জ্ঞান দানের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এরপর ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়। যে নূরের ছোঁয়া তিনি লাভ করেছিলেন ওহী বন্ধের কারণে তা থেকে তিনি যেন ছিটকে পড়েন। ওহী বন্ধের এ সময়কালকে ফাতরাতুল-ওহী বলা হয়। এ সময়ে মহানবী (স) অতীব উদ্বিগ্ন ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যখন তার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেত তখন তিনি আত্মহত্যার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন। তৎক্ষনাৎ জিবরাঈল (আ) আত্মপ্রকাশ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। এতে তাঁর ব্যাকুলতা কিছু প্রশমিত হত। ওহী বন্ধের এ সময়কাল ছিল তিন বছর। এ সময় হযরত ইসরাফীল (আ) তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নির্দেশ নিয়ে আগমন করতেন। এ প্রবন্ধে ফাতরাতুল-ওহীর বিভিন্ন দিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্ন আবী বকর আল-মারগীনানী (রঃ) জীবন ও কর্ম[২৩]

হিজরী ষষ্ঠ শতকে 'ইলমে ফিক্হ-এ যে সকল মনীষী স্বীয় অবদানের জন্য চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে 'আলী ইব্ন আবী বকর আল-মারগীনানী (৫১১/১১১৭-৫৯৩/১১৯৭) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাস্সির, কালাম শাস্ত্রবিদ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক এবং যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর শায়খ ও ছাত্রগণের সংখ্যা অনেক। তিনি হানাফী ফিক্বিদগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'আল্-হিদায়াহ্' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত 'আল্-হিদায়াহ্' গ্রন্থখানাই তাঁকে 'ইলমী জগতে অমরত্ব দান করেছে। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তাঁর জীবনী তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ ও শিষ্যগণের মধ্য থেকে কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বৈবাহিক সমস্যা ও তার সমাধান ঃ একটি পর্যালোচনা[২৪]

বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের যৌবন প্রাপ্তি ও বৈবাহিক বয়সের ব্যবধানের কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে বরের তুলনায় কনের সংখ্যা অত্যধিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। অতীতে নারীর মৃত্যুর হার বেশী থাকায় এবং বহু বিবাহ প্রথার অধিক প্রচলন থাকায় বিবাহের ক্ষেত্রে বরের তুলনায় কনের চাহিদা বেশী ছিল। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার বদৌলতে নারীর মৃত্যুর হার কমে গেছে। নারীরা চাকরিতে প্রবেশের ফলে ক্রমান্বয়ে বেকার পুরুষেরা বিবাহে অনীহা প্রকাশ করছে অথচ বিলম্বে বিবাহ করছে। এতে বিবাহ ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তা বিভিন্ন সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার সমাধানের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরীআতে বিবাহ সম্পর্কে যে নীতিমালা রয়েছে সেগুলো যথাযথ অনুসরণ করা হলে এই সমস্যা অনেকাংশে নিরসরণ সম্ভব বলে মতামত তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার তাঁর অত্র প্রবন্ধে।

---

২৩ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্ন আবী বকর আল-মারগীনানী (রঃ) জীবন ও কর্ম) *Rajshahi University Studies*, Part. A, Vol-29, 2001.

২৪ ড. এফ. এম এ. এইচ. তাকী (বাংলাদেশে বৈবাহিক সমস্যা ও তার সমাধান ঃ একটি পর্যালোচনা), *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের উৎপত্তির উৎস বিচার[২৫]

ধর্ম মানুষের জীবনের অসাধারণ আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। লেখক এই প্রবন্ধে ধর্ম শব্দটির বিশ্লেষণের পর ধর্মের উৎপত্তির উৎস বিচারে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ এবং আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করে বলেন, ঐহিক ধর্মের মৌল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন হয়নি। সব ঐহিক ধর্মের মূল কাঠামো আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রচার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের পদ্ধতি প্রত্যেক নবী বা রাসূলের একইরূপ ছিল না। বরং যুগে যুগে সমকালীন যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায়- "আজ আপনাদের ধর্ম পূর্ণ করে দিলাম এবং আপনাদের প্রতি আধার অনুগ্রহকে সম্পন্ন করে দিলাম এবং আপনাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম" (আল কুরআন, ৬:৩) কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম" (আল-কুরআন, ৪:১৯) কাজেই আল্লাহ যেমন এক- ধর্মও তেমনি এক এবং এই ধর্মের মূল উৎস ওহী।

রিসালাত ও নবুওয়াতের প্রকৃতি ও ধারণা[২৬]

প্রবন্ধকার প্রবন্ধের শুরুতেই রিসালাত, রসূল, নবুওয়াত, নবী শব্দাবলীর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ করেছেন। রাসূল ও নবীগণ প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন নিজ নিজ উম্মতের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে কাজ করবেন। তারা আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হন। কসব বা কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা রিসালাত ও নবুওয়াত লাভ করা যায় না; বরং আল্লাহ তার প্রতিনিধিত্বের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে মানব জাতির মধ্য হতে নবী রাসূল নির্ধারণ করে থাকেন। [আল-কুরআন, সূরা জুমা'আ, আয়াত-৪; আব্দুল খালেক, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ১ম খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০) পৃ. ৬৬; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৮৬] হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে সর্ব প্রথম মানুষ যিনি আল্লাহর নিকট হতে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা জারী হয়। প্রত্যেক যুগের নবী ও রাসূলগণ এই নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারক ও বাহক ছিলেন। হযরত আদমের (আ) সময় দীন ও শরীআত শুরু হয়েছে এবং ক্রমবিকাশের ধারায় এটি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (স) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। মহানবীর (স) দাওয়াত সমগ্র বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য মুক্তি সনদ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং তা সাবেক সব শরীআতকে মনসুখ করে দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকবে। [আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭, সূরা-আহযাব : ৪০, সূরা হিজর : ৯]

জিহাদ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ[২৭]

প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতেই জিহাদ : শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। জিহাদ চার শ্রেণীর যথা- (১) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

---

২৫ ড. এফ. এম এ. এইচ. তাকী (ধর্মের উৎপত্তির উৎস বিচার) *Rajshahi University Studies,* Part-A, Vol-22, 1994.

২৬ ডঃ মোঃ আজিজুল হক (রিসালাত ও নবুওয়াতের প্রকৃতি ও ধারণা) *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা,* সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ১-৭।

২৭ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (জিহাদঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা,* সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম সংখ্যা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ ও (৪) ফাসিকের বিরুদ্ধে জিহাদ [ফাতহ আল-বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩; বাযল আল-মজহুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৯২] এছাড়া (৫) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকে [ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদ আল মা'আদ ফী হাদই খাইর আল- 'ইবাদ, ৩য় খণ্ড, (বৈরূনত : দার আল-ফিকর, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৫ খ্রীঃ) পৃ. ৭] উল্লেখ করে তিনি এ পাঁচ প্রকার জিহাদ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তারপরই তিনি যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম জিহাদ অনুমোদন করেছে (ক) আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে, (২) আল্লাহর বাণী সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে, (৩) ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে, (৫) জনগণের জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে (৬) ফিত্না নির্মূল করার ক্ষেত্রে) সে সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ উল্লেখ করে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদ-এর মর্যাদা ও ফযীলত তুলে ধরেন।

ইমাম তহাবী : জীবন পরিক্রমা[২৮]

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক হানফী ফিকহের ব্যারিস্টার ইমাম আবু জাফর আত্ তহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি ৯ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ইমাম তহাবীর লিখিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনা তুলে ধরেছেন এবং ৭ম পৃষ্ঠায় তার চারিত্রিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

রমযানের সিয়াম সাধনা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য[২৯]

প্রবন্ধটি কলা অনুষদ পত্রিকার-১ম সংখ্যায়, ১০৭-১২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ১৭ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ ইসলামের মৌলিক ৫টি স্তম্ভের অন্যতম হলো সিয়াম। প্রবন্ধটিতে লেখক সিয়ামের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনাপূর্বক সিয়ামের আবশ্যকতা, সিয়ামের প্রাচীনত্ব (পূর্বেও যে সিয়ামের বিধান ছিল), সিয়ামের সারল্য, সিয়ামের দৈহিক উপকারিতা, সিয়ামের তাৎপর্য অত্যন্ত বাস্তবিকভাবে কুরআন, হাদীস ও অপরাপর মৌলিক সূত্র উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করেছেন।

ইসলামে নারীর অধিকার ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট[৩০]

নর ও নারী একে অপরের সম্পূরক। নরবিহীন জগত সংস্কার যেমন অকল্পনীয় ঠিক তেমনি নারী ব্যতিরেকে পৃথিবী অচিন্তনীয়। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে নারী অবহেলার পাত্রী হয়ে এসেছে। ইসলাম এই সমাজ ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। শারিরীক গঠন ও মানসিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্যের কারণে ইসলামী বিধানে তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নারীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছেন।

---

২৮ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (ইমাম তহাবী : জীবন পরিক্রমা) *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা-১৯৯৫।

২৯ ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী (রমযানের সিয়াম সাধনা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য) *কলা অনুষদ পত্রিকা*, রাবি, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৫।

৩০ সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন (ইসলামে নারীর অধিকার ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর চর্চায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)[৩১]

তাফসীর চর্চায় যে সকল মনীষীগণ অবদান রাখেন তাঁদের প্রধান হলেন, তাফসীর অভিজ্ঞানের মহাসাধক, সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মুফাস্‌সিরফুল শিরোমনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (র)। এই প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার প্রথমেই 'তাফসীর' শব্দের পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর রাঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করে অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাফসীর চর্চায় তাঁর অনবদ্য অবদান তুলে ধরেন। ইবন আব্বাস (র) বিভিন্ন শ্রেণীর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবীণ সাহাবীদের অনুসরণ করলেও তাঁর অনুসৃত নীতি ও অন্তর্দৃষ্টির কারণে তাফসীর অভিজ্ঞান চর্চা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। [মোস্তফা মুসলিম, মামাহিজুল মুফাস্‌সিরীন, ১ম খণ্ড, (দারুল মুসলিম লিন নাজর ওয়াত তাওমী, প্রথম সংস্করন-১৪১৫ হিজরী), পৃ. ৬৫]

আলোচ্য প্রবন্ধে তাফসীয় চর্চায় ইবন আব্বাসের (র) গৃহীত কতিপয় নীতিমালারও উল্লেখ করা হয়। যেমন–তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন ; ইবন আব্বাসের তাফসীর বর্ণনায় দ্বিতীয় ভিত্তি হলো মহানবীর (স) বর্ণিত ব্যাখ্যাবলী ; তৃতীয় ভিত্তি হলো– কুরআন সুন্নাহের সমর্থিত ইজতিহাদ ; চতুর্থ ভিত্তি ছিল– আরবদের রীতিনীতি ও তাদের প্রচারিত কথোপকথনে ভাষার প্রয়োগ ; আরবী কবিতা (তিনি বলতেন, কুরআনের কোন শব্দ বোধগম্য না বলে তোমরা আরবী কবিতায় অনুসন্ধান কর। কেননা, কবিতা আবরদের দেওয়ান। [জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল ইতকান কী উলূমিল কুরআন (আল কাহেরা : আল মাকতাবাতুস সাকাফিয়্যা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫১ খ্রী. ১৩৭০ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।]

আল-হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান : উৎস ও ক্রমবিকাশ[৩২]

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান বলতে উসূলে হাদীসের জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। তিনি এখানে উসূলুল হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখপূর্বক এর উৎস, ক্রমবিকাশ এবং জাল হাদীস, ও সহীহ্ হাদীস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পর্কে খুবই সহজ এবং সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এ প্রবন্ধে প্রবন্ধকার হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান সম্পর্কিত যতগুলো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত : একটি পর্যালোচনা[৩৩]

এ প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়র গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) এর ৫ম সংখ্যায় (১৯৯৯-২০০০) প্রকাশিত হয়। এখানে প্রবন্ধকার মুহাম্মদ আব্দুস সালাম মিঞা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক স্তম্ভ যাকাত এর পরিচিতি উল্লেখপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এর আবশ্যকতা আলোকপাত করেছেন। এছাড়া কুরআনে বর্ণিত বন্টনের খাত ও মূলনীতিসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন।

---

৩১ মুহাঃ আনুল খায়ের (তাফসীর চর্চায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)) *কলা অনুষদ পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯

৩২ মোহাম্মদ বেলাল হোসেন (আল-হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান : উৎস ও ক্রমবিকাশ) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা (৯৭-৯৮), পৃ. ১৫৭-১৭৪।

৩৩ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম মিঞা (সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত : একটি পর্যালোচনা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর আল-তাবারী : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন[৩৪]

তাফসীর আল-তাবারী আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (মৃ-৯২৩খ্রী/৩১০ হিঃ) এর অনবদ্য রচনা। মুসলিম জগতে হাদীসের ভিত্তিতে যত প্রামাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটি মর্যাদা ও মানগতদিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এতে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও খ্যাতনামা গবেষকগণ এর রচয়িতাকে যেমন মুফাস্‌সিরকুল শিরোমনি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তেমনি এ গ্রন্থকে ইমাম আল-তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ অনবদ্য গ্রন্থটি ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচনা করেছেন। যা ভাষার গতিশীলতা নিপূণতা, অভিনব বিন্যাস পদ্ধতি এবং নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণার দিক দিয়ে সকল তাফসীর গ্রন্থের অগ্রদূত। বক্ষমান প্রবন্ধে প্রথিতযশা প্রবন্ধকার ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। সম্পর্কে খুবই প্রাঞ্জলভাবে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া তিনি উক্ত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলীও তুলে ধরেন।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় : উৎপত্তি ও বিকাশ[৩৫]

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে হিজরী প্রথম শতকের শেষার্ধ হতে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্মতাত্ত্বিক উপদলের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মু'তাযিলা একটি উল্লেখযোগ্য ও বলিষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়। বক্ষমান প্রবন্ধে বর্ষিয়ান প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এ প্রবন্ধে মুতাযিলাদের নামকরণ, মৌলিক বিশ্বাস এবং বর্তমান বিশ্বে এদের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

রাষ্ট্রপ্রধানদের সমীপে মহানবী (সঃ) এর পত্রাবলী ঃ একটি সমীক্ষা[৩৬]

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কোন বিশেষ কওম বা গোত্রের নবী নন বরং তিনি হলেন সকল জাতির সকল এলাকার নবী, বিশ্বজনীন নবী, আরব ও আরবের বাইরে সারা বিশ্বই ছিল যার দ্বীনী দাওয়াতের কর্মক্ষেত্র, তাই তিনি ৭ম ও ৮ম হিজরীতে মদীনার বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। এসকল রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা, হাবশা অধিপতি নাজ্জাশী, মিসরের শাসনকর্তা মুকাউকিস, বাহরাইনের শাসক মুনযির বিন সাওয়া, ইয়ামামার হাওবাহ ইবন আলী এবং আম্মানের জাইফর প্রমূখ। এই সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণের ফলে বিশ্ববাসী ইসলাম ও মহা নবী (স) সম্পর্কে অবহিত হয়। মহানবী (স) যে শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই নন বরং তিনি যে একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ – একথাও তারা বুঝতে সক্ষম হয়। ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম এবং এ ধর্মে মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান আছে এটাও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া পূর্বের ঐশীগ্রন্থ অধ্যয়ন করে যারা মহানবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল তারা মহানবীর পত্রগুলো পাওয়ার পর সহজেই তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম এ সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

---

৩৪ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন (তাফসীর আল-তাবারী : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০০।

৩৫ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (মু'তাযিলা সম্প্রদায় : উৎপত্তি ও বিকাশ) *রাজশাহী বিশ্বঃ গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রা. বি, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০০০-২০০১, পৃ. ৩৫-৪৪।

৩৬ ড. এস এম আব্দুছ ছালাম (রাষ্ট্রপ্রধানদের সমীপে মহানবী (সঃ) এর পত্রাবলী ঃ একটি সমীক্ষা) *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রা.বি, ষষ্ঠ সংখ্যা ২০০০-২০০১, পৃ. ৭০-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

আল-কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অদৃশ্য বিষয় ঃ একটি পর্যালোচনা[৩৭]

আল-কুরআনের আলোকে সৃষ্টিজগতের সামনে বিশ্বজগৎ দুভাগে বিভক্ত। যেমন-অদৃশ্য জগৎ ও দৃশ্যমান জগৎ।প্রথমটিকে কেন্দ্র করেই প্রবন্ধকার তার এ নিবন্ধে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত উল্লেখ করে [যেগুলো অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত) তার সার্বজনীনতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার এ নিবন্ধের শুরুতেই ভূমিকার মাধ্যমে শুরু করে তারপর আল-কুরআনের অদৃশ্য বিষয়ক সাধারণ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। অদৃশ্য বিষয়ের সংখ্যার বর্ণনায় কুরআন ও হাদীসের বাণীর উপস্থাপন, সুরা লুকমানে বর্ণিত অদৃশ্য সম্পর্কিত পাঁচটি বিষয়ের পর্যালোচনা, পর্যালোচনার ফলাফল উল্লেখ করে প্রবন্ধকার বলেন, বিংশ শতকে মানব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতটা উন্নতি সাধন করবে এবং আলট্রাসনোগ্রাফী অথবা ব্যারোমিটার দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর ছেলে-মেয়ে হওয়ার এবং আবহাওয়ার তাপ পরীক্ষা করে বৃষ্টির পূর্বাভাস প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্ঞানার্জনে সক্ষমতা লাভ করবে, এটা মহীয়ান আল্লাহ পূর্ব থেকেই' জানতেন। তাইতো তিনি কুরআনে প্রদত্ত ঐ পাঁচটি বিষয়ের বর্ণনা ভঙ্গিকে একই রকম অকাট্য ও শক্তিশালী না করে বিভিন্ন রকমের একাধিক বচনা ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। এই বিচিত্র বর্ণনা ভঙ্গির কারণেই এ দু'টো বিষয় সম্পর্কে মানব জাতির জ্ঞানার্জনের দ্বারা আল-কুরআনে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। প্রবন্ধকার বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও মানুষের ভুল বুঝাবুঝির নিরসনকল্পে কুরআনের চিরন্তন বিষয়টি যাতে ব্যাহত না হয়, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছেন।

ইলমুদ-দা'ওয়া'হ্‌র প্রতিপাদ্য বিষয়[৩৮]

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্ম বা রিলিজিয়ন নয়। ধর্মের সকল সদর্থক লক্ষণ– ধারণসহ এটি ফিতরাতের সম্পূর্ণ নিয়ামক। এটি বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান ও কামনার সুষম সমন্বয়। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, স্থান ও কাল-ভেদে ইসলামের ঐশ্বর্যে সকল মানুষের রয়েছে জন্মগত অধিকার। প্রতিটি মুসলিম সেই অধিকার আদায়ের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ইসলাম প্রচারে সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "বল, এটিই আমার পথ। আল্লাহর পথে মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে এবং আমার অনুসারীগণও" [আল কুরআন, ১২:১০৮] অতীতে বিভিন্ন পন্থায় মুসলিমরা সেই দায়িত্ব পালনে গৌরবান্বিত ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিককালে ইসলাম প্রচারের কৌশল ও পদ্ধতি অন্বেষায় এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'ইলমুদ্-দাওয়াহ' আবিস্কৃত হয়েছে। যা সম্প্রতি আবিস্কৃত ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাখা। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাথমিক বক্তব্যের পর 'ইল্‌মুদ্-দা'ওয়াহ'-র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। তারপর তিনি দা'ওয়াহর সুবিস্তৃত আলোচ্যসূচীর মধ্যে প্রধান ছয়টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন– দা'ওয়াহর সংজ্ঞা-স্বরূপ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মৌলভিত্তি, তত্ত্ব, তথ্য ও উৎস বিচার, দা'ওয়াহর পরিকল্পনা,দা'ওয়াহর পদ্ধতি ও

---

৩৭ এইচ, এ, এন, এম, এরশাদ উল্লাহ (আল-কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অদৃশ্য বিষয় ঃ একটি পর্যালোচনা) *ইসলামিক উইনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খণ্ড-৭, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৫৩-৬৩

৩৮ ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন (ইলমুদ-দা'ওয়া'হ্‌র প্রতিপাদ্য বিষয়) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খণ্ড-৭, সংখ্যা-২, জুন-১৯৯৯, পৃ. ১৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল, দা'ওয়াহর মাধ্যম ও উপকরণাদি, দা'ওয়াহর সংকট ও সমস্যা এবং তা নিরসনে সম্ভাব্য উপায় নির্ণয়। প্রবন্ধকার তার এ প্রবন্ধে উপরোক্ত ছয়টি বিষয় তথ্য প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

ইসলামে নিষিদ্ধ পানাহার চতুষ্টয়ের অপকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা[৩৯]

ইসলাম সার্বজনীন, বিজ্ঞানময়, যৌক্তিক জীবনদর্শন হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন বিশ্ব মানবের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে, তেমনি পানাহারের ন্যায় নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়টির ক্ষেত্রেও এ উপযোগিতার বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিবেচিত হয়েছে, যার পরিসর জড় ও স্থূল দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং আত্মিক পবিত্রতা ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতিও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ কারণেই পানাহারের তালিকাভুক্ত কোন কোন খাদ্য ও পানীয় স্থূল দৃষ্টিতে দেহের জন্য উপযোগী প্রমাণিত হলেও আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষের প্রাবন্ধিক হওয়ায় দৈহিক উপকারিতাকে গৌণ জ্ঞান করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পানাহার বিষয়েও বৈধাবৈধের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। বৈধ পানাহারের পশ্চাতে যেমন উপকারিতা রয়েছে, তেমনি অবৈধ পানাহারেও রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি ও অপকারিতা। পানাহারের বৈধাবৈধের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও অত্র নিবন্ধে লেখক প্রধান চারটি নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় (মৃত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস ও মদ) এর অপকারিতা ও ক্ষতির বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা চালিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন অপকারিতা ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সময়েও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ইসলামের নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের অপকারিতাসমূহ ধ্রুব সত্য প্রমাণিত হওয়ায় ইসলাম ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকারী ঈমানদারদের চিন্তা জগতেও ইসলামের সভ্যতা ও প্রকৃষ্টতার দাবী এক রেঁনেসার সৃষ্টি করবে।

হিন্দু মনীষীদের কুরআন চর্চা ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা[৪০]

পবিত্র কুরআনের উচ্চাঙ্গের ভাব, সুললিত ভাষা, মনোমুগ্ধকর প্রকাশভঙ্গি মহান স্রষ্টার অপূর্ব অমিয়বাণীর বৈশিষ্ট্য শুধু যে মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করেছে তা নয়, বরং বিগত দেড় সহস্রাধিক কাল যাবৎ বহু অমুসলিম মনীষীও তাঁর রচনাশৈলী দর্শনে বিমুগ্ধ হয়েছেন। এইচ. ওয়েল্‌স যথার্থই বলেছেন, "কুরআন মুসলমানদেরকে এমন গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছে যা বর্ণ, বংশ ও ভাষার সীমারেখা স্বীকার করে না।" [মাওলানা আমিনুল ইসলাম, বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদান, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১] পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন ও তথ্য-রহস্য অনুসন্ধানে সার্বজনীনতা স্বীকৃত। কেননা ইহা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। [আল-কুরআন, ২ ঃ ১৮৫] কুরআন সমগ্র মানব জাতি তথা সৃষ্টি জগতের সকল বিষয়ের সমন্বিত কিতাব- মানুষ এর সকল দিক নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচনা করে যাবে এটাই চিরায়ত নিয়ম। ইতোমধ্যে ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত এবং আলোচিত গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত, বিজ্ঞজন কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের অবিরাম গবেষণাকর্ম চালিয়ে

---

৩৯ মোঃ শফিকুল ইসলাম (ইসলামে নিষিদ্ধ পানাহার চতুষ্টয়ের অপকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন-১৯৯৯, পৃ. ১১১-১২২।

৪০ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী (হিন্দু মনীষীদের কুরআন চর্চা ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন-১৯৯৯, পৃ. ৯৫-১১০।

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছেন। অন্যান্যদের ন্যায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতবর্গও একাজে অনগ্রসর নন। বেদ, গীতা যাদের নিত্য পাঠ্য, তারা মুসলমানদের ঐশীগ্রন্থ কুরআনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও এর বিভিন্ন বিষয়াদির উপর গ্রন্থ রচনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার পবিত্র কুরআন চর্চায় সাতজন হিন্দু মনীষীর অবদান তুলে ধরেন। সাতজন হিন্দু পণ্ডিতের নাম হলো) (১) রাজেন্দ্র নাথ মিত্র; (২) গিরিশ চন্দ্র সেন; (৩) শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ; (৪) অধ্যাপক দ্বিজ দাস দত্ত; (৫) শ্রী বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়; (৬) ডঃ চিল কুরী নারায়ণ দত্ত; (৭) আচার্য বিনোভা-ভাবে প্রমুখ।

সরকারী অর্থ ব্যবস্থায় আয়ের খাতসমূহ ঃ ইসলামী প্রেক্ষাপট[৪১]

একটি রাষ্ট্রে যেমন প্রয়োজন ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত ও জবাবদিহিতা (Accountability) সম্পন্ন সরকারের তেমনি প্রয়োজন সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টির। সাথে সাথে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এ বিষয়ের ব্যাপক গবেষণা কর্মের। তারই অনুসরণে প্রবন্ধকার অত্র প্রবন্ধে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাজস্ব ভাণ্ডার বা বায়তুল মালে কোন কোন খাত থেকে অর্থ আসতে পারে তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। উদ্দেশ্য হল, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের খাতসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণপূর্বক ইসলামী অর্থনীতিবিদদের নীতি নির্ধারণের পথ সুগম করা। কুরআন, হাদীস, ফিকহ এবং বিভিন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞের গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী বিশ্লেষণ করতঃ এ ক্ষেত্র যথার্থ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি যেসব খাতকে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপঃ উশর; খারাজ বা খাজনা ; জিযিয়া ; কেরাউল-আরদ/রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তির ভাড়া ; যাকাত ; সাদাক্বাহ ; ফাই ; খুমুল ; আশুর/বাণিজ্যিক শুল্ক ; দরীব ; ওয়াক্বফ ; আমওয়ালে ফাজেলাহ ইত্যাদি।

সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মদীনা সনদের ভূমিকা[৪২]

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূল মুহাম্মদ (স) ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেখানে বিশ্বের সর্বপ্রথম একটি কল্যাণধর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ 'মদীনা সনদ' প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মহানবী (স) এজন্য আনসার-মুহাজির, ইয়াহুদ, খ্রীস্টান ও পৌত্তলিক সকলের সমন্বয়ে ইতিহাস-খ্যাত যে সনদ প্রণয়ন করেন, ইতিহাসে তা 'মদীনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে 'মদীনা সনদের' সর্বমোট ৪৭টি ধারা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এ সনদ প্রণয়ন করে মহানবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চির অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিষ্পেষিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করেন। এ সনদের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তিনি ২৩টি পয়েন্টে আলোচনা করে সবশেষে বলেন যে, 'মদীনা সনদ' মূলতঃ একটি সাংবিধানিক দলীল, যার মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও তার পলিসি এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিশেষতঃ কুরাইশদের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। যার দ্বারা সকল নাগরিকের সকল প্রকার সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

৪১ শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান (সরকারী অর্থ ব্যবস্থায় আয়ের খাতসমূহ ঃ ইসলামী প্রেক্ষাপট) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৬৫-৮০।

৪২ ড. মুহাম্মদ সোলায়মান (সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মদীনা সনদের ভূমিকা) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খণ্ড-৭, সংখ্যা-২, জুন-১৯৯৯, পৃ. ৩৯-৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষার অনুষঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য[৪৩]

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো– হাদীস। রাসূলের (স) নির্দেশ অনুযায়ী হাদীসের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী হাদীস চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। তারই অংশ হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা ও হাদীস সাহিত্যের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এ সম্পর্কে লেখালেখি ও পুস্তকাদির সংখ্যাও কম নয়। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ এসহাক লিখিত, Indian Contribution to the study of Hadith Literature শীর্ষক গবেষণামূলক পুস্তকখানি এ বিষয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উন্নতমানের দলিল। তার এ গবেষণার ক্ষেত্র ছিল সমগ্র উপমহাদেশেব্যাপী বিস্তৃত। সঙ্গত কারণেই বঙ্গদেশ প্রেক্ষিত তাঁর আলোচনা এসেছে গৌণভাবে। বঙ্গভূমিতে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য আর লালন এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে পৃথকভাবে গবেষণা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রবন্ধকারদ্বয় এ প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে হাদীস প্রসঙ্গে গবেষণার কিছু সম্ভাব্য দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। অবহেলিত অথচ সম্ভাবনাময় এ দিকটির প্রতি আগ্রহী গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। প্রাক বৃটিশ বঙ্গের প্রখ্যাত কয়েকটি হাদীস চর্চা কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করতে গিয়ে সাতটি প্রধান কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। যেমন– লক্ষণাবতী, সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, বাঘা, মহসন্মোষ, নাগোর ও বুহার। সাথে সাথে এসব কেন্দ্রের মুহাদ্দিসগণের নাম উল্লেখ করে তাদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভন্ড নবীদের উত্থান ও পতন ঃ একটি পর্যালোচনা[৪৪]

নবুওয়াত ও রিসালাত একটি পবিত্র ও অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যা একমাত্র রাব্বুল আলামীন কর্তৃক বিশেষ নির্বাচিত মানুষগণের উপর অর্পিত হয়। সুতরাং যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ পুত-পবিত্র ও আল্লাহর প্রেরিত মহান পুরুষ। হযরত আদম (আ) হতে নবুওয়াত ও রিসালাতের শুভ সূচনা হয় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত উক্ত রিসালাতের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনও নবী রাসূলের পৃথিবীতে আগমন ঘটবে না। এটি কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস থেকে প্রমাণিত সত্য। কিন্তু তারপরও যুগে-যুগে কিছু অসৎ চরিত্রের শঠ ও ধোঁকাবাজ মানুষ পার্থিব লোভ-লালসা ও জাগতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনুসারী বানিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিল অপশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের ইতিহাসে এদের ভণ্ড নবী বা মিথ্যা নবী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এদের সংখ্যা তিরিশের উর্ধে। আলোচ্য নিবন্ধে তাদের অন্যতম কতিপয় ভণ্ড নবীর পরিচয় তুলে ধরে তাদের অপকীর্তি ও অপ পরিণতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে। এ নিবন্ধে উল্লেখিত ভণ্ড নবীরা হলো– (ক) আসওয়াদ আল-আনাসী (খ) মুসায়লামা কাযযাব (গ) সাজাহ বিনতে হারিছ ইবন সুওয়াইদ (ঘ) তুলায়হা ইবন খুওয়াইলিদ আল-আসাদী

---

৪৩ এ. কে. এম. নূরুল আলম (ইসলামী শিক্ষার অনুষঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য) *আই. বি. এস জার্ণাল*, ১৪০২ ঃ ৩, পৃ. ৭৯-৯৫

৪৪ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (ভন্ড নবীদের উত্থান ও পতন ঃ একটি পর্যালোচনা) *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, পার্ট-বি, খণ্ড-৮, ডিসেম্বর-২০০০, পৃ. ১৪৭-১৭০

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) আল-মুখতার ইবন আবু উবায়দ আল-সাকাফী (চ) নুকান্ন খুরাসানী (ছ) বাবক খররমী (জ) মির্যা আলী বাব ও বাহাউল্লাহ ও (ঝ) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ।

(د و ر القصص القرآنية في اعداد الداعي الناجح)

সফল ধর্ম প্রচারক তৈরীর ক্ষেত্রে কুরআনিক কাহিনীর ভূমিকা[৪৫]

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনুল কারীমে রাসূল (স)কে বহু সংখ্যক নবীর ঘটনা এবং পূর্ববর্তী অনেক জাতির কাহিনী অবগত করেছেন। যাতে করে তা বিশেষতঃ রাসূল (স)-এর এবং তাঁর পরবর্তী ধর্ম প্রচারকদের (দাঈ-দের) চলার পথের পাথেয় হতে পারে; গ্রহণ করতে পারে দাওয়াতের উপকরণ হিসাবে, পূর্ববর্তী নবীদের পথের পথিকগণ পথ খুঁজে পায়। দুইজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী ও প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান এই সব ঘটনা থেকে ধর্ম প্রচারকদের জন্য শিক্ষণীয় দিকগুলো নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন–

১. দাওয়াতের মূলনীতি ও মৌলিক কর্মসূচী কি হবে।
২. সকল ধর্মের বিধানের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ও বিশ্বাসের বিষয়ে ধর্ম প্রচারক (দাঈ)দের অবগত হওয়া।
৩. দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ।
৪. চিন্তাশক্তি, মনোবল ও কার্যপদ্ধতি।
৫. মাদউদের প্রকৃতি ও প্রবণতা অবগত হওয়া।

গবেষকদ্বয় উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়টি।

"Accounting Principles of Zakat in Islam : an Observation"[৪৬]

আলোচ্য প্রবন্ধটির শিরোনাম যদিও ইসলামে যাকাতের হিসাব/নিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা তথাপিও প্রবন্ধের আলোচনায় সম্মানিত প্রাবন্ধিক নানা বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রবন্ধে যাকাত সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়েরই অবতারণ করেছেন সংক্ষেপে। যাকাতের পরিচয়, ব্যয়ের খাত, যাকাত প্রদানের মূল্যায়ণ ইত্যাদি আলোচনা এ প্রবন্ধে প্রসঙ্গেক্রমে আলোচিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও– যাকাতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড–এর কার্যকলাপ ও গঠন প্রণালীর বর্ণনা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যহীন বলেই মনে হয়। তবে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যাকাত দানের ৮টি খাতের উল্লেখ প্রশংসার দাবীদার। এপরই যাকাতের নিসাব সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক পৃথক পৃথকভাবে নানারূপ পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে একটি Table-এর উপস্থাপন ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং সৃজনশীল প্রচেষ্টা; যাতে এক নজরে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া কোম্পানীর শেয়ার ও অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান বর্ণনাও নতুনত্বের দাবীদার। এ সংক্রান্ত আলোচনার শেষ পর্যায়ে যেসব দ্রব্যে যাকাত-দিতে হয় না তার উল্লেখ পাঠক উপকৃত হবেন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশ ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন যাকাত বোর্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত যাকাত বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যাবলী, এর সফলতা ও কৃতিত্বের উপস্থাপনা রয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে এ বোর্ডের গঠন কাঠামোও সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৯২-৯৩ হতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে (Fiscal Year) যাকাত বোর্ড-এর নানা প্রকল্পের (Project) কার্যাবলী ও আর্থিক হিসাব উল্লেখিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও একটি Table এর উপস্থাপন দৃষ্টিগ্রাহ্য।

---

৪৫ মুহাম্মদ আবুল কালাম পাটওয়ারী (সফল ধর্ম প্রচারক তৈরীর ক্ষেত্রে কুরআনিক কাহিনীর ভূমিকা) *Islamic University Studies*, Vol-7, No-2, PP. 9-26.

৪৬ Md. Abu Sina, (Accounting Principles of Zakat in Islam : an Observation) *Islamic University Studies*, Vol-4, No-2, 1996, P. 12.

Dhaka University Institutional Repository

Islamic Way of Managing An Enterprise[৪৭]

Management Quality-এর ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি-এর উপস্থাপনা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার সার্বিক ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। যদিও প্রাবন্ধিক কুরআন, হাদীস ও ইসলামী মূলনীতির আলোকে তিনটি বিষয়ই মাত্র গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। যেমন- নেতৃত্ব ;(Leadership) চাকরিজীবী; ও নিয়োগকারীর মধ্যকার সম্পর্ক; (Relationship between Employee & Employer) বেতন নির্ধারণ ;(Wage Determination) তবে ব্যবসা কিংবা কোন Enterprise পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক সুন্দর একটি Figure-এর মাধ্যমে ইসলামে বর্ণিত মানুষের প্রকৃত ও চরম লক্ষ্যের উপস্থাপনা পেশ করেছেন। শেষ পর্যায়ে ইসলামী মূলনীতিতে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের বাস্তবায়নে প্রাবন্ধিক বিশেষত ঃ Industrial Conflict মুক্ত শান্তিপূর্ণ বাজার (market)-এর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

(ازالة الشبهات حول التفسير والتاويل)

"তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যকার সংশয় দূরীকরণ"[৪৮]

গবেষক মুহাম্মদ আব্দুল অদুদ তাঁর প্রবন্ধ 'তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যকার সংশয় দূরীকরণ' এর মধ্যে তাফসীরের পরিচয়, ধরণ, প্রকারভেদ বর্ণনাসহ তাফসীর বিল মাছুর ও তাফসীর বিল রায়ের বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। তাফসীর ও তাবীলের মধ্যকার সংশয় দূরীকরণে তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন- তাফসীর শব্দটি তাবীলের সমপর্যায়ের। কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্ট নির্দেশিত। আর তাবীল হল আয়াতে কারীমার নিগূঢ় ও গোপনীয় অর্থ, যা উদঘাটন করতে চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন হয়। প্রাবন্ধিক মুফতি আমিমুল ইহসান, জাহের সহ বিভিন্ন মুফাস্সিরদের তুলনা তুলে ধরেছেন। ব্যবহারিক দিক থেকে তাফসীর সাধারণত শব্দ ও শাব্দিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আর তাবীল হলো শুধু ভাবার্থ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আবার তাবীল শব্দটি ঐশী গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে তাফসীর ঐশীসহ ও অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। প্রবন্ধকার তার এ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাফসীর সাধারণত হাদীসভিত্তিক এবং তাবীল বিজ্ঞতা ও দর্শনভিত্তিক।

(صفات الله عزوجل الإضافية المذكورة في القران الكريم)

"আল কুরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ"[৪৯]

গবেষক তার প্রবন্ধে আল্লাহর যাত সীফাত সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে আল্লাহর সিফাতের বিভিন্ন প্রকার তুলে ধরেন। যেমন- যাত সম্পর্কীয় সিফাত; সিফাতের সাথে মুতাআল্লাক সিফাতসমূহ; রুবূবিয়্যা, উলূহিয়্যা, মূলকিয়্যা; এমন কতগুলি গুণাবলী যা শাস্তি, পরিণাম, জবাবদিহি, ক্ষমা সম্পর্কিত; এমন গুণাবলী যা মর্যাদা, সম্মান ও কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত; এমন

---

৪৭ Dr. Md. Musharaf Hossain (**Islamic Way of Managing An *Enterpris)*** *Islamic University Studies*, Vol-5, No-1, June-1997, P. 08.

৪৮ মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ ("তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যকার সংশয় দূরীকরণ) *Islamic University Studies*, Vol-7, No-2, 1999, PP. 151-170.

৪৯ মুহাম্মদ আশরাফুল আলম ("আল কুরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর বিবর) *Islamic University Studies*, Vol-7, No-2, PP. 201-224.

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় গুণাবলী যা জ্ঞান, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কীয়; সৃষ্টি ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত গুণাবলী; জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত । উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিবরণে প্রবন্ধকার বলেন, আল্লাহ হলেন মহাবিশ্বের প্রতিপালক, সাত আসমানের মালিক, আরশের মালিক, মহা বিশ্বের প্রভু। আল্লাহ হল রাব্বুন নাস, ইলাহিন নাস, মুলকুন্নাস এর দ্বারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে ধরেন। আল্লাহ অপরাধীদের জন্য অনেক কঠিন এবং বিনয়ীদের জন্য দয়াবান।

মহান আল্লাহ সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী, প্রত্যেকের জন্য তিনি ন্যায় বিচারক যার যার প্রাপ্য তিনি তাকে দেন। মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যানুসারীদের পক্ষে দিক নির্দেশনা দানকারী। মহান আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য জগতের বিষয়ে সর্বজান্তা, সর্বজ্ঞানী। মহান আল্লাহ তায়ালা, সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মহাপরাক্রমশালী। মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের মালিক এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা।

(فلسفة حقوق المرأة في الإسلام)

"ইসলামে নারী অধিকার দর্শন"[৫০]

গবেষক ড. ফারুক আহমাদ তার প্রবন্ধে নারী অধিকার বর্ণনায় প্রাচীন বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে নারী অধিকার স্বরূপ ও ইসলামে নারী অধিকার এবং বিভিন্ন দিকগুলি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি, নারী জাতির বৈশিষ্ট্য কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। গবেষক প্রথমে দেখান যে, হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে তাদের কোন অধিকার ছিল না। বিধবা বিবাহতো দূরের কথা এক চিতায় সহ মরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি। এমনিভাবে অন্যান্য জাতি নারীকে নীচ এবং পাপে পূর্ণ হিসাবেই বিবেচনা করে। বলা হয়েছে নারীর মতো ভয়াবহ আর কিছুই নেই। গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, ভাই বা আত্মীয়দের অধীন।

ইসলাম নারীর সমঅধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। গবেষক বেশ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করে দেখান যে, নারী যদি পাপাচারীতামুক্ত, শিরকমুক্ত হয় তাহলে নারী ও পুরুষ সমান পুরস্কার লাভ করবে। ইসলামপূর্ব আরব সমাজে নারীর অধিকারের করুণচিত্র তুলে ধরে পরবর্তীতে ইসলাম যে মর্যাদা দিয়েছে তার স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে ওয়ারিশ ও মহরানার বিধান রেখেছে তার উপর গুরুত্বারূপ করেন।

প্রবন্ধের শেষ দিকে প্রবন্ধকার এক আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য যেরূপ হওয়া উচিত তা তুলে ধরেন। যেমন– নারী পুরুষের ন্যায় মাথা ও চুল মুণ্ডাবে না; হায়েজের মিথ্যা অজুহাত পেশ করবেনা; আযান ইকামত সহ উচ্চ স্বরে কথা বলবে না; মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত রাখবে; দুই কান পর্যন্ত নামাজে হাত উঠাবে না ; জাহরী নামাজে উচ্চ স্বরে ক্বিরাত পড়বে না ; পুরুষের ইমাম হতে পারবে না ; মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার চেয়ে বাড়ীতে নামাজকে উত্তম মনে করবে ; স্বামী এবং মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া কোথাও ভ্রমণ করবেনা ; অতি পাতলা পোষাক পরিধান করবে না ; হায়েজ অবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ পরিত্যাগ করবে ; কাফনে মোট ৫টি প্রস্ত কাপড় পরাতে হবে । এরূপ আরো বেশ কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেন। গবেষক মূলত ইসলামী শরীআর আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

---

৫০ ড. ফারুক আহমাদ ("ইসলামে নারী অধিকার দর্শন) *Islamic University Studies*, Vol-4, No-2, 1999, PP. 59-71.

Dhaka University Institutional Repository

(التصوف واهميته في الإسلام)

সুফীবাদ ও ইসলামে এর গুরুত্ব[৫১]

গবেষক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা কামাল তাঁর প্রবন্ধে সুফীবাদকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে যদিও এক শ্রেণীর লোক ইসলামে তাসাউফকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু অধিকাংশ সলফে সালেহীন ইলমে তাসাউফকে ইসলামের মৌলিক ভিত্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। গবেষক তার প্রবন্ধে কতগুলি বিষয়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ– **তাযকিয়া**-এর পরিচয়ে বলেন, এটা এমন একটি শব্দ যার অর্থ পবিত্র, বৃদ্ধি, প্রশংসা এবং এটি তাসাউফের সাথে সম্পর্কিত। **আখলাকের** পরিচয় বর্ণনায় বলেন, এটি বিভিন্ন আচরণকে বুঝায়, তবে বিশেষভাবে উত্তম আচরণাদিকে নির্দেশ করেছেন যা তাসাউফের মূল বিষয়। **'কলবের'** পরিচয়ে বলেন, এটা পবিত্র বস্তু যা ইলমে তাসাউফের আলোচ্য বিষয়। **ইহসানের** পরিচয়ে বলেন, এটি হল একনিষ্ঠতা এবং তাসাউফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। **সুফী** : এ বিষয়ে প্রবন্ধকার বলেন, প্রকৃত সুফী হলেন তারা, যারা পশমী কাপড়ের তৈরী পরিচ্ছন্ন, পবিত্র পোষাক পরিধান করে ও তার মর্যাদাকে বুলন্দ করে। প্রবন্ধের শেষাংশে প্রাবন্ধিক তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে দুই ধরণের স্বভাব রয়েছে, এক-পশু স্বভাব, দুই-প্রশংসিত মানব সুলভ স্বভাব। ইলমে তাসাউফ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মর্যাদাসম্পন্ন করে। এবং পাশবিকতা হতে দূরে রাখে এবং আল্লাহর রঙে রঙিন করে তুলে। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন প্রকার সুফী তরীকার পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাদের কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। সুফী শায়খদের গুণাবলীর মধ্যে যে সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন, তার মধ্যে ইলম, আমল, স্বভাব, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞতা, ইত্যাদি অন্যতম। পরিশেষে তিনি বলেন, তাসাউফের মাধ্যমে একজন মানুষ হয় একনিষ্ঠ বান্দা, কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীল, অনুগত এবং বিনীত, আল্লাহর উপর ভরশাকারী সন্তুষ্ট এবং আত্মপুজা ও শয়তানের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ একটি পর্যালোচনা[৫২]

নিবন্ধে লেখকদ্বয় বহুল আলোচিত এবং কমবেশী সকলের নিকট পরিচিত, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একিট পর্যালোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখকদ্বয় বলেছেণ আধুনিক ব্যবস্থপনায় পরিচালকের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থাকলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে যে সব নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে বাস্তব জীবনে সেগুলো পালন না করার কারণে পরিচালক বা সংগঠক প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ সফলতার সাথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন। এজন্য তারা এ প্রবন্ধে ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালকের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছেন। তারা এখানে পরিচালক বলতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের জনদায়িত্বশীলদের বুঝিয়েছেন। লেখকদ্বয় তাদের এই প্রবন্ধের সর্বপ্রথম পরিচালকের সংজ্ঞা (আধুনিক ও ইসলামী) উল্লেখ করেছেন। তারপর তারা একজন কাঙ্খিত দক্ষ পরিচালকের যেসকল আধুনিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সফলতার শীর্ষে পৌছে দিতে পারে তা আলোচনা করেছেন। এরপর তারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালক বা সংগঠনের

---

৫১ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা কামাল *(সুফীবাদ ও ইসলামে এর গুরুত্ব) Islamic University Studies*, Vol-7, No-2, 1999, PP. 27-44.

৫২ মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী *(ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ একটি পর্যালোচনা) দ্যা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলিউম-০১, নং-০১, জুন-১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

গুণাবলীকে অর্জনীয় ও বর্জনীয় এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। কোন প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনা, যা কেবল সুশিক্ষিত, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্ভব। তাই তারা আধুনিক ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তারা দেখিয়েছেন একজন পরিচালক আধুনিক গুণাবলীর সাথে ইসলামী গুণাবলী অর্জন করলে যে কোন প্রতিষ্ঠানকে তার মূল লক্ষ্যে অতি দ্রুত পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।

ইসলামী অপরাধ আইনে তওবা : একটি পর্যালোচনা[৫৩]

ইসলামী অপরাধ আইনের আলোকে তওবা সম্পর্কে লেখক এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তওবা শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ করে ইসলামে তওবার হাকীকত, তওবার শর্ত, তওবার কার্যকারিতা, তওবার ফজিলত ও গুরুত্ব, তওবার উপকারিতা বা ফলাফল এবং ইসলামী অপরাধ আইনে তওবার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়সমূহকে লেখক অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মীভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। ভুল মানুষের স্বভাবজাত বিধায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে সৃষ্টিকর্তার অনুগত হয়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। মানব হৃদয় কু-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত। কু-প্রবৃত্তির মাধ্যমে মানুষ ভুল করে অপরাধ করলে বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে ভ্রান্ত পথ থেকে সত্য পথে ফিরে আসে। এ ফিরে আসাই হল তওবা। তওবাকারী অতীত পাপের অনুশোচনার মাধ্যমে পূর্বের পথ পরিত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। বর্তমান ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্বোতভাবে পাপ বর্জন করতে প্রয়াসী হয় আর ভবিষ্যৎ সংকল্প দ্বারা পাপের পথ পরিত্যাগ করে সুপথে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত হয়। লেখক তার লেখার শেষে বলেছেন– "ইসলামী অপরাধ আইনে তওবার অবস্থান ও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ তওবার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত হওয়া, ক্ষমা লাভ করা, অপরাধ থেকে বিরত থাকা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ এবং সর্বোপরী আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়।

এক তরফা বিচার প্রসঙ্গে ইসলামী আইন ও সাধারণ আইন : একটি তুলনামূলক আলোচনা[৫৪]

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রতিকার দেয়ার মাধ্যমে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হল বিচারের উদ্দেশ্য। মানুষের অধিকার যখন ক্ষুন্ন হয় তখন তারা আদালতের আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী দুটি পক্ষ থাকে, যারা স্ব-স্ব মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকে। এজন্য তারা উভয়ই নিজ নিজ পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করে যা বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কখনো কখনো এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হলে বিচার ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে সাধারণ আইন অনুযায়ী আদলত একতরফা বিচার বা রায় প্রদান করে থাকেন। কিন্তু ইসলামী আইন অনুযায়ী এ ধরনের রায় প্রদান করা যায় কিনা অথবা রায় প্রদানের পর ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের জন্য প্রতিকার কি, ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যকার মতপার্থক্য এবং সাধারণ আইন ও ইসলামী আইনে একতরফা বিচারের বিধান সুস্পষ্টভাবে লেখকদ্বয় পর্যালোচনা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন ইসলামী আইনবিদগণ বিভিন্ন দলিল এর মাধ্যমে এ ধরনের রায় সম্পর্কে দু'টি ভাগে বিভক্ত। একতরফা রায় প্রদানের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিতর্কের আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে যে, মানুষের অধিকার সংরক্ষণে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে উপস্থিতির যুক্তি ও

---

৫৩ মোঃ আকরাম হোসাইন (ইসলামী অপরাধ আইনে তওবা ঃ একটি পর্যালোচনা) *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলিউম-০১, নং-০২, জুন-২০০০।

৫৪ গাজী ওমর ফারুক (এক তরফা বিচার প্রসঙ্গে ইসলামী আইন ও সাধারণ আইন : একটি তুলনামূলক আলোচনা) *দ্যা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলিউম-০১, নং-০২, জুন-২০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণাদি শুনে বিচারক একতরফাভাবে রায় দিতে পারেন। লেখকদ্বয় ব্রিটিশ আমলের ফৌজদারী আইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সকল সাধারণ আইন ও ইসলামী আইনের আলোচনা শেষে ইসলামী আইনকে শ্রেয় মনে করেছেন। কারণ এ আইন অনুযায়ী বাদী-বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা বিচারের পরও অনুপস্থিত পক্ষের প্রতিকারের বিভিন্ন দিক মুসলিম আইনবিদগণ আলোচনা করেছেন। তাদের মতে, সাধারণ আইনের পরিধি আরো বিস্তারিত হলে ন্যায় বিচারের দ্বার আরো প্রশস্ত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ : একটি পর্যালোচনা[৫৫]

একটি পর্যালোচনা নামক প্রবন্ধে গবেষক হাসান মোহাম্মদ ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পরিচয়, স্বরূপ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির আশা আকাঙ্খার ও আদর্শের প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, ইত্যাদি উপাদান একটি জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করতে পারে। জাতীয়তাবাদের পরিচয় বর্ণনায় তিনি বলেন- একটি বিশেষ ধরণের আবেগ, অনুভূতি ও চেতনাকে কেন্দ্র করে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা দানা বেঁধে উঠে। ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম, একটি আন্তর্জাতিক আদর্শ। ধর্ম গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিকতাবাদের সমর্থনে কোন জোড়ালো বক্তব্য নেই। পবিত্র কুরআন বিশ্বের সকল মানব গোষ্ঠীকে, বনি আদম, আল্লাহর খলিফা ও হে মানব সম্প্রদায় বলে সম্বোধন করেছে।

ইসলাম কালিমার ভিত্তিতে সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। যা মহানবীর বিদায় হজ্বের ভাষণে পরিস্ফুট হয়েছে। একথা স্পষ্ট যে ইসলাম জাতীয়তবাদ ও জাতী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে না। এ কারণে অনেক মুসলিম পণ্ডিত জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ বিরোধী মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে জামাল উদ্দীন আল আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহু, রশিদ বিদা, মুহাম্মদ ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, মুহাম্মদ আসাদ প্রমুখ। মুসলিম পণ্ডিতদের উপরিউক্ত মতামত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম ও আধুনিক জাতীয়তাবাদ সংগতিপূর্ণ আদর্শ নয়। ইসলাম বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীদের ঐক্য ও কল্যাণ চায়। জাতীয়তাবাদ প্রধানত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে থাকে। গবেষক দেখিয়েছেন, ইসলামকে শুধু জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নয়, বিশ্ব মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম জাহানের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগাবার সুযোগ রয়েছে। এবং তিনি তার প্রবন্ধে যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তাহল ইসলাম প্রধানত একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শ হলেও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে ভূখণ্ডকেন্দ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারার সঙ্গে মুসলমানদেরকে সমঝোতায় আসতে হয়েছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এসব রাষ্ট্রের মানুষকে স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আধুনিক যুগের মুসলমানগণ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রকে গ্রহণ করে নিয়েছেন বলা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোন অবস্থাতেই শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের হাতিয়াররূপে জাতীয়তাবাদ ব্যবহার অনুমোদন করে না। মানুষের ন্যায়ানুগ স্বার্থ

---

[৫৫] হাসান মোহাম্মদ (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ : একটি পর্যালোচনা) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সমাজবিজ্ঞান*, চতুর্দশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১২৭-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষার্থে, ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার ব্যবহার গ্রহণীয় বলে ধারণা করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাব্য চর্চা[৫৬]

"ইসলামের দৃষ্টিতে কাব্য চর্চা" নামক প্রবন্ধে গবেষক আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক ইসলামে কাব্য চর্চার বিভিন্ন ভালমন্দ দিকগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদত (স) কবিতা ভালবাসতেন, তার মধ্যে কাব্য প্রীতি ছিল। সুতরাং ইসলামে কাব্য চর্চা স্বীকৃত। ইসলামে কাব্য চর্চা নিষিদ্ধ হলে ইসলামের নবী (স) হাস্‌সান বিন সাবিতকে মসজিদে নববীতে মিম্বার তৈরী করে দিতেন না। আদর্শ কবিকে পুরস্কৃত করতেন না। গবেষক দেখিয়েছেন যে, মহানবী (স) স্বয়ং খন্দক খননের সময় কবিতা আবৃতি করেছেন। আবার মহানবী (স) কতিপয় কবিতার ব্যাপারে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন। তবে কবিতার বিষয়বস্তু যদি কুরআন, হাদীস সম্মত হয় তাহলে সেই কবিতা গ্রহণযোগ্য। আর বিষয়বস্তু মন্দ তথা কুরআন, হাদীস বিরোধী হলে সে কবিতা বর্জনযোগ্য।

কবিতার বিষয়বস্তু যদি হয় নিম্নরূপ– আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা তথা তাওহীদ ; পাঠককে সৎচরিত্র অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দান ; জিহাদের বর্ণনা ; আল্লাহর উপাসনা বন্দেগী ; দায়িত্বানুভূতি ; শালীনতাবোধ ; আত্মীয়তা তথা রক্তের বন্ধন ; মহানবী ও রসূলগণ ; সৎ কর্মশীলদের যথাযথ প্রশংসার কথা বলে, তাহলে এই সকল কবিতা অবশ্যই গৃহীত হবে।

তবে কবিতার বিষয়বস্তু যদি বানোয়াট, কাল্পনিক, মিথ্যা কথা ও নিম্নরূপ হয় তাহলে সেই ধরনের কবিতা পরিত্যাজ্য। যেমন- মিথ্যা ও অবাস্তব কথা-বার্তা ; কারো অহেতুক কুৎসা ; মানুষকে খোদা বিমুখ করে ও কুরআন পাঠ থেকে বিরত রাখে এমন বিষয়বস্তু ; অহেতুক প্রশংসার কথা ; নিছক ব্যাঙ বিদ্রুপের কথা ; অসংলগ্ন ও অশালীন উক্তি ; মিথ্যা গুণে ভূষিত করার কথা ; ভর্ৎসনার কথা; মিথ্যা দোষারূপ করা; মিথ্যা অহংকারপূর্ণ বাক্য ; লোভ-লালসার প্রকাশ ইত্যাদি। মহানবী (স) এর নিম্ন বাণীটি উক্ত ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে তুলে- "কবিতা কথার মতোই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতোই মন্দ।" তিনি আরো বলেছেন, "কবিতা তো কথার মতই কথা বিশেষ, কথার মাঝে কোনটা উৎকৃষ্ট হয় আর কোনটা হয় নিকৃষ্ট।" কাব্যের বিষয়বস্তু কাব্য সৌন্দর্যকে ও সত্যকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। তাই ইসলাম কবিতার গুণাগুণ বিচারের মানদণ্ড হিসাবে বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করে নিয়েছে। গবেষক তার প্রবন্ধে এই দিকটিই অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন।

"খিলাফত যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ক্রমবিকাশের ধারা"[৫৭]

গবেষক মুহাম্মদ আল ফারুক খেলাফত যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ক্রমবিকাশের ধারা শিরোনামীয় প্রবন্ধে তৎকালীন সময়ের শিক্ষার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন। মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে। নবী ছিলেন এর প্রথম শিক্ষক। তার মক্কার জীবনে "দার আল আরকাম"-এ মুসলমানগণ কুরআন শিক্ষা করত। তাই হিজরতের পূর্বে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র। এবং মদীনায় পৌঁছে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা

---

৫৬ আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক (ইসলামের দৃষ্টিতে কাব্য চর্চা) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ, চ.বি. জুন ১৯৮৫, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

৫৭ মুহাম্মদ আল ফারুক (খিলাফত যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ক্রমবিকাশের ধারা) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮১-১৯৮২, পৃ. ১১৭-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন যা 'সুফ্ফাদের মাদরাসা' নামে পরিচিত। ৫ম হিজরী শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা চলে (ক) মকতব বা কুত্তাব। (খ) মজলিশ বা হালকা। ১১শ শতাব্দীতে এসে উচ্চ শিক্ষার জন্য নতুন আর এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটে। যার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এটা হল মাদ্রাসা। এর পূর্বে এ স্তরে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল তা হল জামী মসজিদ।

শিশু শিক্ষানিকেতন মকতব বা কুত্তাব দুই প্রকৃতির ছিল। একটি ছিল সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য। আর অন্যটি ছিল রাজ প্রাসাদে অবস্থিত। এবং এর ছাত্র ছিল রাজ প্রাসাদে বসবাসকারী শিশুরা। ১২শ শতাব্দীর দিকে এসে সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আমরা দেখি। ইবনে যুবাইর কায়রোতে এ ধরণের অনেকগুলি বিদ্যালয় দেখেছেন। এখানে প্রধানত গরীব ও এতিমরা পড়াশুনা করত এবং সুলতান এগুলির ব্যয় নির্বাহ করতেন। শিশুদের শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে খলিফা ওমর একটি পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেছিলেন। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাঁতার, ঘোড় সওয়ার, প্রবাদ বাক্য ও ভাল কাব্য। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীতে সর্বত্র সমতা ছিলনা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর বিদ্যার্থী যে শিক্ষা লাভ করত তাকেই এখানে উচ্চ শিক্ষা বলে অভিহিত করেন তিনি। ঐ বিষয়গুলি ছিল– ইলম আল ক্বিরাত এবং ইলম আল তাজবীদ, ইলম আল আসওয়াত, ইলম আল হুরফ, ইলম আল নাহু, ইলম আল উরুজ, ইলম আল মু'যাজাম, ইলম আল ইশতিকাক ইত্যাদি। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলির সাথে কতগুলি বিশেষ পরিভাষা জড়িত রয়েছে যা নিম্নরূপ:

মসজিদ : যেখানে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয় কিন্তু জুমার নামাজ পড়া হয় না।

জামী : যেখানে জুমার নামাজসহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়।

মাদ্‌রাসা : উচ্চ শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান, শতাব্দীর প্রথম ভাগে এর উন্মেষ ঘটে।

হালকা : এটাকে পাঠচক্র বলে চিহ্নিত করা চলে।

মজলিশ উন নজর : এটাকে 'সেমিনার' হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে।

যাশহাদ : সাধারণভাবে এর দ্বারা কোন বুজুর্গ ব্যক্তির স্মৃতি সৌধকে বুঝানো হয়ে থাকে বা সৌধের সাথে সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝানোর জন্যও এটি ব্যবহার হয়।

এখানে গবেষক খেলাফত যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধরণ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন।

'আল-কুরআন' শব্দের মূল (Root) ও এর বিভিন্ন নাম ঃ একটি আভিধানিক বিশ্লেষণ[৫৮]

পবিত্র 'আল-কুরআন' মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আল্লার প্রেরিত সর্বশেষ হিদায়াত গ্রন্থ। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণ নির্দেশনা এখানে রয়েছে। 'আল-কুরআন' বহুল তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দ। এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। এছাড়া আল-কুরআনের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতের কারণে একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'আল-কুরআন শব্দের মূল (Root) ও এর বিভিন্ন নামের একটি আভিধানিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

---

৫৮ আহমদ আলী ('আল-কুরআন' শব্দের মূল (Root) ও এর বিভিন্ন নাম ঃ একটি আভিধানিক বিশ্লেষণ) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস*, খণ্ড ১৩, জুন ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

'হাদীস' ইসলামী শরী'আতের একটি প্রামাণ্য দলিল : একটি পর্যালোচনা[৫৯]

'হাদীস' ইসলামী জীবন বিধানের একটি মূল ভিত্তি। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের পরেই এর স্থান। এ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বাস্তবতা কল্পনা করা যায় না। আল-কুর'আন যেমন আমাদের অক্ষয় আদর্শ, তেমনি হাদীসও আমাদের জন্য চিরভাস্বর আলোক শিখা। এতদুভয়ের সমন্বয়েই রচিত হয়েছে ইসলামী জীবন বিধানের সর্বজনীন ও সর্বকালীন প্রাসাদ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন আল-কুর'আনের অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষিত, হাদীসও ঠিক অনুরূপভাবে সংরক্ষিত। সবসময় মুসলমানগণ ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুর'আনের সাথে সাথে হাদীসকেও স্বীকার করে নিয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু লোক কুর'আনের সাথে হাদীসকে শরী'আতের উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আবার এমন কিছু লোকেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যারা হাদীসের যথাযথ সংকলন, সংরক্ষণ ও যাচাই-বাছাই সম্পর্কে অমূলক সন্দেহ প্রকাশ করেছে। বর্তমানে তা ক্রমশ বেড়েই চলছে। তদুপরি এর সাথে যোগ হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা অপপ্রচার। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে হাদীসের প্রামাণিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে হাদীসের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা ও প্রামাণিকতা এবং হাদীস অস্বীকারের ফিতনা, বিভিন্ন আপত্তি ও জবাব, শরী'আতে হাদীসের স্থান ও ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক।

ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীত চর্চা[৬০]

সংগীতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। আবহমান কাল ধরে সংগীত মানব জীবনের অন্যতম উপভোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদগণের অভিমত সাধারণ মানুষের কাছে না পৌছার দরুণ এ ব্যাপারে তাদের ধারণা অস্পষ্ট। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সংগীত সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ইসলামী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শূরা ব্যবস্থা : কাঠামো ও কার্যকারিতা[৬১]

ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী একটি জনকল্যাণমূলক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশ এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল সৎ ও বিজ্ঞলোকদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। মজলিসে শূরা এর শক্তিশালী পরামর্শ সভা, যাকে আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার জাতীয় সংসদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর গঠন পদ্ধতি, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সদস্যদের গুণাবলী ও যোগ্যতা সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে বিভিন্ন মত ও ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কুর'আন, সুন্নাহ ও খুলাফা রাশিদুনের কর্মনীতি এবং বর্তমান সময় ও পরিবেশের দাবীর আলোকে একটি শক্তিশালী মতে পৌছার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক।

---

৫৯ আহমদ আলী ('হাদীস' ইসলামী শরী'আতের একটি প্রামাণ্য দলিল : একটি পর্যালোচনা) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস* খণ্ড ১৪, জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৫৫

৬০ এস. এম. রফিকুল আলম (ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীত চর্চা) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস*, খণ্ড ১৪, জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৭৮

৬১ আহমদ আলী (ইসলামী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শূরা ব্যবস্থা : কাঠামো ও কার্যকারিতা)দ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, খণ্ড ১৬, জুন ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর শাস্ত্রে ইসরাইলী রিওয়ায়াত ঃ একটি পর্যালোচনা[৬২]

আল-কুরআনের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য মহানবীর (স) হাদীসের পাশপাশি অন্যান্য রিওয়ায়াতের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। হাদীস এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রিওয়ায়াতের সনদ, মাতন, বিষয়বস্তু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার জন্য উসুলবিদগণ 'ইলম আল্-জারহ ওয়াত-তা'দীল' এবং 'ইলম আল্-রিওয়ায়াত ওয়াদ দিরায়াত প্রভৃতি শাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আহল আল্-কিতাবের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে তাদের মাধ্যমে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনেক রিওয়ায়াত আল্-কুরআনের তাফসীরে প্রবেশ করে। এই সব রিওয়ায়াত 'ইসরাইলীয়াত" তথা ইসরাইলী রিওয়ায়াত নামে প্রসিদ্ধ। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইসরাইলীয়াতের পরিচয়, আল-কুরআনের তাফসীরে এর অনুপ্রবেশের সূচনা ও বিকাশ, ইসরাইলী রিওয়ায়াত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং যে সব তাফসীর গ্রন্থে ইসরাইলী রিওয়ায়াত স্থান লাভ করেছে তা আলোকপাত করা হয়েছে।

Islamic Common Market: Problems & Prospects of Economic integration of Muslim Countries[৬৩]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ চল্লিশেরও বেশি দেশ, যেখানে বিশ্ব মুসলমানের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বসবাস করে; এ প্রবন্ধে শুধুমাত্র সে সব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোই আলোচিত হয়েছে; মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল নয়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উত্থান ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর নানা সংস্থা ও কার্যক্রমের উল্লেখ যেমন–

* Proposal for "UN of the Muslim Countries"
* Proposal for New Islamic Economic Order.
* Proposal for World Muslim Organization.
* Proposal for Int'l Islamic Economic Community.

বর্তমান কার্যকলাপ – Arab League, Gulf co-operation, OPEC, RCD, সর্বোপরি OIC.

পাঁচটি Section এ বিভক্ত এ Article এর মূল সার নিম্নরূপ–

Section-I ভূমিকা, এতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও আলোচনা পদ্ধতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

Section-II উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা, তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বাস্তব উদাহরণ এর উপস্থাপনা।

Section-III Islamic Common Market এর জন্য প্রাসঙ্গিক নানা তথ্যের উপস্থাপন। বিশেষত Muslim দেশগুলোর Socio-economic ও Political Information.

Section-IV Islamic Common Market এর বাস্তবায়নের সমস্যা ও বাঁধা সমূহের আলোচনা। এক্ষেত্রে তিনি বড় বাঁধা বা সমস্যা হিসেবে ৬টি বিষয়ের অবতারণ করেন।

Section-V উপসংহার এবং Sec-II, III এবং IV এর ভিত্তিতে বর্তমান কালে Islamic Common Market প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই।

---

[৬২] ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, (তাফসীর শাস্ত্রে ইসরাইলী রিওয়ায়াত ঃ একটি পর্যালোচনা) দ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, খণ্ড ১৬, জুন ২০০০

[৬৩] Muinul Islam, (**Islamic Common Market : Problems & Prospects of Economic integration of Muslim Countries**) *Chittagong University Studies*, Vol-IX, No-1, June 1986.

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য প্রবন্ধে ৩টি Table এবং নানা Specific point উল্লেখের মাধ্যমে Islamic Common Market এর বাস্তবতার আলোচনা যথার্থই প্রাসঙ্গিক এবং সম্ভাব্যতা নিরূপণে Islamic Economists দের গবেষণা উপাত্ত হিসাবে কাজ করবে।

মাম ইবনু জারীর আল-তাবারী ও তাঁর তাফসীর[৬৪]

ইমাম ইবনু জারীর আল-তাবারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনন্য সাধারণ তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করে স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পরবর্তীকালে তাফসীর শাস্ত্রের পাঠের গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু মহলে গ্রন্থখানি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। যে সব কারণে গ্রন্থখানি অদ্যাবধি সমাদৃত তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।

বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশের প্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাঃ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ[৬৫]

এতে লেখক অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলের প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়ন অর্থনীতির সংকট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ইসলামী উন্নয়ন কৌশল, ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দার্শনিক ভিত্তি এবং অনুন্নত দেশের প্রেক্ষিতে উন্নয়নের প্রস্তাবিত লক্ষ্যগুলো তুলে ধরেছেন। তার মতে- "ইহজগতের ও পর জগতের সমাজের ও মানব জীবনের সকল প্রকার দোষত্রুটি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি একটি মহৌষধ। যদি ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শোষণের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।" প্রবন্ধে ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে এবং ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলকে একটি আদর্শ উন্নয়ন মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য বলে প্রবন্ধে উপসংহার টেনেছেন প্রবন্ধকার।

মহানবী (সঃ) এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২)[৬৬]

প্রবন্ধে লেখকদ্বয় সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রশাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র। উক্ত আলোচনাকে লেখকদ্বয় ছয়ভাগে ভাগ করে প্রথমভাগে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, দ্বিতীয়ভাগে মদীনারাষ্ট্রের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, তৃতীয়ভাগে সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা, চতুর্থভাগে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পঞ্চম ভাগে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং শেষভাগে মহানবীর (স) রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। জনৈক লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে মদীনা রাষ্ট্র সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে- "It was a unique welfare state ever designed by mankind" লেখকদ্বয়ের মতে, মহানবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন ব্যবস্থা

---

৬৪ আ.ক.ম. আবদুল কাদের (মাম ইবনু জারীর আল-তাবারী ও তাঁর তাফসীর) *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ (কলা অনুষদ)* ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ৫৯-৭০

৬৫ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী (বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশের প্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাঃ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০১, উইন্টার-১৯৯৫, নং-০১

৬৬ আবদুন নূর (মহানবী (সঃ) এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২)) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০১, উইন্টার-১৯৯৫, নং-০১

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জন্য ১৪০০ বছর পরও পথের দিশারী হিসাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে নব লোক প্রশাসনের ধারণায় যে সাম্য ও ন্যায়বিচার এবং দরিদ্রের জন্য সহানুভূতির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিফলন আমরা মদিনা রাষ্ট্রেই দেখতে পাই।"

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশাসন ব্যবস্থা (৬৩২-৬৬১)[৬৭]

প্রবন্ধে লেখক হযরত ওমর (রা) এর প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর প্রশাসনেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পরে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা আধুনিক লোক প্রশাসন ব্যবস্থার ন্যায় শুধু ইহকালভিত্তিক ছিলনা বরং পরকালের কল্যাণ ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল আসল লক্ষ্য। অধিকন্তু, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশাসন ব্যবস্থায় অধুনা বহুল উচ্চারিত মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র প্রভৃতি উপাদানের সফল বাস্তবায়ন ঘটেছিল।

পল. এইচ. এপল্‌বি, জাতিসংঘ এবং হযরত আলী (রা) এর দৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী"[৬৮]

এ প্রবন্ধে লেখক বিশিষ্ট লোক প্রশাসনবিদ পল. এইচ. এপল্‌বি'র বিখ্যাত গ্রন্থ Public Administration for A Welfare State, জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত A Handbook of Public Administration এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর কর্তৃক মিশরের গভর্ণর মালিক ইবনে হারিস আশতারকে লেখা একটি প্রশাসনিক চিঠিতে উল্লেখিত একজন সু-প্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীসমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছেন। সর্বশেষে তিনি পুস্তকত্রয়ে উল্লেখিত সু-প্রশাসকের গুণাবলীসমূহের মধ্যকার সাদৃশ্য টেবিল আকারে তুলে ধরেছেন।

"মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা"[৬৯]

বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৮৭ সনে প্রকাশিত "মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এ লেখাটিতে লেখক দুইভাগে আলোচনা করেছেন। এর একটি হল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অন্যটি হল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগের আইন ও বিচার ব্যবস্থা। লেখক মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসকগণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আলোচনা করেছেন। রাসূল (স) যেভাবে প্রধান শহর ও প্রদেশের "আমীর" উপাধিধারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, সেভাবে পরবর্তী খলীফা ও শাসকগণ একই নীতি অনুসরণ করে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বিজিত অঞ্চলসহ সমগ্র দেশকে প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন তাদের ভূমিনীতি ও রাজস্বনীতি,

---

৬৭ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশাসন ব্যবস্থা (৬৩২-৬৬১) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০১, উইন্টার-১৯৯৫, নং-০১

৬৮ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ বাহাদুর (পল. এইচ. এপল্‌বি, জাতিসংঘ এবং হযরত আলী (রা) এর দৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী") *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০২, উইন্টার-১৯৯৬, নং-০১, পৃ. ৮৪-৯৩

৬৯ মফিজুল্লাহ্ কবীর ("মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা"), *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০৩, উইন্টার-১৯৯৭, নং-০১, পৃ. ৭৫-৯০

Dhaka University Institutional Repository

বেকার ভাতাসহ বিভিন্ন ধরণের ভাতার প্রবর্তন আধুনিক বিশ্বের প্রশাসন ব্যবস্থায় অনুসৃত নীতি হিসেবে প্রচলিত। আইন ও বিচার ব্যবস্থা অংশে ইসলামী আইনের উৎসসমূহ এবং চার মাজহাবের ইমামগণের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকামী প্রশাসনের নীতিমালা[৭০]

এই প্রবন্ধটি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) (ইসলামের চতুর্থ খলীফা) কর্তৃক মিশরের ভাবী গভর্ণর মালিক ইবনে হারিস আশতার-এর প্রতি লেখা একটি প্রশাসনিক উপদেশমূলক চিঠি যা যুগ যুগ ধরে প্রশাসন সাহিত্যে অমূল্য দলীল হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত চিঠিতে প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর যেমন গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ন্যায়বিচার ও জনগণের কল্যাণের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতিগুলি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এতে হযরত আলী (রা) আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে-"আমরা যেন ন্যায়ানুগ ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি যা সারা দুনিয়ার মানুষের অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। পুরো চিঠিটি যেন একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংবিধান। এতে তিনি জনগণের অবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু নিয়োগ ও রাজস্ব ব্যবস্থা, জননিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, প্রশাসকদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ইত্যাদি ব্যাপক বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ধর্ম ও নৈতিকতা[৭১]

এ প্রবন্ধটি মুহাম্মদ আসাদ (পূর্বনাম লিওপোল্ড উইস যিনি অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী নান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুহাম্মদ আসাদ নাম ধারণ করেন) এর রচিত The Principles of State and Government in Islam নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ প্রবন্ধে লেখক ব্যাপকভাবে ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। তিনি ধর্মের সাথে নৈতিকতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন- "নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার সমস্যাগুলি বিজ্ঞানের আওতা বহির্ভূত এবং বিপরীত পক্ষে এগুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্মেরই ইখতিয়ারভুক্ত।" যুক্তিতর্কের মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে- লৌকিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জাতীয় সুখ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা অসংখ্য গুণে বেশী।

ইমাম ইবনে তহিমিয়ার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শন[৭২]

এখানে লেখক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শন আলোচনা করেছেন। মূলত এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক দৃঢ়তা হারিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র দূর্বল হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা থেকে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী

---

৭০ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা), (ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকামী প্রশাসনের নীতিমালা) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০১, উইন্টার-১৯৯৫, নং-০১, পৃ. ৩-৩০

৭১ মুহাম্মদ আসাদ [পূর্বনাম লিওপোল্ড উইহস, অস্ট্রিয়া (ধর্ম ও নৈতিকতা) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০১, উইন্টার-১৯৯৫, নং-০১, পৃ. ৩১-৩৬

৭২ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ বাহাদুর (ইমাম ইবনে তহিমিয়ার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শন) *Journal of Islamic Administration*, Vol-3, Winter-1997, No-1, PP. 145-156.

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে লেখক পয়েন্ট আকারে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তার রচিত গ্রন্থাবলী, রাজনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত তাইমিয়ার দর্শন আলোচনা করেছেন।

রাজনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত তাইমিয়ার দর্শন বিষয় আলোচনায় ইবনে তাইমিয়ার দর্শনকে পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– (১) প্রশাসন নির্বাচনের মূলনীতি (২) প্রশাসকদের আচরণ (৩) নেতৃত্ব (৪) বিচারকের শ্রেণী (৫) প্রশাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য (৬) নাগরিক অধিকার (৭) রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের কর্তব্য (৮) প্রশাসনে দুর্নীতি বা ঘুষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (৯) জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ (১০) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, (১১) প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (১২) ইমামত অপরিহার্য ইত্যাদি।

ইসলামী আইনের (শরীয়া) উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলী[৭৩]

এ প্রবন্ধে ইসলামী আইনজ্ঞদের মত উল্লেখ করে ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (ক) মূখ্য উৎস ঃ এগুলো হচ্ছে-আল-কুরআন (আল্লাহর ঐশী বাণী সম্বলিত ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ) এবং আস-সুন্নাহ্ (ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রামাণ্য ঐতিহ্য) (খ) মাধ্যমিক উৎস ঃ এগুলো হচ্ছে-আল ইজমা (মুসলিম) মুজতাহিদদের/ফকীহদের ঐকমত্য ও কিয়াস (আইন ও স্ববিবেচনা প্রসূত রায়/সিদ্ধান্ত) এবং (গ) সম্পূরক উৎস ঃ এগুলোর মধ্যে রয়েছে আল-ইসতিহসান, আল-ইসতিসলাহ, আল উরফ এবং ইজতিহাদ। ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে– (১) ব্যাপকতা ও নির্ভুলতা (২) আধ্যাত্মিক চমৎকারিত্ব (৩) অনমনীয় (৪) অপরিবর্তনীয় ও নমনীয়তা (৫) ধর্মীয় ও নৈতিক সচেতনতা (৬) সাংগঠনিক কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ (৭) পরিস্থিতি বোধের চেতনা ও চরমপন্থা পরিহার ইত্যাদি।

লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য ও ইসলামী মডেল ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা[৭৪]

এ প্রবন্ধটি Muhammad-Al-Buraey এর Administrative Development : An Islamic Perspective (London, KPI, 1985) গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত এ-নিবন্ধে লোক প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য ও ইসলামী মডেল-এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, পাশ্চাত্য কেন্দ্রীক লোক প্রশাসনের যেমন কোন সার্বজনীন একক মডেল নেই, তেমনি ইসলামী প্রশাসনেরও কোন সুনির্দিষ্ট মডেল এখনো গড়ে উঠেনি। তবে পশ্চিমা ও ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের কতিপয় সতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা রয়েছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই

---

৭৩ ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (ইসলামী আইনের (শরীয়া) উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলী) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-৩, উইন্টার-১৯৯৭, নং-১, পৃ. ১২১-১৪৪

৭৪ জে. ইউ. এস. বাবর হোসাই সিদ্দিকী (লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য ও ইসলামী মডেল ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-৩, উইন্টার-১৯৯৭, নং-১, পৃ. ১২১-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

লেখক উভয় মডেলের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন। লেখক এ প্রবন্ধে পাঁচটি পাশ্চাত্য প্রাশসিনক মডেলের সাথে ইসলামী মডেলের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নব লোক প্রশাসনে সামাজিক সাম্যতার ধারণা এসেছে কতগুলো পরিস্থিতি জনিত ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। পক্ষান্তরে ইসলামী মডেলে এই ধারণা এসেছে আদর্শিকভাবে।

"নব লোক প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসন"[৭৫]

এ লেখায় লেখক নব লোক প্রশাসন (New Public Administration) ধারণার সূত্রপাত এবং এ আন্দোলনের মূল ভাবধারা ও নীতিমালাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক এসবের সাথে ইসলামী লোক প্রশাসনের সামঞ্জস্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এতে নব লোক প্রাশাসন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, লোক প্রশাসনে নৈতিক শূণ্যতা, লোক প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নব লোক প্রশাসনের সংযোজন, নব লোক প্রশাসনের সমালোচনা এবং নব লোক প্রশাসন ও ইসলামী লোক প্রাশসন পয়েন্টগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে দুটি প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন– নব লোক প্রশাসন ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায় বিচার শুধুমাত্র তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামী প্রশাসনে সামাজিক ন্যায় বিচার বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। এজন্য লেখক বলেছেন– "দীর্ঘকাল ব্যাপী পাশ্চাত্যের উন্নয়ন মডেল চর্চার হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে বর্তমান শতাব্দীতে দেশজ প্রযুক্তি হিসাবে এই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ মুসলিম বিশ্বব্যাপী মানুষ আন্দোলনরত।

447533

Scientific Research—A Jihad for Muslim Ummah in the Present Day World[৭৬]

যদিও বর্তমানে বেশ ভাল একটা সংখ্যক মুসলিম গবেষক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিয়োজিত, কিন্তু তাদের অগ্রগতির পরিমান বিশ্বের তুলনায় অনেকটাই অসন্তোষজনক পর্যায়ে। যে কারণগুলোর প্রেক্ষিতে এ দূরবস্থা সেগুলো হল: যথাযথ সুযোগ সুবিধার অভাব, বিশেষ করে দূর্বল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে গবেষণার জন্য অনুকূল পরিবেশের অভাব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের অভাব, ব্যক্তির জানাও গবেষণার প্রতি অনুপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হবে তত দিন পর্যন্ত তাদেরকে আরো বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং মুসলিম উম্মার নিরাপত্তা এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রয়োজনে মুসলমান গবেষকদেরকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতি সাধন করতে হবে।

যে সব বিষয়গুলো বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করায় বিষয়গুলো হল: মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের পক্ষপাতপূর্ণ ভূমিকা, সভ্য পশ্চিমা জগত, মানবাধিকারের ত্রানকর্তা ও গনতন্ত্রের তথাকথিত ধারকদের ভূমিকা দেখলে মুসলমানসহ যে কোন সভ্য মানুষকেই অবাক হতে হয়। জাতিসংঘ, ন্যাটোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন গুলো ইরাক, বসনিয়াতে যে ভূমিকা পালন করেছে তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। শক্তির ভারসাম্যহীনতা হল মুসলিম বিশ্বের

---

৭৫ আবদুন নূর (নব লোক প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসন) *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম-০৩, উইন্টার-১৯৯৭, নং-০১, পৃ. ৯৩-১০০

৭৬ Muhammad Abu Saleh (Scientific Research- A Jihad for Muslim Ummah in the Present Day World) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 2, Winter 1996, Number 1, PP. 30-48

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাপদতার অন্যতম একটি কারণ। এতেভারসাম্যহীনতার জন্য রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণ নিরক্ষরতা, দূর্বল সামরিক শক্তি, মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যের অভাব, প্রযুক্তির জন্য মুসলমানদেকে অমুসলিমনদের উপর নির্ভর করতে হয়। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ককে যেভাবে দেখা হয় সেভাবে মুসলমানদেরকে সম্পর্ক নির্ধারণ করা উচিত। নতুবা তাদেরকে বর্তমান খারাপ আবস্থার মত আরও অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ইসলামিক মূলনীতির ভিত্তি করে মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে। মুসলিম উম্মার উন্নতি বিধানকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় বত্রীয় সফলতা আনতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম গবেষকদেরকে বিজ্ঞানও প্রযুক্তির জগতে স্বল্পতম সময়ে অমুসলিম গবেষকদেরকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র গুলোতে গবেষকদের পরিমাণ প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম। সুতরাং এসংখ্যা এবং গুণগত মান বাড়ানো প্রয়োজন। আরো একটি বিষয় হল বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে জিহাদের প্রেরণা নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে তাদের নবী, সাহাবী, পরবর্তীকালে মুসলিম মনীষীদের কর্মকাণ্ড এবং অবদানকে সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের সামনে অনেক বাধা আসলেও তা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। বিজ্ঞানও প্রযুক্তি গবেষণায় যে সব বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে সেগুলো হল: যে কোন মূল্যে এগবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণা সুবিধা বলতে প্রয়োজনীয় সামগ্রিকী, বই-পুস্তক, রাসায়নিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির সুবিধা। এসব জিনিস যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে গবেষকদেরকে দেশ বিদেশে পড়াশুনার জন্য যেতে হবে এবং তার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমের সাথে উন্নত ধরণের আধুনিক অস্ত্র সস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

মূলকথা হল-মুসলমানদেরকে হতাশার বিপরীতে আশাবাদী হতে হবে। বিশেষ করে মুসলিম বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট হতে হবে। তাহলেই কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে একজন ভাল মুসলমান হিসাবে টিকে থাকা সম্ভব।

Objectives and Characteristic Features of Islamic Economy[৭৭]

কোন কোন মহলে এ ব্যাপারে একটি ভুল ধারনা প্রচলিত আছে যে, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা মানে ১৪০ বৎসর পূর্বের আরব অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামী অর্থনীতির সাংগঠনিক পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার হবে সম্পূর্ণ আধুনিক। শুধুমাত্র নীতিমালা আর কাঠামো গ্রহণ করা হবে, কোরআন, মোহাম্মদ (স)-এর শিক্ষা এবং ইসলামের প্রথম সময়ের কার্যাবলী থেকে। ইসলাম দিয়েছে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতি অনেক ব্যাপক। যেখানে সুদের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা, বাধ্যতামূলক যাকাত, কর্ম ও উদ্যোগের স্বাধীনতা, দারিদ্রদের ব্যাপারে মনযোগ, আয়, ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিবেচনা রয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক মদীনায় সমৃদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিই হল মূলনীতি এবং মূল্যবোধপূর্ণ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কুরআন সুন্নাহর সাথে এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আদর্শ হিসাবে বিশ্বের

---

৭৭ Shah Abdul Hannan (Objectives and Characteristic Features of Islamic Economy) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 2, Winter 1996, Number 1, PP. 49-54

Dhaka University Institutional Repository

সামনে থাকবে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্যসমূহ হল ইহকাল ও পরকালের জন্য ন্যায় বিচার, মঙ্গল আর কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থনৈতিক বিষয়ে সদাচারন প্রতিষ্ঠা করা, ভাল প্রতিষ্ঠা করে খারাপ দূর করা, মানবতাকে অনাকাংখিত বোঝা থেকে মুক্তি দেয়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সর্বোচ্চ কর্মস্থান সৃষ্টি করা, বিশ্বজনীন শিক্ষা অর্জন, সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সমাজের দরিদ্র অংশকে অনুকূল্য প্রদর্শন করা। ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল-কাজ ও উদ্যোগের স্বাধীনতা, মুক্ত অর্থনীতি, যৌথ মালিকানা আইনগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা, সুদ নিষিদ্ধ করা, যাকাত প্রদান করা, দরিদ্রদের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিতরণ করা। মূলত ইসলাম আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সামাজিক আচরণের জন্য মূলনীতি প্রদান করেছে। আমাদের কাজ হল প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উপযুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

Islam on Environmental Management[৭৮]

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের বিলাসিতা ও যান্ত্রিক জীবন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এর ফলে সারা বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে আসলেও স্থায়ী কোন সমাধান দিতে পারে নি। ইসলামের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা ব্যক্তিগত সামাজিক সহ সকল সমাধান দিতে পারে। সুতরাং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি কি তা জানা দরকার। আর তাই প্রাবন্ধিক তাঁর এ প্রবন্ধে বলেন, অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামও একটি বিশ্বাস নির্ভর ধর্ম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন সকল কিছুর মালিক। ইসলাম অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পরিবেশের ব্যাপারেও পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে মূলনীতি প্রদান করেছে। মূলত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, আমাদের জীব- জড়, পরিবেশ এবং সব ধরনের জীবন পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ফসফেট এবং নাইট্রোজেনের মত জড় উপাদানসমূহ জীব-জগত এবং প্রাণী জগতের দ্বারা শুরু থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এ সম্পদগুলো সীমিত এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। ফলে একজনের উপস্থিতি অন্যজনের জন্য বিপদজনক হতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমার স্রষ্টা কোন কিছুই অবান্তর সৃষ্টি করেন নাই। যা দিয়ে জড়-জীব সব ধরনের সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। ফলে কেউ কোন কিছু অপ্রয়োজনীয় মনে করে কিছু ধ্বংস করলে পরিবেশে বিপর্যয় নেমে আসে। কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহপাক মানুষের কল্যাণেই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে তোমাদের কেউ যদি একটি বীজ বপন কর অথবা গাছলাগাও যার ফল প্রাণী, পাখি অথবা মানুষ খাবে সে যেন একটি খোদাবভীরুতার কাজ করল। নবী করিম (স) আরো বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটি চড়ুই পাখি ও হত্যা কর তাহলে ও সে সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) হিসাব হবে। হাদীসে আরো এসেছে অপ্রয়োজনে তোমরা একটি গাছের পাতাও ছিড়বেনা। এভাবে দেখা যায় যে কোন জীবের নির্বিচার ধ্বংস একজন মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ। পরিশেষে এ কথা বলা যায়, পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করা ইসলামী জনজীবনের অংশ বিশেষ। সুতরাং খলীফা হিসাবে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্ট পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে বাসযোগ্য রাখবে এটাই হতে পারে ইসলামের মূল শিক্ষা।

---

৭৮ S. H. Chowdhury (**Islam on Environmental Management**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 2, Winter 1996, Number 1, PP.55-58

Dhaka University Institutional Repository

Lessons from the Constitiotion of Madinah[৭৯]

সংবিধান হল রাষ্ট্রের নীতিমালার একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো যা, সরকারের ধরণ নির্ধারণ করে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের নিয়ন্ত্রণ করে জনগনকে তাদের অধিকার বিষয়ে পরামর্শ দেয় এবং জনগনের সাথে সরকারের সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। সংবিধান হল রাষ্ট্রের মৌলিক ও অনিবার্য দলীল। সকল আধুনিক রাষ্ট্রেরই একটি লিখিত সংবিধান রয়েছে।

নবুওয়তী প্রাপ্তির পর হযরত মোহাম্মদ (স) মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এর পর সময়ের আবর্তনে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ইয়াছরেব তথা মদীনায় ইসলাম প্রচার করেন। মদীনার অধিবাসীরা প্রায় ২২ টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সাধারণ রক্ত সম্পর্কীয় লোকদের দ্বারা মদীনার সম্প্রদায়গুলো পরিচালিত হত ফলে বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘাত দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে মদীনাকে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। সেখানকার লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে মদীনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা মদীনা সনদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

মদীনা সনদে প্রায় ৫০টি ধারা ছিল। এ মদীনা সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলো হল: মদীনাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা, নাগরিকদের পরিচিতি হয় উম্মার সদস্য হিসাবে, সরকারের প্রধান হিসাবে নবীজীকে গ্রহণ করা হয় এবং তাকে মদীনা শাসনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়। মদীনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়। ফেডারেল কাঠামোর ধারনা দেয়া হয়। এছাড়া এ সনদে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশনা দেয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন নিয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে। ৭ম শতাব্দীতে মদীনা সনদে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সনদ রচিত হয়েছিল তা বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজে সমানভাবে কার্যকর। মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারসহ সকল ব্যবস্থাও এ সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরিশেষে একথা বলা যায়-। মদীনা সনদ প্রকৃতিতে সাধারণ মানের হলেও সময়ের প্রেক্ষিতে তা ছিল এক বাস্তবধর্মী সংবিধান।

Social Justice Through Public Administration: An Islamic Perspective[৮০]

অধিকাংশ দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ স্থায়ী শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ন্যায় বিচার ও শান্তি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলাম এমন একটি জীবন পদ্ধতির কথা বলে থাকে যেখানে ইহকালীন ন্যায় বিচার, শান্তি এবং শান্তি বিরাজ করবে এবং পরকালেও তা পাওয়া যাবে। মদীনা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার পর নবী করিম (স) খ্রীষ্টান, ইহুদী, মূর্তি পুঁজারী এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৪০০ বছর পর আজ আবার দিকে দিকে এই সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইসলামে সামাজিক ন্যায় বিচার বলতে একটি ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রমকে বুঝায় যেখানে সম্পদের উৎপাদন ও বিতরণের উপর ব্যক্তির অধিকার এবং আইনের বাস্তবায়ন মানবিক সমতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইসলামে প্রশাসনের এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলো হল- প্রশাসনিক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। যে পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে

---

৭৯ M.A. Wahhab (**Lessons from the Constitiotion of Madinah**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 2, Winter 1996, Number 1, PP. 59-74

৮০ Abdun Nooc, (**Social Justice Through Public Administration: An Islamic Perspective**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 2, Winter 1996, Number 1, PP.75-83

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের নিশ্চয়তা। সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূরীকরণ। ধনী দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়গুলো রাখতে হবে। সাংগঠনিক ব্যবস্থা; নিয়োগপ্রদান; কর্তৃপক্ষের উচ্চক্রম; প্রয়োজনীয় আইন কানুনের-নিয়মনীতির আলোকে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। একই সাথে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে প্রশাসনিক কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে। প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল প্রকার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচারকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

Muslim Ummah in Crisis : Measures to Mitigate[৮১]

আজ এ কথা সুবিদিত যে, মুসলিম বিশ্ব অমুসলিমদের দ্বারা সংগঠিত কার্যাবলীর মাধ্যমে এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছে। এর জঘন্যতম উদাহরণ হল: রাশিয়া কর্তৃক সরাসরি চেচনিয়া আক্রমন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব সহ আঞ্চলিক অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে। এখন প্রশ্ন হল অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ শত্রুতা একটি বিশ্বজনীন বিষয় কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। আর এ কাজটিই করেছেন প্রবন্ধকার তার এ প্রবন্ধে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের শত্রুতার বিষয়টি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য একটি ঘটনা। আর এর একমাত্র কারণ হল ইসলাম। সাম্প্রতিক কালের বসনিয়া এবং কসোভোতে অমুসলিম কর্তৃক মুসলমান নিধন একথারই সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম উম্মাহর সামনে আপতিত এসমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদেরকে যে কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে সেগুলো হল: মুসলিম উম্মার নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষা ও জনশক্তির উন্নতি সাধন করতে হবে। মুসলিম উম্মার মধ্যকার ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করে উম্মার সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। ইসলামের ঐতিহ্য বিষয়ে মুসলিম উম্মাকে সচেতন করে তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সংবাদ ও মতামত তুলে ধরার জন্য স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম গড়ে তুলতে হবে। কুরআনের নির্দেশ মতে আল্লাহ পাক কোন জাতীর ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষন পর্যন্ত সে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে। এ কথার আলোকে বলা যায়- বিশ্ব যখন প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে চলছে, সেখানে কেউ যদি সময় নষ্ট করে তাকে অনেক পিছু হইতে হবে। দূর্ভাগ্যের কথা হল মুসলমানরা মুহূর্ত নয় তারা নষ্ট করছে যুগের পর যুগকে। অথচ উইরোপের জাতিগুলো, জাপান কোরিয়ায় মত রাষ্ট্রগুলো কতদ্রুত সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে এবং নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এমুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের এক মুহূর্ত নষ্ট করা মানে আত্মহত্যা করা।

মুসলিম বিশ্বের সরকার, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবীদদেরকে একত্রে মুসলিম উম্মাহকে ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করে মর্যাদার আসনে আসীন করার ব্যাপারে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাদের সামনে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। পুরো উম্মাহ এখন জ্ঞানের দরিদ্রতায় নিমজ্জিত। একবিংশ শতাব্দীতে তাদেরকে বিশ্ব শক্তিতে রুপান্তরিত হতে হবে। এ ব্যাপারটি এখন অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা অসম্ভব নয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম সিকি শতাব্দীতে মুসলমানদেরকে বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ২০% অবদান রাখতে হবে। এ টার্গেট অর্জনে মুসলিম বিশ্বকে

---

৮১ Dr. Ma. A. Saleh (**Muslim Ummah in Crisis : Measures to Mitigate**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 4-5, Winter 1998-99, Number 1, PP. 1-14

Dhaka University Institutional Repository

পুরোপুরিভাবে নিবেদিত হতে হবে। প্রাবন্ধিক বলেন, এর জন্য গবেষণাগার, লাইব্রেরী আর পাঠকক্ষগুলোকে আমাদের দ্বিতীয় আবাসস্থলে পরিণত করতে হবে, তাহলেই আমরা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারবে।

Towards an Islamic Common Market : Regional and Sub-regional Cooperation Between OIC Member Countries[৮২]

ই.ইউ. নাফটা, এপেক-এর মত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটগুলোই বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তার মূল কেন্দ্র বিন্দু। অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সার্বিক বাণিজ্যের মধ্যে আনুপাতিক পর্যায়ে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্যগুলো গত শতাব্দীর আশি থেকে নব্বই দশকের মধ্যে ইউরোপে ৫১ থেকে ৫৯ পূর্ব এশিয়ায় ৩৩ থেকে ৩৭ এবং উত্তর আমেরিকায় ৩২ থেকে ৩৬ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ও আইসিভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিশ্ব বানিজ্যের মাত্র ১১ ভাগ। এ পরিমাণ উন্নয়নশীল ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণের তুলনায় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। রপ্তানী হিসাবে ও আইসিভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য হয়েছে ১৯৯০ সালে ১৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯৪ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলর। আর আমদানির হিসাবে ১৯৯৪ সালে এপরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অল্প পরিমাণ আন্ত:বাণিজ্য একথা প্রমাণ করে যে, ওআইসিভূক্ত রাষ্ট্রগুলো আন্ত:বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি কোন বিশেষ উদযোগ নেই, লেনদেন বা আঞ্চলিক বাণিজ্যের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাল ও ওআইসি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একদশক আগে মূল আকর্ষন ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শান্তি। কিন্তু বর্তমান সময়ের ব্যাপারে যারা সচেতন তারা বলবেন যে, অধিকাংশ দেশগুলোই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তে জাতীয় বাণিজ্যের প্রতি অধিক মনযোগী।

আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যবস্থাপনা : এধরণের ঘটনা প্রবাহ রোধে এবং আমাদের বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে নাটকীয় ধংস ঠেকাতে হলে ওআইসির উচিত এর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্ত:বাণিজ্য প্রচলনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নিয়ামক হিসাবে সামনে রাখা যেতে পারে। তবে ইসলামিক সম্প্রদায়ের চিন্তাটি মাথায় রেখেই মূলত আঞ্চলিক উপ আঞ্চলিক বাণিজ্য সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

ইসলামিক মার্কেট তৈরি: উন্নয়নশীল বিশ্ব একথা ভালভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, গ্লোবালাইজেশনের বিষয়টি দেশগুলোকে আরো বেশী দারিদ্রে নিপতিত করেছে আর এর ফলেই WTO ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ৫৫টি ওয়াইসিভূক্ত দেশের সামনে এসুযোগ এসেছে যে রাজনৈতিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি একটি কার্যকরী অর্থনৈতিক সংস্থার রূপ নিতে পারবে ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর তাহলেই ওআইসি'র চূড়ান্ত লক্ষ্য

---

৮২ Salahuddin Kasem Khan (Towards an Islamic Common Market : Regional and Sub-regional Cooperation Between OIC Member Countries) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 4-5, Winter 1998-99, Number 1, PP.15-26

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে সকল রাজনৈতিক চিন্তার মুক্তি ঘটবে। পরিশেষে প্রাবন্ধিক বলেন, ইসলামিক কমন মার্কেট একটি শক্তিশালী তৃতীয় বিশ্ব সংস্থা হিসাবে আত্ম প্রকাশ পেতে পারে যা দরিদ্রদের সমস্যা নিয়ে কাজ করবে, সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে একটি প্লাট ফরমে পরিণত হতে পারে।

Sustainable Development and Islamic Ethics: A Primer on the conceptual linkages[৮৩]

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে বলতে হয়। এরূপ বিশ্বজনীন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত অবক্ষয়, সম্পদের অসম বিতরণ, তৃতীয় বিশ্বের মারাত্মক দরিদ্র অবস্থা বর্তমানের উন্নয়ন গবেষণার গতিপথ আর দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একই প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি সামনে এসে হাজির হয়েছে। বিশেষ করে ৯০ এর দশকে আলোচনার ঝড় তুলেছে। তবে যে বিষয়টি অনালোকিত রয়েছে সেটি হল বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের একটি মৌলিক নীতিবোধ রয়েছে, যা টেকসই উন্নয়নের ধারনাকে ত্বরান্বিত করে। ইসলামের বক্তাগণ এবিষয়টি নিয়ে সর্বদাই আলোচনার চেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

টেকসই উন্নয়নের ধারনা: টেকসই উন্নয়নের ধারণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় অবস্থাকে সামনে রাখতে হয়। যেমন: একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রস্তুত করা যেখানে জনসাধারণকে অংশ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যা উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়, এমন একটি প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা যা বাণিজ্যের জন্য টেকসই কাঠামোকে নিশ্চিত করে, এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা থাকা যা ভারসাম্য আনয়নে কাজ করবে, এবং এমন একটি শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেকোন ধরণের সংশোধন বা পরিবর্তনকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে।

টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী নীতিমালার দিকসমূহ : টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলোকে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কিত নীতিমালা হিসাবে সামনে রাখা যায়। যেমন- সকল প্রকার অপচয়কারী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীকে পরিহার করতে হবে। মানব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মযাচাই এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে সম্পদ ব্যবহারে। শাসন এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে গণ অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহীতার বিষয়টি নিশ্চিত করা। অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়াবিচার প্রতিষ্ঠা করা। আত্মশুদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করা। মানবতার এবং সৃষ্টির প্রতি সেবার উদ্দেশ্যে সম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা। একটি কথা স্পষ্ট যে টেকসই উন্নয়নের সাধারণ বিশ্লেষণী নীতিমালার সাথে ইসলামী নীতিমালার সু সামঞ্জস্য রয়েছে। বস্তুত: ইসলাম ব্যাপক ভিত্তিক নৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্তা করে। ফলে এসব নৈতিক বিধানসমূহ রাষ্ট্র অথবা যে কোন ধরণের প্রতিষ্ঠানকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সম্পদ সুরক্ষা এবং উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বা কাঠামো প্রদান করতে পারে। তবে এটি খুবই দু:খের বিষয় যে, টেকসই উন্নয়নের এবং পরিবেশ সংরক্ষণের এরূপ

---

৮৩ Dr. Niaz Ahmed Khan (**Sustainable Development and Islamic Ethics: A Primer on the conceptual linkages**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 4-5, Winter 1998-99, Number 1, PP.27-36

Dhaka University Institutional Repository

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারনাগত ও ব্যবহারগত দিকটি খুব কমই জানা গেছে। বিশেষ করে বর্তমান পরিবেশ সংরক্ষনের সংকট কালে যা উন্নয়নশীল বিশ্বে ঘটে চলছে। স্রষ্ঠার প্রতিনিধি হিসাবে এবং তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ইহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, স্রষ্টার দেয়া দিক নির্দেশনা, আশীর্বাদ এবং শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা চলমান সংকট মোকাবেলা করব এবং মুক্তির পথ খুঁজব।

A Glimpse at the Political Philosophy of Islam[৮৪]

রাজনৈতিক দর্শন ও সরকারের বিষয়ে ইসলাম ও অন্যান্য মতাদর্শের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ তুলনা করতে হলে কতগুলো গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেসব বিষয়গুলো হল: **প্রথমত** সামাজিক জীবনের গুরুত্ব। অন্যান্য মতবাদের মত ইসলাম সামাজিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সামাজিক সমস্যা সমাধান করে মানবতার কল্যাণে কাজ করাকে ইসলাম শুধু দায়িত্বই মনে করেনা এর ব্যত্যয় ঘটানোকে পাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম ছাড়া অন্যকোন আদর্শ এরূপ চিন্তা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। **দ্বিতীয় বিষয় হল:** সামাজিক জীবনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু আইনকানুন ও সামাজিক নিয়মানুবর্তীতা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না, সেহেতু এ ব্যাপারে ইসলামেব অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। এছাড়া ছটি বিষয়কে এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন সেগুলো হলো (এক) ইসলামে আইনের লক্ষ্য শুধু সামাজিক শৃংখলা বিধান নয় বরং সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। **(দুই)** ইসলামী আইনের আরো একটি লক্ষ্য হলো সামাজিক শৃংখলার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও মানুষের পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করা। যা অন্যান্য মতাদর্শে ধর্তব্য নয়। **(তিন)** আইন কিভাবে এবং কাদের দ্বারা প্রণীত হচ্ছে। প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় আইন জনগন কর্তৃক প্রবর্তিত হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল আইন প্রণীত হবে স্রষ্টা কর্তৃক যিনি সব মানুষের ভাল-খারাপ বিষয়ে সর্বজ্ঞাত। (চার) কে আইন বাস্তবায়ন করবে? এ ব্যাপারে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার মত ইসলামও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে যা আইনের ব্যত্যয় রোধ করে সকল প্রকার বিশৃংখলা হানাহানি বন্ধ করে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করবে। তবে এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায় আইন বাস্ত বায়নকারী প্রশাসককে আইন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান এবং নিজের চাওয়া পাওয়ার উপরে যথেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। অন্য যে সব যোগ্যতা সমূহ থাকা প্রয়োজন সেগুলো হলো প্রশাসনিক দক্ষতা ও সাহস। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষের জন্মগত কোন অধিকার নেই অন্যের উপর শাসন করার। যদিও বা তাদের শাসন করায় সকল যোগ্যতা থেকে থাকে। প্রত্যেক কর্তৃত্ব আর নেতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা উচিত। আর একথা তো স্পষ্ট যে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা ছাড়া আল্লাহ তাআলা কাউকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দেন না।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হল যে, ইসলামের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাসমূহ পৃথিবী এবং মানুষ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক উপাদানগুলো থেকে নি:সৃত বা গঠিত। আর সেটা হল আইনের ন্যায়ানুগ বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব এবং মানুষের আত্মিক সমৃদ্ধির সাথে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখা।

The Islamic Concept of State[৮৫]

ইসলামে রাষ্ট্র সংগঠনটির সমর্থন পেতে হয় জনগনের কাছ থেকে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এ কারণে একে গনতান্ত্রিক হতে হয়। ইসলামের একটি বিশ্বাস হল যে, সমাজে এক

---

৮৪ Muhammad Taqi Misba'h Yezdi (A Glimpse at the Political Philosophy of Islam) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 3, Winter 1997, Number 1, PP. 1-5

৮৫ Fazlur Rahmam (The Islamic Concept of State) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 3, Winter 1997, Number 1, PP.6-18

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর লোক আছে যারা কুরআনে বর্ণিত স্রষ্ঠার বিধানের বাস্তবায়নকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর এ শ্রেণীকে উম্মাহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রকে জনগনের সমর্থন পেতেই হবে যা গণতান্ত্রিক মাত্রাকে নিশ্চিত করে। যে বিষয়টি একান্ত প্রয়োজন তা হল জনগনের প্রকৃত চাহিদা এবং উদ্দেশ্যকে নির্ণয় করা। একাজটি উন্নত বিশ্বে কিছুটা সহজ হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে তা অত্যন্ত কঠিন। কারণ অধিকাংশ জনগোষ্ঠিই অশিক্ষিত। ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তা বিধান করা, আইন শৃংখলা রক্ষ করা এবং রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করে সকলের সম্ভাবনাকে দেশের সার্থে কাজে লাগানো। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী যোগ্য কেন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষ, যারা সিদ্ধান্ত নিতে এবং বাস্ত-বায়নে সক্ষম। ইসলামের বিধান হল মুসলমানদের বিষয়াবলী শূরা তথা পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া যেখানে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে। ইসলামের বিবি বিধান প্রনয়নের কাজটি সম্প্রদায়গত দায়িত্বের মধ্যে পরে। এর অর্থ হলে একটি আইনসভা যা রাষ্ট্রের প্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করবে এবং আইন প্রনয়নে সাহায্য করবে। তবে অধিকাংশ উলেমা'র দাবি হল বিধিবিধান গুলো উলেমাদের দ্বারা প্রনীত হতে হবে। তবে এব্যাপারে কারো কারো ভিন্নমত আছে।

ইসলাম ও গণতন্ত্র : ইসলাম পূর্ব আরবদের নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রথাকে আরেক গণতান্ত্রিক করে কোরআনের বিধানের আলোকে "নাদি" বা 'শূরা'র মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, ইসলামীক সম্প্রদায় কর্তৃক সমর্থিত ইসলামিক কর্তৃক পুরো মাত্রায় গণতান্ত্রিক হতে হয়। তবে গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন হতে পারে যা ইসলাম সম্মত বলে মনে করা হয়।

প্রশাসন : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে হতে হয় খুবই যোগ্য যিনি দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে সক্ষম। তবে তাকে নির্বাচিত হতে হয় জনজন কর্তৃক। রাষ্ট্র প্রধান হলেন বেসামরিক, সামরিক ধর্মীয় সহ যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দ্র। প্রভাবে তিনি বেসামরিক এবং বিষয়ে প্রধান প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। এব্যাপারে প্রধান আদর্শ হিসাবে সামনে রাখা নবী হযরত মোহাম্মদ (স:) এবং খোলাপায়ে রাশেদীনের শাসনকে। তবে রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসককে আভ্যন্তরীন আইন শৃংখলা বিধান, সামাজিক নিয়ম পথা জনগনের কল্যান নিশ্চিতকরা এবং বহিঃ শত্রু থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে রাষ্ট্রের সার্বভৌম চরিত্র ধরে রাখা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক :

ইসলাম বিশ্বের সকল জাতিসত্তার প্রতি শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে দায়িত্ব মনে করে। সামগ্রিক কল্যানার্থে পৃথিবীর যে কোন জাতির সাথে সম্পাদিত চুড়ি যথাযথভাবে পালনের উপর কোরআনের সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশনা রয়েছে।

Development of Management Ethics and Islam[৮৬]

ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার অথবা যে কোন প্রকার সংগঠনের সাথে নীতি বোধের বিষয়টি সংযুক্ত। ব্যবসা-ব্যবস্থাপনার মধ্যেও নীতিবোধের বিষয়টি কিভাবে আসবে তা দেখতে হবে। ইসলামিক ও ইলামিক ব্যবস্থাপনায়, প্রক্রিয়ায় নীতির প্রশ্নটি কিভাবে আসে তা এখানে দেখানো০০৬৯ যাবে। নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- কত গুলো নৈতিক নিয়মের সমন্বয় যা খারাপ থেকে ভালকে আলাদা করে এবং মানুষকে খারাপ থেকে বিরত থাকতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। আর ইসলামে নীতি হল মঙ্গল, ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, ন্যায়বিচার, সত্য, ভালকাজ, ধর্মীয় ভীরুতার সমন্বয়ে মৌলিক নীতিমালার একটি কাঠামো। প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসে নৈতিকতা বিষয়টি ছয়টি প্রধান নৈতিক চিন্ত

---

[৮৬] S.M. Ather (Development of Management Ethics and Islam) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 3, Winter 1997, Number 1, PP. 47-62

Dhaka University Institutional Repository

াকে যুক্ত করে। সেগুলো হল: নিজ-স্বার্থ উপযোগিতা, সর্বজনীনতা, অধিকার, ন্যায় বিচার ও সমতা এবং ধর্মীয় বিধি বিধান। এ নীতি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রচলিত নৈতিকতার আর ইসলামী নৈতিকতায় বিষয়ে বিভিন্ন সূচকে অমিল রয়েছে।

ইসলামী নৈতিকতার বিধানসমূহ: ব্যক্তির কাজ নৈতিকতায় সমৃদ্ধ কিনা তা নির্ভর করে ব্যক্তির কাজের উদ্দেশ্যের উপর। ভাল উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করাকে হালাল অন্যথায় হারাম মনে করা হয়। ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তায় কাজ করাকে সমর্থণ করলেও ইসলামে এর জবাবদিহীতা রয়েছে।। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলে অন্য যে কোন বিষয়ে সে মুক্ত থাকতে পারে। ইসলামের নৈতিকতার বিষয়গুলো কুরআন-হাদীস এবং স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে।

ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা: ব্যবস্থাপনা বলতে সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একদল অধীনস্থ লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো, যাতে করে দক্ষতার সাথে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপককে সংগঠন, নির্দেশ, প্রনোদনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধীনস্থদের পরিচালনা করে উৎপাদন বৃদ্ধি, নীতিমালা তৈরি, কেনা-বেচা এবং অর্থায়ন করতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদেরকে কতগুলো বিষয়ে নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় সেসব প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে থাকে না। আর যখন এসব বিষয়গুলো ইসলামী কাঠামোর মধ্যে থেকে করতে হয় তখন তাকে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা বলে গণ্য করা হয়।

ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার মানোন্নয়ন: ব্যবস্থাপক, বিশেষ করে প্রধান নির্বাহীদেরকে সাংগঠনিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক নৈতিকতার প্রশ্নটি বেশ জোরালো ভাবে সামনে চলে আসে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী নৈতিকতাটি এভাবে সামনে আসে। ১.একটি যথাপোযুক্ত কোম্পানী নীতিমালা নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; ২. আনুষ্ঠানিকভাবে নীতিমালা কমিটি তৈরি করা হবে; ৩. ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

মুসলিমদের ব্যবসায়িক সংগঠনের জন্য নৈতিকতার বিধানসমূহ : মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে তাদের গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ গুণগত মানের দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে নিরাপদ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করতে দিতে হবে।একচ্ছত্র ব্যবসায়ের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। প্রকৃত ভোক্তাদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে সম্প্রদায় তথা উম্মার স্বার্থকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে সততা, সত্যবাদীতা, প্রতিজ্ঞা পালন করা, ব্যবসার চেয়ে আল্লাহর ভালবাসাকে গুরুত্ব দেয়া, অমুসলমানদের আগে মুসলমানদের সাথে লেনদেন করা, আচার-আচারণে শালীন হওয়া, প্রতারণা না করা, ঘুষ না দেয়া এবং সততার সাথে আচরণ করায় মত সাধারণ গুণাবলীসমূহ অর্জন করার প্রতি অত্যদিক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রবন্ধকার।

Dhaka University Institutional Repository

Decision-Making and Political Participation: Practice of the Khulafa al-Rashidun[৮৭]

বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকাংশের মতামত এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দুটি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত উপাদান। ইসলামে এ দুটি বিষয় বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নবী করিম (স:) এবং প্রথম বার খলীফার সময়কে এ ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে ইসলামে তাদের কার্যাবলীকে আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়। অধিকাংশের মতামত এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এ দু'টি বিষয় সে সময়টাতে কিভাবে অনুশীলন করা হয়েছে তা আলোচনার দাবি রাখে। খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলের বিভিন্ন কার্যাবলী সামনে রেখে এ কথা বলা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে যেহেতু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ওহী নির্দেশনা যা কিনা মানুষের জ্ঞান ও ধারণার চেয়ে উন্নততর তার উপর প্রতিষ্ঠিত সে কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকাংশের মতামতটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন: সংখ্যার পরিমাণ/আধিক্য সব সময় সত্য নির্ধারণ করতে পারে না। যেমন: মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকরের (রা) একক সিদ্ধান্ত অধিকাংশের মতামতের বিরুদ্ধে সঠিক ছিল। অন্য দিকে অধিকাংশের মতামত মেনে নিয়ে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলেন যখন মুয়াবিয়ার সৈন্য বাহিনী লাঠির উপর কুরআন তুলে ধরল যদিও আলী (রা) ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে অধিকাংশের মতামত মেনে নিয়ে আলী (রা) এর সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পিছিয়ে যাওয়া বিষয়। পরবর্তীতেকালে একথা জানা গেল যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে লাঠির উপর কুরআন তুলে ধরা ছিল একটি প্রতারণা মাত্র। উভয় ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল যদিও সিদ্ধান্ত ছিল সকলের বিপক্ষে।

যদিও ইসলামের শূরা পদ্ধতি ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কর্মপ্রেরণা এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। তথাপি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কোন আইন, বিধি বিধান অথবা রাজনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন আচরনবিধি ছিলনা। যার কারণে মুসলিম সম্প্রদায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একই সমস্যা মোকাবিলা করল। তাহলে শূরা পদ্ধতি যদি সঠিকভাবে রূপায়ন করা হত বা অনুশীলন করা হত তাহলে তা সেরা সাংবিধানিক উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হত।

কুরআনের অলৌকিকতা এবং বিশুদ্ধতার অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ[৮৮]

মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধিত্বের কাজ সুচারুরূপে এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী রাসূলদের কাছে ১০৪ খানা আসমানী কিতাব যা নির্দেশনা বই প্রেরণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আলকুরআন আল্লাহর রচিত এবং আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (স) এর কাছে হযরত জিবরাইল (স) কর্তৃক আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে প্রেরিত গ্রন্থ। কোন কাজ দেখা যাচ্ছে অথচ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় তাকে আমরা অসম্ভব বা অলৌকিক নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করি। কুরআনও এমন একটি গ্রন্থ যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু একটি অলৌকিক গ্রন্থ। পৃথিবীর গ্রহ ও নক্ষত্র সম্বন্ধেও আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে" (আলকুরআন, ২১ঃ ৩৩) কুরআনের এসব বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক তথ্যাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন একটি

---

৮৭ Muhammad Moniruzzaman (**Decision-Making and Political Participation: Practice of the Khulafa al-Rashidun**) *Journal of Islamic Administration*, Vol. 3, Winter 1997, Number 1, PP.63-74

৮৮ মোহাম্মদ আলী আজাদী (**কুরআনের অলৌকিকতা এবং বিশুদ্ধতার অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ**) *(আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ২, ১৯৯৬, পৃ. ১-৭

Dhaka University Institutional Repository

অলৌকিক গ্রন্থ। কুরআন আর সঠিক বিজ্ঞানে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ মানব আবিষ্কৃত বিজ্ঞানে। বর্তমানে যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি তার তত্ত্ব অনেক সময় পরিবর্তনশীল বা সংশোধনীয়। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা এবং প্রদত্ত তত্ত্ব এবং তথ্যাবলী প্রমাণের কষ্টি পাথরে অপরিবর্তণীয় বলেই প্রমাণিত। লেখক বলেন, সঠিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং কুরআন জমজ ভাই। বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে যাঁচাই বাছাই এবং ভালভাবে জানতে হলে-বুঝে কুরআন অধ্যয়ন সবারই একান্ত প্রয়োজন।

সমুদ্র বিজ্ঞানে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব[৮৯]

বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় প্রামান্য গ্রন্থ হল আলকুরআন। জড় বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের মত সুস্পষ্ট ও শাশ্বত তত্ত্ব দেয়নি। এতে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত তথ্য ও তত্ত্ব আছে। কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে সমুদ্র ও জাহাজ সংক্রান্ত আলোচনা আছে। আল্লাহ পাক কুরআনে নিজেকে "আলীমুন হাকীম" আর কুরআনকে "আল কুরআনিল হাকিম" বলেছেন। মূলত সামুদ্রিক বিজ্ঞান শিক্ষা, চর্চা ও গবেষণার প্রথম ধারক ও বাহক এবং উপায় হলো জাহাজ। আর কুরআনের আলোকে এই জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশল বিদ্যার ও নৌ-বিজ্ঞানের জনক নূহ (আ)। যিনি একজন প্রকৃত মুসলমান। নূহ (আ) এর জাহাজ নির্মাণের পর থেকেই পৃথিবীর মানুষ সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ ও চর্চা শুরু করে। আল্লাহ বলেন ঃ "...শিলা পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। (২ঃ৭৪) কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা সমুদ্র বিজ্ঞান অধ্যয়ন, শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করার উৎসাহ প্রদান করেছেন। এর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের স্বর্ণযুগের বিজ্ঞানীদের পদাংক অনুসরণ করে সমুদ্র বিজ্ঞান আয়ত্ব করে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা সমুদ্র হতে মৎস্য সম্পদ, বহু মূল্যবান পানীয়জল, লবন, জ্বালানী গ্যাস, তৈল, কয়লাসহ সকল জৈব-অজৈব পদার্থ আহরণ করা হচ্ছে। এবং সমুদ্র বিজ্ঞানে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হচ্ছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.)[৯০]

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপণীত আজকের অশান্ত ও সমস্যা সংকুল বিশ্ব এবং কালের ব্যবধানে ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে ভাষা, বর্ণ ও গোত্রে শতধা-বিভক্ত গোটা মানব গোষ্ঠী পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে মহাশূন্যে কর্তৃত্ব ও অহংকারের বিজয় কেতন উড়ালেও মানব রচিত ঘুনে ধরা মতবাদসমূহের জিঞ্জিরে বন্দী এবং বিশেষ করে বিশ্ব পরাশক্তি আমেরিকার হাতে জিম্মি; তাই মানবতার মুক্তি ও বিশ্ব শান্তির আবশ্যকতা আজকের দিনে অতীব জরুরী। বর্তমান বিশ্বে কাঙ্খিত শান্তি ফিরিয়ে আনতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কালজয়ী আদর্শের আর কোন বিকল্প নেই। এ মহাসত্য উপলব্ধি এবং তদানিন্তন বিশ্বে বিশ্বনবীর শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পন্থা ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে শৃংঙ্খলা ফিরে আসতে পারে।

---

৮৯ মুহাম্মদ ইদরীস আলী (সমুদ্র বিজ্ঞানে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব) *আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ২, ১৯৯৬, পৃ, ৮-১৪

৯০ মোহাম্মদ লোকমান (বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.)) *আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ২, ১৯৯৬, পৃ, ১৫-২৭

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসংঘ হচ্ছে মানব জাতির একত্রিত কৌশল নির্ধারণের পন্থা। কিন্তু এর নীতি নির্ধারকদের মধ্যে নীতির কোন আনাগোনা পর্যন্তও নেই। মূলত বিশ্ব শান্তি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সম্ভব নয়। ইসলাম কখনো অন্যায় জুলুম, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি বরদাশ্‌ত করে না। এগুলোকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় ফিতনা। আর এসব ফিতনার মুলোৎপাটনের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। সবশেষে বলা যায়, ইসলাম দিয়েছে মানবতার মুক্তি সনদ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের সকল কার্যকরী উপাদান। এর মাধ্যমেই বিশ্বে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাননী (স.)[৯১]

জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের মননশীলতার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং সৃষ্টি জগতে সম্পর্কে গবেষণা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর মাধ্যমে সৃষ্টি লোকের কল্যাণ সাধন করা সহজতর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে মানব জাতি পৃথিবীর অপরাপর প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব আদম (আ)-কে আল্লাহ সকল বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়ে সেগুলো সম্পর্কে পরীক্ষা নেন। আদম (আ) সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নবী রাসূলগণের পৃথিবীতে পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আল্লাহ্ বলেন-"তিনি সেই মহান সত্ত্বা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (আলকুরআন, ৬২ঃ২) মহানবী (স) আলকুরআন অধ্যয়ন এবং জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি মহিলাদেরকে ও জ্ঞানার্জনের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অভূতপূর্ব অবদান রেখে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুসলিম জাতিকে একটি শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। বর্তমান যুগে ও যদি আমরা মহানবীর আদর্শ অনুসরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শিতা লাভ করি এবং শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি তা হলে সে দিন দূরে নয় যেদিন মুসলিমানদের নেতৃত্ব ফিরে আসবে।

ইসলাম ও বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা[৯২]

আল্লাহ তাআলার 'কুন' আওয়াজের দ্বারাই সকল কিছু সুসংগঠিত হয়ে যায়। অনস্তিত্ব থেকে সকল প্রকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তু সমূহ তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পোষন, বর্ধন, বর্জন, রক্ষণ সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আল্লাহ নিজের প্রকাশার্থে ও নিজের পরিচয় উদ্ভাসিত করার জন্য মানব সম্প্রদায় তথা, আদম (আ) ও বিধি হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করেন। কুরআনুল কারীমে আলস্নাহ বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! তোমার প্রতিপালক প্রভু তিনি, যিনি আসমানসমূহ এবং জগৎ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এখানে দিন বিস্তৃত পর্যায়কাল যুগ যুগান্তরের দ্যোতনা হতে পারে। তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞানীদের সৃষ্টির ব্যাখ্যাঃ বানিতে ক্ষুদ্র এককোষীজীব থেকে যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে সকল নিসর্গ বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে মানব জীবনের উদ্ভব হয়। আল্লাহর মৌলিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় এবং বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিস্তৃত করে। জীব জীবনে

---

৯১ আ.ক.ম. আবদুল কাদের (জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাননী (স.))*আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা-২, ১৯৯৬, পৃ, ২৮-৩১

৯২ সৈয়দ রশিদুন্নবী (ইসলাম ও বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা) *আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ২, ১৯৯৬, পৃ. ৩২-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি স্তর দেখা যায় যেমন- অচেতন, চেতন ও চেতনউর্ধ্ব, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী খানিকটা চেতন ও সক্রিয় জীবনের সাথেই আমাদের পরিচয় এবং নিঃসন্দেহে অপূর্ণ। আমাদের তাই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তা-ভাবনা কথার পশ্চাতে সর্বশক্তির ও সৃষ্টির আধার আল্লাহর অপার কুদরাত বিরাজমান। প্রবন্ধকার বলেন, আজকাল যেভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী দেখা যাচ্ছে এতে ধারণা করা যায় যে অচিরেই অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রগুলির ন্যায় তারাও একধাপ এগিয়ে যাবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন ইসলামী আলোকে এবং কুরআনের ইঙ্গিতকে কাজে লাগিয়ে পথ চলা শুরু হবে। পরিশেষে লেখক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, বিশ্বের সকল প্রকার অনাচার, অবিচার, অন্যায় আচরণ থেকে ইসলামই মানুষের ভোগ-বিলাসের মোহমুক্তি ঘটাতে সক্ষম হবে এবং ঐহিক-পারলৌকিক জীবন, ত্যাগ-তিতিক্ষার ও ক্ষমার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

ইসলামের আলোকে বীমা[৯৩]

ব্যাংক ব্যবস্থার পাশাপাশি আজকাল মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে বীমা অনেক বড় অবদান রাখছে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা কতটুকু বৈধ বা অবৈধ তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলছে। কতিপয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যেহেতু আধুনিক বীমা ধোঁকা-প্রতারণা ও সুদের উপাদান দ্বারা পরিচালিত; তাই আধুনিক বীমা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ অবৈধ। আবার কেউ কেউ এটাকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন। তবে ইসলামী শরীয়াহ্ ও আধুনিক উভয় জ্ঞানে জ্ঞানীরা মনে করেন যে, বীমা পলিসি মূলতগত দিক থেকে ইসলাম সম্মত হলেও বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক বীমা ব্যবস্থায় সুদী কারবারসহ এসব অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকায় ঈমানদারদের পক্ষে তা গ্রহণ করা মোটে ও বৈধ নয়। পবিত্র কুরআন ও নবীজীর শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা 'আল ইসলামে' মানব জীবন নিরুদ্বিগ্নভাবে যাপন করার নিমিত্তে বিভিন্ন ধারায় বহুবার বান্দার রিজিকের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দান করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও উহার নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার আশ্বাস বাণী শুধু মুসলিম জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সকলের জন্য এ আশ্বাস বাণী ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। তবে তাকদীরে বিশ্বাস বীমার অন্তরায় নহে। পরিশেষে এটা সুস্পষ্ট যে বীমা পদ্ধতিকে ইসলামীকর বা ইসলামে বীমা পদ্ধতি প্রবর্তণে মৌলিক কোন বাঁধা নেই। তাই বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদানের সমন্বয়ে পরিচালিত আধুনিক বীমার পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ার আলোকে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব। সর্বশেষে প্রবন্ধকার বলেন, অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ইসলামী বীমা চালু করা হলে আর্ত মানবতার সেবায় এবং দারিদ্র বিমোচনে প্রভূত কল্যান সাধিত হবে।

ইসলামে রাজনীতির ভিত্তিঃ ইবাদত বনাম সিয়াসত[৯৪]

মানবজীবনের দুইটি দিক। একটি পার্থিব ও অন্যটি ধর্মীয়। প্রথমটি ব্যবহারিক ও দ্বিতীয়টি আদর্শিক। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবনের ধর্মীয় দিককে বলে ইবাদত ও পার্থিব দিককে বলে সিয়াসত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যই পৃথকভাবে প্রার্থনার উপদেশ দিয়েছেন। কুরআনের বাণী "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আজাব্বান নার" অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের

---

৯৩ আবু বক্কর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ (ইসলামের আলোকে বীমা) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ২, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫-৪৫

৯৪ ড. মইনুদ্দীন আহমদ খান (ইসলামে রাজনীতির ভিত্তিঃ ইবাদত বনাম সিয়াসত) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়াতে কল্যান ও আখেরাতে কল্যাণ বা মুক্তি দান কর। রাসুল (স) বলেন: "আদ-দীন ওয়াদ-দুনিয়া তাওয়ামান" অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অথবা পার্থিব জীবন জমজ সত্ত্বা। বিবেকের নীতি অনুসরণ করে কোন ব্যক্তি একটি পদক্ষেপ নিলে, তাতে একধাপ চরিত্র উন্নত হবে। এই অর্থে ধর্ম ও দীন এক ধরণের অর্থ বহন করে। মূলত: রাজনীতি ইবাদত থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তাই রাজনীতি ও ধর্ম পরস্পর সম্পর্কিত। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহই বিশ্বজগৎ ও মানবজাতির স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং যেহেতু সমস্ত মানুষ একই পিতামাতার সন্তান, তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে কারো কোন প্রকার অসম শ্রেণী বিভক্তি, বর্ণ ভেদ বা অসম মর্যাদার অধিকার নাই, সবাই সমান। সিয়াসতের অন্তদৃষ্টিকে পবিত্র কুরআন একটি ত্রিধারা "হিকমত সাদিচ্ছা-উত্তম প্রস্তুতির পন্থা" রূপে নির্দেশ করে। তাই সাদিচ্ছা ও উত্তম প্রস্তুতি যুক্ত কৌশল নীতিকেই ইসলামী সিয়াসতের ভিত্তি বলে নির্ণীত করা যায়। যেহেতু একজন মুসলিমের জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড ইবাদত হবে সেহেতু প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে সিয়াসতকে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন।

ইসলামী জীবন সাধনার পর্যায়ক্রম[১৫]

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মের পার্থক্যের একটি বিশেষ দিক রয়েছে। এই মৌলিক পার্থক্যটি হলো ইসলামে মানুষের জীবন প্রবাহ শুধু আধ্যাত্মিক বা আত্মা সংশ্লিষ্ট চর্চার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং দেহ ও মন, বস্তু ও আত্মা, মোটের উপর ইহজাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের সমন্বয়ে ইসলাম হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন চর্চার একটি সমন্বিত বিধান। পাশাপাশি ইসলাম হচ্ছে একটি বিপ্লবী অঙ্গীকার। আধুনিক যুগ হচ্ছে এমন একটি অতিক্রমশীল সময় যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে সমাজের অর্থনীতি, বস্তুবাদ বা ভোগই হচ্ছে প্রভাবশীল জীবন দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যোগাচ্ছে শক্তি ও ভোগের উপকরণ এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ দর্শনে। এই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা। এর বিপরীতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এবং সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনে ন্যায় বিচার ও সার্বিক মানব কল্যাণ। ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী বৈপ্লবিক কর্মসূচী যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের 'মুস্তাকবেরী' নদের তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে খোদাভীরু মুহতাদুনদের প্রতিষ্ঠিত করার একটি জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। পৃথিবীর আদিকাল থেকে ইসলামী আন্দোলন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এর কোন সমাপ্তি নেই, কেননা পৃথিবী যতদিন ধ্বংস না হবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকবে। পূর্বে এই আন্দোলনের ধারা ছিল নবী, রাসূলগণের (স)। আর বর্তমানে নবীর উম্মতদের উপর। এই দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা অর্জন। শিক্ষালাভ যেমন পার্থিব উন্নয়নের চারিকাঠি তেমনি দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচার উপায়। তাই ধর্মীয় আবেগ নিয়ে শিক্ষা ও মানব উন্নয়নে এগিয়ে যেতে হবে। প্রবন্ধকার তাঁর এ প্রবন্ধে ইসলামী জীবন চর্চার প্রক্রিয়াকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন যেমন- প্রাথমিক পর্যায় বা প্রস্তুতি পর্ব; দাওয়া; এবং বিপ্লব। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস উল্লেখ পূর্বক তথ্যবহুল এক আলোচনা তুলে ধরেছেন।

---

১৫ আবদুন নূর (ইসলামী জীবন সাধনার পর্যায়ক্রম) *আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ৩-৮

Dhaka University Institutional Repository

আশুরার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা[৯৬]

চন্দ্র মাসসমূহের মধ্যে মুহাররমের গুরুত্ব অনেক। এই মাসের ১০ তারিখে ইসলামের ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আরবীতে আশরুন শব্দের অর্থ দশ। সুতরাং এখান থেকেই আশুরা শব্দটি এসেছে। এ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহতায়লা আদম (আ) এর পাপ মোচন করেন। নূহ (আ) কে ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে বাঁচান, ইব্রাহিম (আ) কে আগুন থেকে রক্ষা করেন। মুসা (আ) কে তাওরাত প্রদান করেন মাছের পেট থেকে ইউনুস (আ) কে মুক্তি দেন, দাউদ (আ) এর গুনাহ মাফ সহ অনেক তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনা ঘটে। বলা যায়, ১০ই মুহররম হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের এক ঐতিহাসিক দিবস। এর অন্যতম মাহাত্ম হচ্ছে এই দিনে নবীজীর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা) মুয়াবিয়ার শাসন বিরোধীতা ও সত্য ন্যায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ইমাম হুসাইন (রা) এর ত্যাগ ও কুরবানী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ১০ই মুহররম ইমাম হোসাইন (রা) শাহাদাত বরণ করলেও সেদিন অবশ্যই তার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ বিজয় লাভ করে। ইতিহাসের পাতায় ইয়াজিদ নৈতিকভাবে পরাভূত হয়। এজন্যই পৃথিবীর লক্ষ্য কোটি মুসলমান ১০ই মুহররম ইমাম হোসাইন (রা) এর শাহাদাত বার্ষিকী পালন করে এবং ইয়াজিদের অন্যায় শাসনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। প্রবন্ধকার এই প্রবন্ধে মূলত আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা তথ্যাবলীসহ তুলে ধরেন।

নবীগন (আ.) কি মা'সূম (নিষ্পাপ)?[৯৭]

আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী ও রাসূলগণ তাঁর বিশেষ নিয়ামত ও রহমত প্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে তাঁদেরকে মনোনীত করেন। এদের সকল ব্যাপারসমূহ আল্লাহ তাআলা দেখাশুনা করেন বলেই- এদের জীবন থাকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত। সর্ব প্রকার অন্যায় থেকে তারা মুক্ত। এটি ইসলামের অন্যতম মৌলিক আকিদা। ফেরেশতাদেরকেও আল্লাহ পাক নবীদের মত নিষ্পাপ রাখেন। তবে পার্থক্য এই যে ফেরেশতাদের পাপ শক্তি নেই আর নবীদের আছে। মূলত যে সমস্ত বিষয় থেকে নবীগণ মাসুম তা হল- আকীদার বক্রতা ও কুটিলতা, আল্লাহর বাণী প্রচার সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি, কথা ও কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আত্মিক ও নৈতিক কদর্যতা ইত্যাদি।

মূলত নবীদের মধ্যে পূণ্য ও পাপের কিছুটা শক্তি হলেও বিদ্যমান থাকে। এজন্য তা বের করে নেয়া হয়। মহানবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন করে শয়তান জুড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তাআলা আমার সাথে জুড়িয়ে দিয়া শয়তানকে পরাভূত করে দিয়েছেন। ফলে শয়তান আমার অনুগত এবং সে আমাকে শুষ্ঠু ভালো কাজের পরামর্শ দেয়। নবীগণ ছগীরা-কবীরা সকল প্রকার গুনাহ থেকে মাসূম। তবে এ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন তারা ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলন থেকে মাসুম নন। তবে সেটা ইসলামের পরিপন্থীর নয়, বরং নবীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহর সান্নিধ্য পাবার মাধ্যম। সর্বোপরি বলা যায়, নবীগণ সর্ব প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে মা'সুম। ইসমত তাঁদের নবুয়াতের অপরিহার্য গুণ।

---

৯৬ আ.ক. ম আবদুল কাদের (আশুরার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ৯-১৩

৯৭ আহমদ আলী (নবীগন (আ.) কি মা'সুম (নিষ্পাপ?) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ১৪-২৬

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন ও জীবজগত[১৮]

সৌরজগতের সকল গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহেই জীবের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এনিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেক আগেই চাঁদ সম্বন্ধে জানা হয়েছে। আজকাল এর সাথে অন্যান্য গ্রহ নিয়েও চলছে আলোচনা ও সমালোচনা। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আজ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, জীবের অস্তিত্বের জন্য পানি প্রয়োজন। এজন্য প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজার আগে খুঁজা হয় পানির অস্তিত্ব। প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলে জীব জগত। এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত কুরআনের বহু জায়গায় রয়েছে। অতীতের জ্ঞানীগণ কুরআনের যে অনুবাদ করে গেছেন, সেখানে বিজ্ঞানে জটিল বিষয়ে শব্দ চয়নে বিরাট ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। যা কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপে অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কুরআনে বর্ণিত আছে যে প্রাণের উৎস পানি। কোন গ্রহে যদি পানি মিলে তবে সেখানে প্রাণও মিলবে। জীবন জগতের অপরিসীম রহস্য জানতে হলে কুরআন বুঝা ও পড়ার কোন বিকল্প নেই। সঠিক জ্ঞানকে সবাই শুদ্ধা করে। সঠিক বিজ্ঞান কখনোই প্রগতিবিরোধী নয় সে কথাটা নিজেকে দিয়ে তলিয়ে দেখতে হবে। জীব জগতের আলোচনায় এটাই প্রতীয়মাণ যে , মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্দেশনা ও তথ্যসমূহে আধুনিক সঠিক বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তাই শুধু জীব জগতে নয়, যে কোন বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও নিদের্শনা জানতে পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া একান্ত অপরিহার্য। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা[১৯]

তাফসীর শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা। মহান আল্লাহ বিশ্ব মানব সমাজের হিদায়াতের জন্য যে মূল্যবান ঐশীগ্রন্থ আলকুরআন নাযিল করেছেন উহার সম্যক অর্থ জানা ও যথাযথ মর্ম উদ্ধার করা একমাত্র তাফসীর বিদ্যা চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। রাসূলের (স) যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ কুরআন আবৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে উহার অর্থ, ধর্ম ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্বয়ং রাসূলাহ (স) থেকেই শিক্ষা লাভ করেছেন। তাফসীর বিদ্যা অর্জনের জন্য একারণেই পরবর্তীকালে তাফসীর শাস্ত্র নামক একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের উৎপত্তি ঘটে। পবিত্র কুরআনের আয়াত দু প্রকারের। কিছু আয়াত এতই সহজ যে পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা যায় এবং এ নিয়ে কোন মত পার্থক্য ও লক্ষ্য করা যায় না। আবার কিছু শব্দ ও আয়াত আছে যা এতই সংক্ষিপ্ত যে, উহার অর্থ ও মর্ম উদ্ধার করা রীতিমত আয়াসসাধ্য ও সঠিক মর্ম লাভ করা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে তাফসীর শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত অনুসারে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখার ছয়টি উৎস তুলে ধরেন। বিভিন্ন ধাপে এই উৎসগুলোর সাথে সাথে তিনি তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (স) যুগ হতে বর্তমান পর্যন্ত যারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর করেছেন তাদেরকে যুগের বিভাজনে ছয়টি তাবকায় (স্তরে) ভাগ করে সবিস্তারে আলোচনস্করে মুফাসসির ও ভাষ্যকারগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে মুফাসসিরগণকে সাতটি শ্রেণীকে বিভক্ত করেন। সব শেষে প্রবন্ধকার পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করা, এর অর্থ শিখা, গভীরভাবে এর মর্ম ও জ্ঞান লাভ করা এবং মুসলিম জাতি তথা মানব জাতির মাঝে কুরআনের মৌল শিক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটানো এক মহৎ ইবাদত ও আবশ্যক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

---

১৮ ড: মোহাম্মদ আলী আজাদী (আল-কুরআন ও জীবজগত) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ২৭-৩২

১৯ আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ, (তাফসীর শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৩, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) [১০০]

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীও মহাকাশের সব জিনিসকে মানুষের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে সৃষ্টি করেন। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সমাজকেই বিশ্ব সমাজ বলা হয়। এ সমাজের সকল মানুষ সমানভাবে আলো, বাতাস, খাদ্য ও পানি গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে কে মুসলিম বা অমুসলিম মহান আল্লাহ তা দেখেন না। তবে এসব দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি নৈতিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণের সকল নীতিমালা। নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ অনেক কিতাব নাযিল করেন। তন্মধ্যে চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মদ (স) এর উপর নাযিল হয়েছিল আলকুরআন। যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব সমাজের সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত সরল পথ। বিশ্ব সমাজের শান্তির জন্য মহানবী (স) তার পুরো জীবন জুড়েই মানবতার জন্য আদর্শের পথ দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ পাক বলেন-"আমি তো আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি "(আলকুরআন, ২১:১০৭)" আজকের দিনের আধুনিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত নয় মহানবী (স) মসজিদে নববীর ক্ষুদ্র কামরায় অতি সাধারণ জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অত্যাচার প্রতিরোধে তিনি গড়ে তোলেন "হিলফুল ফুজুল" নামক আদর্শিক সংগঠন। লোভ, লালসা, হিংসা ও বিলাসীতার প্রতি তিনি মোটেও আসক্ত ছিলেন না। মহানবী (স) সংকটকালে মদীনা সনদ তৈরী করে বিশ্বে প্রথম সংবিধান তৈরী করে গেছেন। প্রবন্ধকার তার ৮ (আট) পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে রাসূলল্লাহ (স) কে একজন আদর্শ সমাজ বিনির্মাণকারী হিসাবে তুলে ধরে সর্বশেষে বলেন, আজকে আমরা যদি বিশ্বসমাজকে সত্যিকার কল্যাণময়ী রূপে দেখতে চাই তাহলে তাঁর মহান শিক্ষা- ঈমানদারী, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বীরত্ব, সাহসিকতা, ভদ্রতা, নম্রতা, মহানুভবতা, ক্ষমা, ঔদার্য, সুবিচার, পরোপকার, অঙ্গীকার রক্ষা, দু:খ দুর্দশা লাঘব বা নিবারণ, রোগীদের সেবা, আর্তের প্রতি দয়া, জনকল্যা সাধন এবং আল্লাহর হক আদায় প্রভৃতির সঠিক বাস্তবায়ন হতে হবে আমাদের জীবনে। তবেই পারব আমরা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা[১০১]

চাহিদা অসীম। তাই ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদাকে পূরণ করার জন্য যে ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয় তাই এক কথায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলী যেমন- আয়, ব্যায়, উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টন এগুলো নিয়ে ইসলামী অর্থনীতিতে যৌক্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে। তাই একে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির সাথে তুলনা চলে। ব্যক্তি ও সমাজের প্রাধান্যের মধ্যেই আধুনিক পুজিবাদী অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠে। আর সমাজতান্ত্রিক মতবাদে পার্থক্য এইটুকুই যে, এতে সমাজের মালিকানাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই এটা এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। অপরদিকে ইসলামে আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করে এবং সাথে সাথে ব্যক্তি ও সমাজের সাথে সমন্বয় করে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতিতে রক্তচোষা মতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলত: গরীব শ্রেণী দিন দিনই সহায় সম্বল হারায় এবং ধনী হয় অধিক ধনবান। সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, ব্যক্তি মালিকানাই সকল অনর্থের মূল। আর ধর্ম ও নৈতিকতাকে মনে করা হয় প্রভাবশালীদের হাতিয়ার। অন্যদিকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিতে দেখা যায় যে, বৈধ অবৈধ-

---

১০০ ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, (বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.))*আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৪, ১৯৯৮, পৃ. ৬-১৩

১০১ ড. মোহাম্মদ লোকমান (ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৪, ১৯৯৮, পৃ. ১৪-২৩

Dhaka University Institutional Repository

এর পার্থক্য, ধন সম্পদ সঞ্চয়ের আকাঙ্খা, অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ, যাকাত প্রদান, মিতব্যায়ীতাসহ সাতটি কল্যাণমূলক নীতিমালা ইসলামী অর্থনীতিতে বিদ্যামান। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উপরোক্ত মূলনীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োগ করলে ধনী দরিদ্র বৈষম্য কমে আসবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যের ভিত্তিতে আদর্শ এক সমাজ ব্যবস্থা। মোটকথা, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদে মানবজীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সফল করার কোন সু-ব্যবস্থা নেই। পরিশেষে প্রবন্ধকার বলেন-আসুন, আমরা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার এসব মূলনীতি জানার, বুঝার, উপলব্ধি করার এবং আমাদের দেশসহ গোটা মুসলিম উম্মাহকে এগুলো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি, মুসলিম উম্মাহকে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং সারা দুনিয়ার জনগনের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করি।

বিশ্ব সৃষ্টির আদি ও অন্ত : বিজ্ঞান ও কোরআন[১০২]

মহাজাগতিক ধ্রুবককে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা ধারণা দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বছর। এই পরিমাণটা সম্পূর্ণই অনুমান নির্ভর। এনিয়ে বিজ্ঞানীদের মত-বিরোধ রয়েছে। মহাকাশের জ্যোতিষ্করাজির আবিষ্কার শুরুর ঘটনা অনেক আগের। সেই পথ ধরে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ জুড়ে গবেষণা চালিয়ে দিন দিন তাঁদের পুঁজি ভারী করেছেন। আমাদের পৃথিবীটা অনেক বিস্তৃত মনে হয় কিন্তু সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের তুলনায় এর আকৃতি অনেক ক্ষুদ্র। সৌরজগতে আমাদের নিকটতম গ্রহ হলে সূর্য। তবে পৃথিবীর তুলনায় এটি কয়েক লক্ষ্য গুণ বড়। পবিএ কুরআনের অসংখ্য জোতির্বিজ্ঞান সম্বলিত আয়াতের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বের পরিচয় লাভ করতে পারি। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কারের সাথে কুরআনের আযাতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এর দ্বারা বুঝা যায় ১৪০০ বছর আগের কুরআন ছিল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান সহ সব বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আলকুরআন। মহাবিশ্বের চন্দ্র, সূর্য, সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী চলছে অবিরামভাবে। সবাই সু-শৃংখলিত ও নিয়মের অধীন। যা মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে সৃষ্টিকূলের প্রতি জানিয়েছেন। সুতরাং কুরআনের পথে চলে সামগ্রিক মানব জীবনে আনা যাবে অফুরান শান্তির বার্তা। সকল হানাহানি বন্ধে কুরআন হতে পারে সকল প্রকারের মহা নিয়ামক। এর সত্যতা আমরা পাই জ্ঞানের সকল শাখা ও মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সবশেষে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো মূলত কুরআনের বিশেষ জায়গা সমূহের নির্দেশনা। প্রবন্ধকার তাঁর এ তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ সাত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটি পবিত্র কুরআনের সূরা হাদীদ-এর ৩নং আয়াত এবং সূরা কালাম-এর ৫২ নং আয়াত উলেস্নখের মাধ্যমে প্রবন্ধটির সমাপ্তী টানেন।

ইসলামী সমাজে মসজিদের ভূমিকা ও ইমামের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য[১০৩]

আল্লাহ বলেন নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম গৃহ যা মানব জাতির জন্য নির্মিত হয়েছে তা হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত এই ঘর। এটা সারা বিশ্বের মানুষের বরকতময় ও হিদায়াতের কেন্দ্র স্বরূপ। পৃথিবীর সর্বপথম ঘর হলো মসজিদ। আর এর রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ইমাম রয়েছেন। মহানবী (স) এর যুগে মসজিদ ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলকেন্দ্র জায়গা। সকল সমস্যার ফয়সালা হতো

---

১০২ ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী (বিশ্ব সৃষ্টির আদি ও অন্ত : বিজ্ঞান ও কোরআন) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৪, ১৯৯৮, পৃ. ২৪-৩০

১০৩ আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ (ইসলামী সমাজে মসজিদের ভূমিকা ও ইমামের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা-৪, ১৯৯৮, পৃ. ৩১-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ চত্বরে। অথচ মসজিদ আজ সে গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। শীর্ণতা ঝেড়ে মসজিদগুলো ঝাকঝমকপূর্ণ হলেও ইমামগণ দিনদিন তাদের পদমর্যাদও সামাজিক নেতৃত্ব হারাচ্ছেন। নবুয়তের আলোকে পুণরায় ইসলামী খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের নেতা ও মসজিদের ইমামের চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধন জরুরী।

পৃথিবীর বুকে মসজিদ শ্রেষ্ঠতম স্থান এবং জান্নাতের প্রতিচ্ছবি হিসাবে ইসলামী সমাজে পরিচিত। আজকাল যেভাবে নির্বাচিত মন্ত্রী এমপিদের সংসদে শপথ পড়ানো হয়, তখন মসজিদে নববীতেই এসব অনুষ্ঠান হতো। শিক্ষার প্রধান কটক হিসাবেও এর সুনাম ছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু না থাকায় একে মসজিদে নবীর বৈশিষ্ট্যে গড়া যাচ্ছে না। প্রবন্ধকার জনাব আবুবকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লা তাঁর এ ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে ভূমিকার পর মসজিদের পরিচিতি, মসজিদ বিশ্বের প্রথম গৃহ ও বিশ্ব মানবতার মিলনকেন্দ্র, হিদায়াত ও শান্তি নিকেতন, ইসলামী সমাজের প্রাণ কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বিচারালয়, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাংলাদেশের মসজিদ ও উহার প্রকৃত অবস্থা ক্রমান্বয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণ তথা সরকার, মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ইমাম ও মুসল্লী সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত ১০ দফা সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করে বলেন, এই প্রস্তাবনাটি সরকারি ও বেসরকারি সকল শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত ও অনুসরণ করা হলে মসজিদগুলি যেমন আদর্শিক মান ফিরে পাবে, তেমনি ইমামগণ পাবেন তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার। এভাবে মসজিদভিত্তিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বার উম্মোচিত ও তরান্বিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিয়ামত কখন ও কিভাবে: আল-কোরআন ও বিজ্ঞান[১০৪]

এই পৃথিবী এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে এটা নিশ্চিত। করআন ও বিজ্ঞান এক্ষেত্রে একই কথা বলে। তবে কুরআন যাকে কিয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছে, বিজ্ঞান তাকে Explosion বলেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, এক সময় বিরাট একটা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমেই এই পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অপর দিকে কুরআন বলে—"এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (প্রথম বার) ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অত:পর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ উহারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (আল-কুরআন সুরা ৩৯, আয়াত ৬৮) তবে পরবর্তী ফুৎকারে যে সবকিছু জীবিত হবে এবং শেষ বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে নীরব। কারণ বিজ্ঞান আজও এধরণের কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি। কিয়ামত কখন হবে এ বিষয়ে কুরআন ও বিজ্ঞান স্পষ্ট সময় উল্লেখ না করলেও মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, কিয়ামত আকস্মিকভাবেই হবে ও অবিশ্বাসীরা বিস্মিত হয়ে যাবে। তবে বিশ্বাসীরা হতবাক হবে না। প্রবন্ধকার ড.মোহাম্মদ আলী আজাদী আলোচ্য প্রবন্ধের সূচনা টেনে কিয়ামত কি? কখন হবে? লক্ষণসমূহ কি কি? কোন অবস্থায় আসবে? সে দিনের কি রূপ হবে? পুনরুত্থান প্রক্রিয়া কি রকম হবে? এসব কিছু কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তুলে ধরেন। প্রবন্ধকার বলেন, প্রবন্ধে আলোচিত কসমোলজীর এবং আলকুরআনের আলোকে মহাপ্রলয় তথা বিচার দিবস সম্বন্ধে আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আলকুরআনেই আছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস এবং পুন:সৃষ্টি সমন্ধীয় জটিল বিষয়ে জানার জন্য সঠিকভাবে আগানোর এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার বিজ্ঞান ভিত্তিক বার্তা তথা পথ নির্দেশ।

---

১০৪ ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী (কিয়ামত কখন ও কিভাবে: আল-কোরআন ও বিজ্ঞান) *আত-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা-৫, পৃ.৬-১২

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে প্রবন্ধকার বলেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নথিকৃত কুরআন পড়ার, বুঝার এবং জীবন ও জগতে কায়েম করার এবং The day of judagement থেকে শুরু করে অনন্ত অসীম পরকালীন জীবনে শান্তি পাওয়ার তৌফিক দিন।

Identity of the Plants indicated in the Holy Quran[১০৫]

পবিত্র কুরআন শরীফে বেশ কিছু সূরা ও আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ জীবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন ও তার আলোকপাত করেছেন। এরূপ কমপক্ষে ১৬ টি আয়াত রয়েছে যার মধ্যে অন্তত ২০ টি উদ্ভিদের নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। এই সকল উদ্ভিদের পরিচিতি সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। তা-না হলে উক্ত আয়াত সম্পর্কে আয়াতসমূহের নাযিলের পটভূমি ও তার সম্যক জ্ঞান অপূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষ করে এমন কিছু উদ্ভিদের উল্লেখ রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশে কখনো জন্মায় না বা দেখা যায় না। যেমন, যখন খেজুরের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তখন যে তা আমাদের দেশের খেজুর না হয়ে আরবীয় খেজুর হবে তা অনুধাবন করা গেলেও যখন জলপাই, ডুমুর, ট্যামারিক্স ও মার্ফ উদ্ভিদের উল্লেখ করা হচ্ছে তখন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে অনেক সময় আমরা ভুল করে বসি। এর ফলে আয়াতসমূহের মর্মার্থ, গুরুত্ব ও গভীরতা সঠিকভাবে উপলব্ধি হয় না। প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধের মাধ্যমে পবিত্র-কুরআনে সরাসরি উদ্ভিদ নামের উল্লেখ রয়েছে এরূপ আয়াতসমূহের উদ্ভিদ বিষয়ক পরিচিতি ও মমার্থ তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন।

শব্দে সৃষ্টি, শব্দে দ্বন্ধময় জীবন ও শব্দে মহাপ্রলয়[১০৬]

স্রষ্টার তরফ থেকে শব্দ, ভাষা একটি অপরিহার্য উপকরণ। ইহার মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই শব্দের সৃষ্টি। কারণ সৃষ্টিকর্তা সকল কিছু সৃষ্টি করার পর প্রশ্ন করলেন আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সবাই বললেনঃ জি হাঁ। এই শব্দ তথা বাক্যগুলি মানুষের সৃষ্টিপূর্ব অবস্থায় তাদের প্রতি সৃষ্ঠার প্রথম আলাপ ও আলোচনা।

তবে মনে রাখতে হবে আলস্নাহ তাআলা বিশ্বের জাতিসমূহকে তাদের নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ভাষা দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের আনন্দ ও বেদনা প্রকাশের জন্য হাসি ও কান্নার মত শব্দ তৈরী করেছেন। আর এগুলো প্রাত্যহিক জীবনে কতইনা প্রভাব রাখছে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা যে মুখে ভাষা দিয়েছেন, সেই ভাষা ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার অধ্যাপক সৈয়দ রশীদুন্নবী কুরআন ও হাদীসের আলোকে শব্দ ও ভাষা বিষয় আলোচনা পূর্বক কিয়ামত বা মহাপ্রলয় বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

কোরআন ও বিজ্ঞানের আলোকেঃ রহস্যময় মহাবিশ্ব[১০৭]

মহাবিশ্ব সত্যিই রহস্যময়। আর এই মহা রহস্যময় বিশ্বকে জানার পৃথিবীর হাজারো মানুষ ঘুরছে জ্ঞানের অন্বেষণে, এখনও ঘুরছে। তাই বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিকরা একেক জন একেক

---

১০৫ Dr. Mostafa kamal Pusha (Identity of the Plants indicated in the Holy Quran) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা-৫, ১৯৯৯, পৃ. ৫৫-৬২

১০৬ অধ্যাপক সৈয়দ রশীদুন্নবী (শব্দে সৃষ্টি, শব্দে দ্বন্ধময় জীবন ও শব্দে মহাপ্রলয়) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৫, ১৯৯৯, পৃ. ১৩-১৮

১০৭ ড. মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (কোরআন ও বিজ্ঞানের আলোকেঃ রহস্যময় মহাবিশ) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৫, ১৯৯৯, পৃ. ২৫-২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে উত্তর খোঁজার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রাচীন কাল থেকেই মহাবিশ্ব তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন গ্রীস দার্শনিক এ্যারিস্টটল, টলেমী, কোপার নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আরও অনেকে। তারা বিশ্বাস করতেন-মহাবিশ্ব চিরকাল ছিল এবং চিরকালই থাকবে। স্টিফেন হকিং তার "কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখেছেন বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হলো-এমন একটি তত্ত্ব দান করা, যে তত্ত্ব সম্পূর্ন মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। মহাবিশ্বকে তিনি বেশ নিয়মবদ্ধরূপে কতগুলি বিশেষ বিধি অনুসারে বিকশিত করেছিলেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কেও বিজ্ঞানের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে তার। বিভিন্ন ব্যাখ্যায় আজ এটা প্রমাণিত যে, সমগ্র মহাবিশ্ব একই বস্তু থেকে সৃষ্ট এবং একই সংবিধানের অধীনে সক্রিয় রয়েছে।

এই বিরাট সৃষ্টি জগৎ যার মধ্যে রয়েছে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি ছায়াপথ এবং প্রতিটি ছায়াপথে আবার প্রায় দশ হাজার কোটি তারার সন্ধান লাভে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের রাজ্য এখন ভূমণ্ডলের উপরিভাগ পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে লক্ষ্য কোটি সৃষ্টি। মহাবিস্ফোরণের পূর্বে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই একত্রে ছিল এ তত্ত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। (সূরা আম্বিয়া-এর ৩০ নং আয়াতে) এরশাদ হচ্ছে "অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে সংযুক্ত ছিল; পরে আমরা উহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছি।" স্টিফেন হকিং আরো বলেন-মহাবিশ্ব বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি বরং একটি শুন্যতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি যে, কোন সৃষ্টির পেছনে শক্তি তত্ত্ব কাজ করে কিন্তু এই তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না। আবার পবিত্র কুরআনে সৃষ্টিকর্তা এরশাদ করেন- "তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদানের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে এই কথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষনাৎ তা হয়ে যায়।" (আল-কুরআন ২: ১১৭) মহাবিশ্বের যেমন শুরু আছে তেমনি শেষ ও আছে। এই সুন্দর সৃষ্টিময় বিশ্ব যেখানে আবার সকলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা যেমন বিজ্ঞান স্বীকার করে, তেমনি কুরআনেও স্পষ্টাভাবে বলা হয়েছে। মূলত প্রবন্ধকার কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে রহস্যময় মহাবিশ্ব সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা তুলে ধরেছেন অত্র প্রবন্ধে। পরিশেষে তিনি (প্রবন্ধকার) মুনাজাতের মাধ্যমে প্রবন্ধটির সমাপ্তী টেনেছেন। তিনি প্রার্থনায় বলেন, "হে মহাপ্রভূ! আমাকে জ্ঞান দান করুন" এবং শুধু মাত্র আপনার রহস্যময় মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করার জন্যই।

যাকাতের শর'য়ী গুরুত্ব ও বিধান[১০৮]

ইসলাম ধর্ম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হলো যাকাত। যাকাত আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো—পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। ইসলামী পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে-স্বচ্ছল ও আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তির ধন-সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ যথাযথ প্রাপ্যের নিকট শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় বন্টন করা। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিশুদ্ধি সাধিত হয়। সম্পদের লোভ-মোহ, সার্থপরতা বিদুরীত হয়ে যাকাতদাতার আত্মা কলুষমুক্ত হয়। কার্পন্যের দোষে সে দুষ্ট হয় না। আর যে যাকাত আদায় করে না তার সম্পদ ও আত্মপংকিলতা ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ থাকে। লোভ-মোহ তার হৃদয়কে করে আচ্ছাদিত। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অসচ্ছল ব্যক্তিদের হাতে সম্পদ পৌছার কারণে

---

১০৮ ড. আবুল কাসেম মুহাম্মদ আবদুল কাদের (যাকাতের শর'য়ী গুরুত্ব ও বিধান) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৫, ১৯৯৯, পৃ. ৩৪-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা হলেও আর্থিক সঙ্গতি ফিরে আসে। এতে করে চাহিদা, উৎপাদন, বিনিয়োগ, জনশক্তির কর্ম সংস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। এভাবে যাকাত দরিদ্রকে প্রবৃদ্ধি দান করে, সেই সাথে সম্পদশালীর মন ও সম্পদে উৎকর্ষ সাধন করে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন সম্পদের মাঝেই সীমিত থাকেনা। বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারনা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং যাকাত হচ্ছে ধনীদের ধন-সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লার রহমত লাভের আশায় শরীয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়। এটা কোন অনুদান কিংবা দয়া মায়া নয়। মহাগ্রন্থ আলকুরআনে সর্বমোট ৩২টি স্থানে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৮ স্থানে সালাত ও যাকাতকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মহানবী (স) সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং সকল মুসলমানের কল্যাণকামী হতে হবে মর্মে সাহাবীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তাই যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব ও বিধানের প্রতি নজর রেখে ইসলামী নীতিমালার আলোকে যাকাত সংগ্রহ এবং তা বিলিবন্টনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধকার বলেন, বিগত কয়েকশ বছর যাবত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলি বন্টন নিঃসন্দেহে দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রবন্ধকার ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। যার মাধ্যমে একটি বিষেশজ্ঞ কমিটি গঠন করে আধুনিক আইনের সহযোগিতা নিয়ে বর্তমান যুগোপযোগী একটি যাকাত বিধি (Zakat Act) তৈরী করতে হবে। তবে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই এবং সরকারীভাবে যাকাত সংগ্রহ ও তা বন্টনের সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থাপনা নেই, সেসব দেশে স্থানীয়ভাবে ইসলামী আদর্শে অনুসারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান কায়েম করে ইসলামী নীতিমালার আলোকে যাকাত সংগ্রহ এবং তা বিলি-বন্টনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র[১০৯]

মহাগ্রন্থ আলকুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে নাযিলকৃত মানবজাতির পথের দিশা সম্বলিত আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বিক দিক-নির্দেশনার পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য তথ্য রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। পৃথিবী সৃষ্টির ৪ ভাগের ৩ ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পানি। এই পানির বিরাট অংশ দখল করে আছে সাগর ও মহাসাগর। প্রবন্ধকার ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী এই সাগর/ দরিয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরাতে ৪০ বার এসেছে বলে উল্লেখ করে সেগুলোর সূরা নং ও আয়াত নং ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করেন। যেমন—

২ঃ৫০; ১৬৪; ৫ঃ৯৬; ১০৩; ৬ঃ৫৯; ৬৩;, ৯৭;
৭ঃ১৩৮; ১৬৩; ১০ঃ২২; ৯০; ১৪ঃ৩২; ১৬ঃ১৪;
১৭ঃ ৬৬; ৬৭;৭০; ১৮ঃ৬০; ৬১; ৬৩;৭৯; ১০৯; ২০ঃ ৭৭;
২২ঃ৬৫; ২৪ঃ৪০; ২৫ঃ৫৩; ২৬ঃ৬৩; ২৭ঃ৬১; ৬৩;
৩০ঃ ৪১; ৩১ঃ২৭; ৩১; ৩৫ঃ১২; ৪২ঃ৩২; ৪৪ঃ২৪;
৪৫ঃ১২; ৫২ঃ৬; ৫৫ঃ১৯; ২৪; ৮১ঃ৬; ৮২ঃ৩;

অতপর উপরোক্ত আয়াতগুলির মধ্যে মাত্র দু একটি আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তার পুরো প্রবন্ধ জুড়ে। আলোচনাকে দু'টি অংশে বিভক্ত করে প্রথম অংশে আলোচনা করেছেন সাগরের স্তরীভূত অন্ধকার (২৪ঃ ৪০) বিষয়ে এবং দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করেছেন দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের

---

১০৯ ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী (কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৬, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

সংযোগকারী দুই সাগরের মিলন তথ্য নিয়ে (৫৫ঃ১৭-২৫,২৫ঃ৫৩)। সবশেষে প্রবন্ধকার বলেন, আসুন আমরা আল কুরআনকে বুঝি এবং আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে কুরআনের রঙে রঞ্জিত করি। তাহলেই ইহকালীন ও পরকালীন সার্থকতা নিশ্চিত হতে পারে।

জেনেটিক বিজ্ঞান জিনোম প্রকল্প ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি[১১০]

হাদীসের ভাষ্যমতে দুইটি বিষয়ে জ্ঞান উপকারী ভূমিকা রাখে। তার মধ্যে একটি হলো ধর্মীয় জ্ঞান, অন্যটি শারীরিক জ্ঞান। এ জন্যই দ্বীনের জ্ঞান দীর্ঘ ১৪শত বছর ধরে চলে আসছে। তার সাথে সাথে শারীরিক জ্ঞান সম্বন্ধেও চলছে অনুসন্ধান। মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, জাবির-বিন-হাইওয়ান প্রমুখ ইসলামের ১ম যুগে আব্বাসিয় খেলাফতের সময়ে অনেক গভীর বিষয় উদ্ভাবন করছেন। তারা দেহ অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতা নিশ্চিত করতে আবিষ্কার করেছেন অস্ত্রোপাচার। কুরআনকে আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী অবজ্ঞা করার সুযোগ পায়নি। আর জেনেটিক বিচারে ডারউইনের বিবর্তন মতবাদ বৈপরত্যিপূর্ণ হওয়াই এবং জেনেটিক কৌশলের দ্রুত অগ্রগতি ও মলিকিউলার জীববিদ্যার বিচারে বিবর্তনবাদ ঝুকিপূর্ণ প্রমাণিত হওয়ায় পরিত্যক্ত, তাই কুরআন সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "তিনি (আল্লাহ) ক্ষুদ্রতম শুক্র (নুৎফাহ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নহল, আয়াত-৪) মানুষের সৃষ্টি ধাপে ধাপে যেমন রক্তপিণ্ড হতে মাংসপিণ্ড, তা হতে অস্থি আবার অস্থি হতে মানুষের কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা বর্ণনা করেছেন। কুরআন হাদীসের উল্লেখিত মানব দেহের বিবরণ ও ইহার শুক্রাবস্থা থেকে পূর্ণ মানবরূপে রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং শরীরের অসুস্থতার জন্য ঔষধ আবিষ্কারের ঘোষণা ইদানিংকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। আর এসবই মহান আল্লাহর অপর করুনা ধারা। প্রবন্ধকার বলেন, তাই আমাদের উচিত আমরা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুনকীর্তনে মুখরিত থাকি।

সৃষ্টির রহস্যে বিমোহিত বিজ্ঞানীরা যা আল্লাহর অস্তিত্বেরই স্বীকৃতি [১১১]

পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আল্লাহ তাআলা সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছেন। প্রত্যেকটি বস্তু শৃঙ্খলার সাথে নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। আল্লাহ বলেন, "সূর্য নাগাল পেতে পারেনা চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলেনা দিনের, প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে" (আলকুরআন, ৩৬ঃ৪০) একখণ্ড তৃণগুল্ম হতে শুরু করে মহাকাশের নীহারিকাসমূহও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে দেখি। প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্রেও শৃঙ্খলার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আর এটাই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতির মূল বিধান। এসব অবলোকন করে আজকের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের গভীরে গিয়ে শুধুই অবাক হচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও এ নিয়ে অনেক গবেষণা করে দেখেছেন যে, মহাবিশ্ব নিয়মতান্ত্রিকভাবে একে অপরকে পদক্ষিণ করছে। নিয়মের ব্যাঘাত ঘটলেই মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহর এমন বাণীকে আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করেন এভাবে- "প্রকৃতি আমাদের প্রভূ সেই অতিকায় সিংহের লেজটুকু দেখায়। কিন্তু আমার সন্দেহ নেই বিরাট আকারের সিংহটা আমাদের পুরো দেখা না দিলেও সেই লেজটা তারই।" যদি এই সিংহটার পুরো অবয়বটি আবিষ্কার করা যায় সেদিন আর পদার্থ বিজ্ঞান কেন কোন বিজ্ঞানেরই প্রয়োজন হবেনা। এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞানীদের বিমোহিত করে তুলছে। নব আবিষ্কারের বেগ বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি জোরদার হচ্ছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র ও গ্রহ যে মৌলিক পদার্থ দ্বারা তৈরী তারই পঅপরিজেয় রূপে ক্ষুদ্র কনিকায় কি করে পরিণত হল এবং কোন দক্ষতার জন্যে এই জীবন রক্ষা পাচ্ছে। তা সম্ভবতঃ চিরদিনই মানুষের বোধশক্তির বাইরে

---

১১০ সৈয়দ রশিদুন্নবী (জেনেটিক বিজ্ঞান জিনোম প্রকল্প ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৬, ২০০০, পৃ.১৭-২৯

১১১ ড. আবুল কালাম আজাদ (সৃষ্টির রহস্যে বিমোহিত বিজ্ঞানীরা যা আল্লাহর অস্তিত্বেরই স্বীকৃতি) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৬, ২০০০, পৃ.১৭-২৯

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে। আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝার জন্য এতটুকু প্রামাণই যথেষ্ট প্রবন্ধকার পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখের মাধ্যমে প্রবন্ধের সূচনা টেনে সবশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা নিজেই, সকল বস্তুই বিপরীতধর্মী হওয়ার সুবিধাটা কোথায়? এ্যানথ্রাপিক প্রিন্সিপল কি? জাস্ট সিক্স নাম্বার্স কি? কি করে বীজ থেকে অঙ্কুর উদগম হয়? এসব বিষয় আলোচনা করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানময় বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

মুসলিম ঐক্য: সমস্যা ও সম্ভাবনা[১১২]

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'একতাই বল।' অথচ এই একতার অভাবেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এত দূরত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর শক্তভাবে, পরস্পর বিছিন্ন হয়োনা।" (আল-কুরআন) মহানবী (স) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই" শুধু মুসলিম নয় বরং যে কোন সম্প্রদায় বা জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই। ধর্মতত্ত্ব, ধর্মপালন পদ্ধতি, সমাজ ও রাজনীতির কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মৌলিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যেমন-নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতির ক্ষেত্রে একতা বিদ্যমান। এসব বিষয়ই মূলত ঐক্য ও অনৈক্যের মূল কারণ। এ ছাড়াও অমুসলিম জনগোষ্ঠীসহ হিন্দু-খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা মুসলিম ঐক্যকে বিনষ্ট করার অপচেষ্ঠায় সব সময়ই লিপ্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিন, আফগানিস্থান, কসোভা, ইরাক, নাইজেরিয়াসহ আরও সব মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালেই আমরা বাস্তবতা বুঝতে পারি। ইসলামের সাথে রাজনীতির অপব্যবহার, মৌলবাদ-অমৌলবাদ, আলিমদের দলাদলি ইত্যাদি কারণে মুসলিম সমাজের ঐক্য আজ বিঘ্নিত। প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে ভূমিকার পর মুসলিম ঐক্য কি? মুসলিম ঐক্যের অন্তরায় কি? অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ইসলাম ও রাজনীতির ব্যবহার অপব্যবহার, ইসলাম-জাতীয়তাবাদ ও জাতি রাষ্ট্র, ইসলাম ও নিয়মতান্ত্রিকতাবাদ, ইসলাম ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থা , মতভিন্নতা ও ঐক্য, মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে আদিম সমাজের ভূমিকা, মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরেন। সবশেষ প্রবন্ধকার বলেন, আজকের বিশ্বে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে মুসলিম নেতৃত্বকে শিক্ষিত, আধুনিক, পরমত সহিষ্ণু ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে।

হজ্ব ও বায়তুল্লাহ ইতিহাস-ঐতিহ্য, মর্যাদা ও মাসায়েল[১১৩]

হজ্জ হলো মুসলিম উম্মার বিশ্বজনীন ইসলামী মহড়া। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি নব চেতনায় আল্লাহর আনুগত্যে ব্রতী হয়। হাজীগণ জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে আপন গৃহে। প্রবন্ধকার প্রবন্ধের শুরুতেই ভূমিকার পর হজ্ব শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণপূর্বক পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস তুলে ধরেন। তারপরই তিনি হজ্বের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে হজ্বের মর্যাদা, মাসায়েল আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে হজ্ব কখন ফরয হয়? কার উপর ফরজ, হজ্বের প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ করে হজ্বের ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ বর্ণনা করেন। পরিশেষে রাসূলল্লাহর (স) ঐতিহাসিক বিদায়ী হজ্বের বিদায় ভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখের মাধ্যমে প্রবন্ধের ইতি টেনেছেন। সব শেষ তিনি প্রার্থনায় বলেন, পবিত্র হজ্বের প্রকৃতি মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য মুসলিম উম্মাহর সাথে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হোক। প্রতিফলিত হোক রাসূলল্লাহর (স) বিদায় হজ্বের তাৎপর্য। এটাই মহান আল্লাহর নিকট একান্ত প্রার্থনা।

---

১১২ ডক্টর হাসান মোহাম্মদ (মুসলিম ঐক্য: সমস্যা ও সম্ভাবনা) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৬, ২০০০, পৃ.৩০-৩৬

১১৩ আবূ বকর মুহম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ (হজ্ব ও বায়তুল্লাহ ইতিহাস-ঐতিহ্য, মর্যাদা ও মাসায়েল) *আত্-তাকবীর* [সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা], সংখ্যা ৬, ২০০০, পৃ.৩০-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রে ইসলাম চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ : এসিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা। এ পত্রিকাটি এ অঞ্চলের গণ মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করে। স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ড, আচার-আচরণ, তাঁদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ও জীবন-চরিত এখানে স্থান পেয়েছে। 'বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি' পত্রিকায় বিগত ১৯৭১ থেকে ২০০০ খৃ. পর্যন্ত প্রকাশিত ইসলাম চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

MORALITY IN TRADE UNDER THE PERSPECTIVE OF ISLAM[১]

প্রাবন্ধিক তাঁর পুরো প্রবন্ধ জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শের বিবরণ প্রদান করেছেন। প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করেছেন। যেমন–ইসলামে ব্যবসার গুরুত্ব; হালার জীবিকার প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত; এক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতির উল্লেখ; সাহাবাদের কার্যকলাপ উদাহরণ হিসেবে পেশ; দ্বিতীয়ত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন–দয়া; বদান্যতা; সততা; বিশ্বস্ততা; মহানুভবতা; উদারতা; নির্লোভতা; সুনাম(Good will); ন্যায় বিচার ইত্যাদি গুণাবলীর প্রয়োগ। সাথে সাথে প্রবন্ধকার এগুলোর দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তারপর গুদামজাতকরণ নিষিদ্ধ; ব্যবসায়িক চুক্তিনামার বাস্তবায়ন; নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় নানা বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ; অনৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ; হালাল উপার্জন ও খাদ্য গ্রহণ; আদল, ইহ্সান ও তাক্বওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রবন্ধকার। ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা-বাণিজ্যের (Trade) ক্ষেত্রে নানা শর্তাবলীর আলোচনা করে ব্যবসা-বাণিজ্যের (Trade) ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষায় হিসবাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োগের কথা বলেছেন প্রবন্ধকার। পরিশেষে বান্দার হক সংক্রান্ত বিধি-বিধান (Rules and regulations) এর বদান্যতা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত (Trade affairs) ইসলামী বিধিমালার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ (Peaceful Society) গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

THE ROLE OF MEMORY IN THE PRESERVATION OF HADITH[২]

এটি কোন প্রবন্ধ (Article) নয়; Note মাত্র। শুরুতেই হাদীসের পরিচয় দান করে ইসলামে হাদীসের স্থান ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তারপরই হাদীস সংগ্রহে সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ এবং হাদীস স্মরণ রাখার ব্যাপারে মহানবী (স)-এর নির্দেশ প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। তৎপর ক্রমান্বয়ে এক্ষেত্রে তাবেঈগণ এবং এর পরবর্তীগণের অবদান; হাদীস মুখস্তকরণে তাদের সতর্কতা ও আগ্রহ; তাদের স্মৃতিশক্তির বর্ণনা; হাদীস স্মরণে মুহাদ্দিসগণকে নানা রকম পরীক্ষার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে স্মৃতিশক্তিকে (Memory) আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ নি'আমত হিসেবে উল্লেখ করে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হাদীস সংরক্ষণে যে অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে তা উল্লেখ হয়েছে।

---

১ Muhammad Shafiq Ahmed, (MORALITY IN TRADE UNDER THE PERSPECTIVE OF ISLAM) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* Vol-44, No-2, December-1999 PP. 61-83

২ A. H. M Mujtaba Hossain (THE ROLE OF MEMORY IN THE PRESERVATION OF HADITH) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol- 35, No-1, June 1990, PP. 121-125

Dhaka University Institutional Repository

CONTRIBUTION OF NISHAPUR TO ISLAMIC LEARNING (350-450/960-1060)[৩]

প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের শুরুতেই ইসলামী শিক্ষা ক্ষেত্রে ৩৫০ হিজরী হতে ৪৫০ হিজরী সময়কালীন অবদান রেখেছেন এমন কতিপয় নিশাপুরের পণ্ডিত ও ইসলামী মনীষীদের প্রসঙ্গে আলোচনা তুলে ধরেছেন। প্রথমত সাধারণ বর্ণনায় নানা শাসনামলে বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের অবদান উপস্থাপন করেছেন।তারপর তিনি নিশাপুরী পণ্ডিতদের অবদান বিষয়ভিত্তিক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন–কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত; হাদীস; আইনবিজ্ঞান; সুফীবাদ ও ধর্মীয় সাহিত্য; আরবী ভাষা ও সাহিত্য; দর্শন ও বিজ্ঞান; আঞ্চলিক ও জীবনী সংক্রান্ত ইতিহাস। মনীষীদের অবদান উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি প্রসঙ্গক্রমে তাদের রচনাবলী/গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে মাত্র এক শতাব্দীর মনীষীদের অবদান উল্লেখ করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদের ভূমিকায় প্রশংসামূলক বক্তব্য দিয়ে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন।

The Methodology and Role of Hadith in Explaining The Holy Quran[৪]

প্রবন্ধকারদ্বয় প্রবন্ধের শুরুতেই আল কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের ভূমিকা এবং হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমত হাদীসের পরিচয় ও আল কুরআনে হাদীসের গুরুত্ব বিষয়ে যে বাণী রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। আলকুরআনের তাফসীরে হাদীসের গুরুত্ব আলোচনা, এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত উপস্থাপন, দু'প্রকার তাফসীরের বর্ণনা, বিশেষ করে তাফসীর বিল মাছুর বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার। আলকুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মহা দায়িত্বে মহানবী (স)-এর কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে মহানবীর (স) গৃহীত দু'টি পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেন। আর পদ্ধতি দু'টি হলো–স্বীয় কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে; এবং কথার মাধ্যমে। তারপর আলকুরআনের ব্যাখ্যায় এ দু'টি পদ্ধতির নানারূপ উদাহরণ ও উপমা উপস্থাপন করেন। প্রাবন্ধিকদ্বয় এ প্রসঙ্গে কিছু Socio-Historical রেফারেন্সও উল্লেখ করেছেন। যা এ প্রবন্ধের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে। পরিশেষে আল কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের অদ্বিতীয়তা ও বিকল্পহীনতার কথা বলে প্রবন্ধের উপসংহার টানা হয়।

Some Observation of Islamic Thinkers on the Conception of ADL (Justice)[৫]

আদল (Justice) এর নানা দিক নিয়ে ইসলামী মনীষী, মতবাদ ও ব্যক্তিত্বের মতামত উপস্থাপন। আলোচিত মনীষীগণ হলেন, আল কিন্দী, আল ফারাবী, ইবন রুশদ, ইবন মিসকাওয়াহ, আল গাযালী, আল মাতুরিদী প্রমুখ। ইসলামের বিভিন্ন উপদলের দৃষ্টিতে আদল-এর স্বরূপ আলোচনা। যেমন- মুতাযিলা, খারিজী, কাদিরিয়া ও আশআরী। মনীষীদের আলোচনায় আদল-এর

---

৩ Md. Abdus Sattar, (CONTRIBUTION OF NISHAPUR TO ISLAMIC LEARNING (350-450/960-1060)) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol- XXX (2), 1985.

৪ Muhammad Abdul Malek, (**The Methodology and Role of Hadith in Explaining The Holy Quran**) *Journal of t he Asiatic Society of Bangladesh*, Vol- 45/1, 2000, PP. 21-30

৫ Azizun Nahar Islam, (Some Observation of Islamic Thinkers on the Conception of ADL (Justice)) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 38 (1), 1993, PP. 39-53.

Dhaka University Institutional Repository

নানা দিক উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন–আদল এর প্রয়োজনীয়তা; সৎগুণাবলীর মধ্যে আদল-এর স্থান; আদল-এর প্রাসঙ্গিকতা; আদল-এর উৎস; আদল-এর পুরস্কার; আদল-এর যৌক্তিক দিক; মানুষের স্বাধীনতা ও আদল; আদল-এর স্তরভিত্তিক বর্ণনা; আদল স্বভাবজাত গুণ; আদল-এর প্রকারভেদ; (মানবীয় ও ঐশী) আদল-এর স্বরূপ; (স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতিফলন) আদল-এর নৈতিক শিক্ষা ও দিক; স্রষ্টা কি ন্যায় বিচারক? তাঁর সর্বক্ষমতা এবং আদল-এর পরস্পর বিরোধিতামূলক দার্শনিক আলোচনা; শরীআতে আদল-এর স্থান; সিরাত্বাল মুসতাকীম (সরল-সঠিক পথ)-এর ক্ষেত্রে আদল-এর ভূমিকা; প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক আলোচনা ও স্রষ্টা-সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা সূক্ষ্ম প্রশ্নাবলী ও মুসলিম দার্শনিকেদের নানা মতামত এ রচনার মূল প্রতিপাদ্য।

German Contribution to Arabic & Islamic Studies[৬]

ভূমিকায় মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। গ্রীস, রোমান, চীন, ভারত ও পারস্য সভ্যতার আত্তীকরণ; পরবর্তীতে জার্মানদের দ্বারা ইসলামী ও আরবীয় সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক কতিপয় জার্মান পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করে উপরোক্ত বিষয়ে তাদের কার্যাবলী ও অবদানের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমত ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীগণ—Kosegarten; Wilhelm Freytag; Woepke; Friedrich Ruckert; Soloman MunkGustar F lugel; Heinrich Lebrecht Fleischer; Prof. Dietric; Gustar Weil; Von Craemer; Thorbeck Heinrich; Ferdinand Wustenfeld; Dr. Alois Sprenger; তারপর বিংশ শতাব্দীর কতিপয় জার্মান আরবীবিদ মনীষীর অবদান আলোচনা করেন। যারা হলেন : Edward Glser; Wilthem Ahlwardt; Jullius Willhasen; Theodor Noldeke; George Jacob; August Fischer; Carl Brockelmann; Enno Litlmann; Ricardo Hartmann. প্রবন্ধকার তারপর জার্মানী হতে প্রকাশিত কতিপয় আরবী জার্নালের নাম ও বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরেন। উপসংহারে Oriental Studies তথা আরবী ও ইসলামী সভ্যতার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অবদান, তাদের অনুবাদকার্য ও গবেষণার নানা দিক বর্ণনার মাধ্যম হিসাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখও দৃষ্টিগ্রাহ্য।

Abu Al-Kalam Azads Approach to the Quran[৭]

কুরআন প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর ভাবনা ও অবদানই তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। যেমন- তাঁর জীবনে কুরআন গবেষণায় নানা পর্যায়ের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। আল-হিলাল ও আল-বালাগ সাময়িকীর মাধ্যমে তাঁর কুরআন চর্চা শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে তরজমানুল কুরআন (Tarjamanul Quran)- রচনা এর -কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক আল কুরআনের নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মত পেশ করেছেন। যেমন- The attributes of God (আল্লাহর গুণাবলী ও পরিচয়); Life after death (পরকাল); দ্বীন; পাপের ধারণা; এছাড়া এ প্রবন্ধে আরও কয়েকটি বিষয়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতামত উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– নবীদের জন্য মুজিযার প্রয়োজনীয়তা; তাফসীর লিখনের ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথার (Classical Tradition) সমালোচনা; ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের Common ধারণার আবিষ্কার ইত্যাদি।

---

৬ Serajul Haque, (**German Contribution to Arabic & Islamic Studies**) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* Vol- XIX, (1), 1978, PP. 33-47

৭ A. N. M. Wahidur Rahman,(**Abu Al-Kalam Azads Approach to the Quran**) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* Vol- XXXI (1), June 1986.

Dhaka University Institutional Repository

The Shuttaria Order of Sufism in India & its exponments in Bengal and Bihar[৮]

প্রবন্ধকার ভারতে সাত্তারীয়া তরীকার বিবরণ এবং বাংলা ও বিহারে এর প্রসার ও প্রভাব বিস্তারকারী খলীফাগণের বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেমন-প্রথমত পারস্য হতে ভারতে সুফীদের আগমন। যার ধারাবাহিকতায় চিশতীয়া ও সুহরাওয়ার্দী তরীকার উদ্ভব ; সুহরাওয়ার্দী তরীকার শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর উত্তরসূরী শাহ আব্দুল্লাহ সাত্তারী কর্তৃক ভারতে তৃতীয় তরীকা হিসাবে সাত্তারী তরীকার প্রতিষ্ঠা ; শাহ আব্দুল্লাহর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। সুলতান ও বাদশাহদের সাথে তার সুসম্পর্ক; অন্যান্য তরীকার সাথে সংশ্লিষ্টতা; তার তরীকার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও অন্যান্য তরীকার সাথে তার তরীকার পার্থক্য; শিষ্যদের পরীক্ষা করার অভিনব পদ্ধতির প্রচলন ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আবুল ফাতহ হেদায়াতুল্লাহ-এর অবদান ও জীবনী, জহুর হাজী ও হামিদ হুজুরের অবদান, ভারতীয় সুফীবাদে এ তরীকার স্থান ও বিশিষ্টতা নির্ধারণ, তাদের নানা ইবাদাত ও অনুশীলনের বর্ণনা এসেছে ধারাবাহিকভাবে।

কুর'আন প্রসঙ্গ : কিছু ভাবনা [৯]

"কুরআন প্রসঙ্গ : কিছু ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক হাবীবুর রহমান চৌধুরী হযরত মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর পূর্বে ও পরে মহাগ্রন্থ আল কুরআন, এর সংকলন ইতিহাস ও সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং মহাগ্রন্থ আলকুরআন যে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত তা প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও পবিত্র কুরআন ও সাম্প্রতিক চিন্তা ভাবনা বিষয়ে তার উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি বর্ণনা করেন যে, ১৯৭৮ খৃ. আলজেরিয়ার কনস্টাইনের একটি শহরে ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলীর সাথে সাক্ষাত লাভ এবং তার সাথে বিজ্ঞানময় কুরআন সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সম্পন্ন হয়। প্রফেসর হাবিবুর রহমান চৌধুরী এ প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে কুরআনের আয়াত বিজ্ঞানসম্মত যার কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক টেস্ট টিউবে বেবী (Test Tube Baby) পদ্ধতিটির অনুরূপ বহু পূর্বেই ইমাম আবু হানীফা (র) একটি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, স্বামীর অনুপস্থিতির সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবে তাকে অপবাদ দেয়া যাবে না, কারণ, হয়তোবা স্বামী সন্তান সৃষ্টির উপাদানটি শিশিতে করে পাঠিয়ে থাকবে।পবিত্র কুরআনে বর্ণিত, আয়াতে ফেরাউনের মৃতদেহের সংরক্ষণ পদ্ধতিটির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীদের থিউরী হুবহু মিল রয়েছে। মহাগ্রন্থ আলকুরআন সম্পূর্নভাবে অপরিবর্তণীয় আছে। এই কথাটিও বর্তমান সময়কার সমস্ত বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। এবং তারা এও স্বীকার করেন যে, কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ এবং প্রত্যেকটি বস্তুর প্রমাণ বহনকারী একটি গ্রন্থ। পরিবেশেষে প্রবন্ধকার বলেন, আজও মুসলিমগণ পবিত্র কুরআনের পুরোপুরি অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বের আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ জাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারে।

---

৮ M. M. Haq, (**The Shuttaria Order of Sufism in India & its exponments in Bengal and Bihar**) *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol- XVI (1), 1971, PP. 167-175

৯ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, (কুর'আন প্রসঙ্গ : কিছু ভাবনা) *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮৬-১০৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি[১০]

অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী তার প্রবন্ধ "বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি"তে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয়দের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি উপমহাদেশের স্থানীয়দের ধর্মান্তর সম্পর্কে তিনটি প্রধান মতবাদ প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো-বল প্রয়োগ, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সামাজিক মুক্তি। এর মধ্যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মান্তরের আংশিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং সামাজিক মুক্তির কারণকে ধর্মান্তরিত হওয়ার বড় কারণ হিসেবে বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া প্রতিকূল অবস্থা, বিপদসংকুল জনপদ, জনগণের নিরক্ষরতা, বর্বরতা, রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থায় যে সত্যের অভাবে এদেশের মানুষ হাহাকার করছিল, যে আলো ঐশ্বর্যের শূণ্যতায় মানবতা নিঃস্ববোধ করছিল সেই যুগ সন্ধিক্ষণে মানুষ সামাজিক মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই ইসলামের ভ্রাতৃত্বে যোগদান করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে এমন অবস্থা বিরাজমান ছিল যা এই প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সাহায্য করেছে। যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে বর্ণভেদের কাঠিন্য, উচ্চ শ্রেণীর প্রাধান্য, নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাদের অবহেলার মনোভাব ও সমাজে অন্তঃর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি কয়েকটি দিক তুলে ধরে যে যুক্তিটির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি হল , মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার যে অংশগুলিতে বৌদ্ধদের অবস্থিতি হিন্দুদের পাশাপাশি ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা ও উদারতার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেই অংশগুলোতেই ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তর হয়েছে। উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। এছাড়া হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাত এবং এই সংঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও আন্দোলন ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

শায়খ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রি 'জীবন ও কর্ম'[১১]

গবেষকদ্বয় উক্ত শিরোনামে শায়খ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রির জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, প্রতিকূল অবস্থা, বিপদসংকুল জনপদ, জনগণের নিরক্ষরতা, যে সত্যের অভাবে এদেশের মানুষ হাহাকার করছিল, সেই সময় বাংলাদেশে আগমন করেন হযরত ইয়াহইয়া মানেরী।বিখ্যাত সুফী সাধক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রি হিজরী ৬৬১ সালের শাওয়াল মুতাবিক ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিহারের পাটনা জেলার অন্ত র্গত মুনায়র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ষোল বছর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী কিশোর শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী সোনারগাঁয়ের প্রখ্যাত সাধক শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পনের বছর সোনারগায়ে অবস্থান করে এখানেই তার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে অতি উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে একদিকে যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকহ, কালাম, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, গণিত, প্রভৃতি যাহিরি ইলম-এ দক্ষতা অর্জন করেন। অন্যদিকে শায়খ শরফুদ্দিন ছিলেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের উজ্জ্বলতম রত্ন। অল্পদিনের মধ্যেই তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বের কথা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ও মুসলিম নর-নারীর প্রতি এমন কি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বঞ্চিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন যা দেখে তার শিক্ষক শায়খ আবু তাওয়ামা তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। শায়খ মুনায়রির চাল চলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। তিনি সাধারণ মানের পোশাক পরিধান করতেন। মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে

---

১০ আবদুল মমিন চৌধুরী, (বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি) *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা*, ৪র্থ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫৮-৬৭

১১ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, (শায়খ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রি 'জীবন ও কর্ম') *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ষষ্ঠদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। শায়খ মুনায়রি আখলাক, আল্লাহর সৃষ্ট জগতের সঙ্গে তার ব্যবহার, দয়া ও স্নেহ, মানুষের দোষত্রুটিকে প্রচ্ছন্ন রাখা এবং মানুষের মনকে সান্ত্বনা প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নবী করীম (স) এর মহান ও উন্নততর চরিত্রের অনুসারী ও একটি বাস্তব নমুনা। একাধারে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল পাহাড়ে জঙ্গলে থেকে ইবাদত ও রিয়াদত এ নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও শায়খ মুনায়রি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তার জ্ঞানের পরিমণ্ডল ও পরিধি যে কত ব্যাপক ও গভীর ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার রচিত মাকতুবাত, মালফুজাত ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রণীত পুস্তকাবলী তার উচ্চ জ্ঞান গরিমার নিদর্শন বহন করেছে। জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই যার সাথে তার সম্পর্ক ছিল না। জ্ঞানের বিবেচনায় তাকে 'ইমামুল আয়িম্মা' বলা চলে। তিনি তফসির, হাদিস, ফিকহ, আদব মানতিক, আকাঈদ, ফালসাফা, রিয়াজি এবং হিনদাসা ইত্যাদি সকল বিষয়ের জ্ঞানী ছিলেন। ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয় সকল প্রকার জ্ঞানের অঙ্গনে তিনি বিচরণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ইসলাম চর্চা' বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেশের শ্রেষ্ঠ একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি ইসলামের সব দিক নিয়ে গবেষণা করে আসছে। পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্রসহ সর্ব বিষয়ের আরবী ভাষায় রচিত কিতাবাদির বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিকট সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া সাময়িক পত্র হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অগ্রপথিক ইত্যাদি ইসলাম চর্চা বিষয়ে ব্যাপক কাজ করে আসছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণাধর্মী সাময়িক পত্র ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র বিষয়াবলী নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পর্যালোচনাকে অধিক দীর্ঘায়িত না করার সার্থে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল:

ক) আল্লাহ

ইসলামের মৌলিক বিষয় হচ্ছে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় আল্লাহর একত্ববাদ, রুবূবিয়্যাত, অস্তিত্ব ও মহত্ব নিয়ে প্রকাশিত নানা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	আস্তিক্য	গাজী শামসুর রহমান	১২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	৩১-৩৪
২.	স্রষ্টার একত্ব	ড. আনোয়ারুল হক	১৮:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৭৯	২০৭-২১৫
৩.	শাশ্বত সত্তার সন্ধানে	মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৫-১৫
			২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭	১৪৩-১৫৬
৪.	স্রষ্টার সন্ধানে	আব্দুল মতীন জালালাবাদী	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৮৫-৯৮
			২৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৭	৪০০

খ) ঈমান

ঈমান অর্থ হল, শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দ্বীন হিসেবে বরণ করে নেয়া। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। ঈমানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিষয়ক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী হল:

১	অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা	মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	২১:৩ জানু-জুন ১৯৮২	২৬-৩৬
			২১:৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২	৫-১৫
২	ওহী ও ঈমান	মাতলুর রহমান নীলু	২৪:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫	৩৫০-৩৬৩
৩	ঈমানের প্রকৃতি: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	২৬:১ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৬	৩৪-৪৬
			২৬:২ অক্টোবর-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	১৪৮-১৫৬
			২৬:৩ জানু:-মার্চ ১৯৮৭	২৭৬-২৮১
			২৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৭	৪০০

Dhaka University Institutional Repository

গ) আল-কুরআন

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতারিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস। মহান আল্লাহর ভাষ্যমতে[১২] জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক নয় যে, আল-কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম গবেষকগণ ব্যাপক হারে চর্চা ও গবেষণায় ব্রতী হবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত আল-কুরআন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ১৯৭১ খৃ. থেকে ২০০০ খৃ. পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় আল-কুরআন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	আল কুরআন : ওহী ও নবুওয়াতের ইতিহাস	ড. ইসমাঈল রাযী আল ফারুকী, ড. লুইলামিয়া আল্-ফারুকী, অনুবাদ- মুহাম্মদ আবু তাহের	৩০:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯১	৫১২-৫১৬
২.	কুরআনুল করিম : সূরা ইসরার বঙ্গানুবাদ	একাডেমী কর্তৃক অনূদিত	৯: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	১৬৯-১৭৯
৩.	কুরআনুর করিম : সূরা কাহ্‌ফ	একাডেমী কর্তৃক অনূদিত	১০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	২৭৫-২৮২
৪.	কুরআনুর করিম : সূরা কাহ্‌ফ	একাডেমী কর্তৃক অনূদিত	১০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭১	৩৫৪-৩৬১
৫.	কুরআনুল করিম : সূরা ত্বহা ও সূরা মরিয়াম	একাডেমী কর্তৃক অনূদিত	১০: ৩-৪ জুনায়ারী-জুন ১৯৭২	৪১৯-৪২৮
৬.	কুরআন হাদীসের মর্মকথা	ছদরুদ্দীন	১৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯	১৪৭-১৫৫
			১৯: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯	৩৯-৪৭
			১৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮০	৮৩-৯১
			১৯:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮০	৩৭-৪৬
৭.	জনাব ছদরুদ্দীন এর 'কুরআন হাদীসের মর্মকথা'	মুহাম্মদ আবদুল মালিক চৌধুরী	২০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮১	৭৬-৮৭
৮.	কুরআন শরীফ : অনুবাদ ও তাফসীর	খান আনসারু-দ-দীন আহমদ	২৩:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৪৫১-৪৬৯
			২৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪	৪১-৬৫
৯.	কুরআন শরীফ : অনুবাদ ও তাফসীর প্রসংগে	ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	২৪:৩ জুলাই-মার্চ ১৯৮৫	২৭৩-২৭৫
১০.	কুরআন মাজীদের শব্দ চয়ন নিয়ে কিছু	আবদুল কাদের চৌধুরী	২৪:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫	৩৪০-৪৪৪

১২. "কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই" (আল-কুরআন, ৬ : ৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
	প্রাসঙ্গিক চিন্তা			
১১.	কুরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	অধ্যাপক আখতার ফারুক	২৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬	১৫৭-১৬৩
১২.	মানবেতিহাস আল-কুরআনের প্রভাব	এ.কে. ব্রোহী অনুবাদ : মুহাম্মদ হাসান রহমতী	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	২৪৪-২৬০
১৩.	কুরআন মাজীদে 'আবদ শব্দের ব্যবহার	মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী	২৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮	৩৯৬-৪০০
১৪.	আল-কুরআন : অনুবাদ প্রসংগ	ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	৩১:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯২	২৬৩-২৭৪
১৫.	বিসমিল্লাহর তাৎপর্য	শায়খ আব্দুল করীম আল হাম্বলী অনুবাদ : ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিজাউল করীম ইসলামবাদী	৩১ :৪ – ৩২:১ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৩৩৫-৩৪৯
১৬.	পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গি	মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	৩৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	৬৬-৯২
১৭.	কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ : একটি সমীক্ষা	সৈয়দ আলী আহসান	৩৫:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬	১-১০
১৮.	আল-কুরআনের আলৌকিকতা	মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ড. মো: আমির হোসেন সরকার	৩৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭	৭৪-৯৩
১৯.	পবিত্র কুরআন সংকলনের ইতিহাস ও কিছু তথ্য	মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	৩৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮	৭-১৯
২০.	আহকামুল কুরআন : পর্যালোচনা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৩৯:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯	১৩১-১৪৩

ঘ) আল-হাদীস

মহানবী (স)-এর বাণী, কর্ম ও অনুমোধন-কে হাদীস বলে। এটি ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় ও ইসলামী বিধি বিধান বাস্তবায়নের নানা দিকের আলোচনায় আল-হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায় বলা চলে, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিকতার উপরই ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক বর্ণনায় দেখা যায় যে, মহানবী (স)-এর যুগ হতেই আল-হাদীস চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীতে সাহাবীগণ ও তাবঈগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এর সংরক্ষণ ও সংকলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং হিজরী তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। তারপর হতে আজ পর্যন্ত নানাভাবে হাদীসের ইতিহাস, প্রমাণিকতা ও বিষয় সম্পর্কে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামিক

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন পত্রিকা এ বিষয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আলোচ্য এম.ফিল অভিসন্দর্ভের জন্য নির্ধারিত সময়কাল (১৯৭১-২০০০) এর মধ্যে প্রকাশিত আল-হাদীস সম্পর্কিত প্রধান প্রধান প্রবন্ধাবলীর তালিকা নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের আগমন ও ক্রমবিকাশ	ড. মো: আবদুস সালাম	৩৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩	১২৫-১৩৭
২.	ইমাম বুখারী (র) ও সহীহ বুখারী	মুহাম্মদ হাসান রহমতী	৩৪:২-৩৫:১ অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	৯১-১১৩
৩.	ইমাম মুসলিম ও সহীহ মুসলিম	মুহাম্মদ হাসান রহমতী	৩৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	৩৪-৪৮
৪.	তিরমিযী ও তার তত্ত্বকথা	মুহাম্মদ হাসান রহমতী	৩৫:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫	৯১-৯৮
৫.	হাদীসের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলী : পর্যালোচনা	মাওলানা মুশতাক আহমদ	৩৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৬	৩৭-৫০
৬.	হাদীসের ভিত্তি সংরক্ষণে মুসলিম উম্মহ	মওলানা মুশতাক আহমদ	৩৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৭	১৯৪৭
৭.	পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি ও শ্রেণী বিভাগ	মওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	৩৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৮	৩৬-৮২
			৩৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৮	৪০ -৬৪
৮.	নবীযুগে হাদীসের লিখন প্রসংগে	মওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	৩৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ	৪৫-৬৫

ঙ) হযরত মুহাম্মদ (স)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর আগমণের সাথে সাথেই পূর্ববর্তী সকল আসমানী বিধান রহিত হয়ে যায় এবং সকলের উপর তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের অনুসরণ জরুরী হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলামের প্রবর্তক, প্রচারক ও বাস্তব নমুনা। তাঁর জীবনকালের সামান্যতম কথা-কাজ কিংবা ঘটনাও ইসলামী অনুশাসনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী উচ্চকিত মানবাধিকার, মানবতা ও নৈতিকতার চরম ও পরম বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই তাঁর চরিত্রে। সারা বিশ্বে অজস্র ভাষায় তাঁর জীবনচরিত ও খুটিনাটি নানা বিষয়ে প্রকাশিত লেখা ও গবেষণার সংখ্যা অগণিত। বাংলা ভাষায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত এতদ্‌সম্পর্কিত গবেষণামূলক রচনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	মোস্তাফা চরিত বাস্তবতার নিরিখে	আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী অনুবাদ : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ	১০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২	৪২৯-৪৪৬
২.	শবে মি'রাজ	ড. সিরাজুল হক	১৬:১	১৬৩-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	
৩.	বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও মিরাজের মহামিলন	মুহাম্মদ আখতার হুসাইন	১৭ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	১১৯-১২৪
৪.	মহানবীর জীবন কথা	ড. এম. হামিদুল্লাহ অনুবাদ : অধ্যাপক আব্দুল গফুর	১৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯	১৭৭-১৯১
			পুনর্মুদ্রন- ২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	১৬৮-১৮১
৫.	অনুপম আদর্শ	শামসুল আলম	১৯: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯	২১-২৫
৬.	কথিত যাদু প্রসংগে	মনজুরুল হক খান	২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৫১-৫৬
৭.	লাইলাতুল মি'রাজ : একটি সমীক্ষা	ড. এম. এস. এ. ইবরাহিমী	২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৩১-৩৭
৮.	শান্তি ও প্রগতির মহানবী	ডা. মুহাম্মদ মনিরুল আলম	২১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮১	২৪-৩০
৯.	উসওয়াতুন হাসানা	আবুল হাশিশ	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	১৬৫-১৬৭
১০.	মহানবীর জীবনী অধ্যয়ন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	১৯৫-১৯৯
১১.	অনন্য বিপ্লবের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা)	মোহাম্মদ আজরফ	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২০০-২০৩
১২.	রসূলের দাওয়াতের বুদ্ধিদীপ্ত সূচনা	আবদুল মান্নান তালিব	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২০৪-২০৯
১৩.	মহানবীর রিসালাত	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নূরুল করীম	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২২৩-২৩৩
			পুনর্মুদ্রণ- ২৭ : ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭	১২৮-১৩৬
১৪.	তিনি কেমন ছিলেন?	মুহিউদ্দীন খান	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২১০-২২২
১৫.	মি'রাজ	অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২৫১-২৫৫
১৬.	অনুপম আদর্শ	শামসুল আলম	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২৫৬-২৬১
১৭.	মহানবীর বিপ্লবের ধারা	সৈয়দ কুতুব অনুবাদ : আ.হা.ম ইয়াহইয়া	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	১৮২-১৮৭
১৮.	সীরাত আলোচনা : কেন ও কিভাবে	নঈম সিদ্দীকী অনুবাদ : অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশররফ হোসেন	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২৩৪-২৪২
১৯.	বিপ্লবী নবী	আল্লামা আযাদ সুবহানী	২২ : ৩-৪	১৮৮-১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	
২০.	হযরত মুহাম্মদ (সা)	ড. মাইকেল এইচ হার্ট অনুবাদ : মোস্তফা আনোয়ার মুহাম্মদ	২৪:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪	১২২-১২৬
২১.	ইসরা ও মি'রাজ	মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কানদেহলভী অনুবাদ : মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দীকী	২৪:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫	২১২-২৩০
			২৪:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫	৩২১-৩৩২
২২.	মি'রাজ, দৈহিক আত্মিক না স্বপ্ন	আবুল কালাম মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	৩২৯-৩৩৪
			২৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৭	৪২৭-৪৩০
২৩.	রাসূলুল্লাহ (সা) এর দৈনন্দিন জীবন ধারা	আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	৩৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩	৮৫-৯০
২৪.	মি'রাজের ১৪ দফা কর্মসূচী	মুহাম্মদ হাসান রহমতী	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	১৭৩-১৮৫
২৫.	রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'ইলমুল গায়ব	মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আযহারী	৩৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৮	২০-৩৯
২৬.	সীরাত সাহিত্যের বিকাশ	ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী	৩৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮	৪৯-৬৬
২৭.	বাংলা ও ফার্সী কাব্যে না'তে রসূল	কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান	৩৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯	৬৭-৯৩

চ) আইন শাস্ত্র

জীবনকে সহজ-সাবলীল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্যই আইন শাস্ত্রের উদ্ভব। ইসলামী আইনও এ লক্ষেই প্রবর্তিত। তবে মানব রচিত অন্যান্য আইনের সাথে এর মৌলিক বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত জনকল্যাণ, সাম্যতা, সার্বজনীনতা, পরকালীন ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি ইসলামী আইন শাস্ত্রকে আলাদা মহিমা দান করেছে। জীবনের নানা দিক ও নানা সমস্যার সমাধান দানই ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত মুসলিমগণের জীবনাচরণ, চলাফেরা, লেনদেন ও নানা বিষয়াদি নিয়ে লিখিত ইসলামী আইনশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য জন আইন	গাজী শামছুর রহমান	৯ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	১৮০-১৯৩
২.	ইনসানী ও আসমানী গন-আইন	গাজী শামছুর রহমান	১০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৩১০-৩২৩
৩.	ইসলামী আইনের নৈতিক ভিত্তি : অধিকার ও কর্তব্য	সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদ অনুবাদ : মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন খান	১০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৩০০-৩০৯
৪.	ঐহিক ও ঐশী অপরাধের আইন	গাজী শাহছুর রহমান	১০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭১	৩৯৫-৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৫.	বিধাতার আইন	সম্পাদকীয়	১০ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২	৪১৭-৪১৮
৬.	পাশ্চাত্য ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন	গাজী শামছুর রহমান	১০ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২	৪৪৭-৪৬০
৭.	হকের কানুন	গাজী শামছুর রহমান	১১ : ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭২	৩০-৪৫
৮.	ওয়াজুবের বিধি	গাজী শামছুর রহমান	১১ : ২-৪ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩	১৭০-১৮১
৯.	মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রয়োগ	অধ্যাপক দরবেশ আলী খান	১৭ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	১২৫-১২৮
১০.	ইসলামী আইনে মানবিক অবদান	গাজী শামছুর রহমান	১৭ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮	১৫৩-১৬২
১১.	ইসলামী আইনে মত পার্থক্য ও ঐকমত্য	গাজী শামছুর রহমান	১৮ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৮	৬১-৬৬
			১৮:৪ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯	১৯৭-২০৬
১২.	ইসলামী আইনের প্রগতিমুখী বিবর্তন	গাজী শামছুর রহমান	১৮ : ৪ এপ্রিল-জুন ১৯৭৯	১৯৭-২০৬
১৩.	ইসলামী আইন : প্রয়োগমুখী বিবর্তন	গাজী শামছুর রহমান	১৯ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯	৯-২০
১৪.	আইন বনাম সুনীতি	গাজী শামছুর রহমান	১৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮০	৫৩-৬০
			১৯:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮০	২৩-২৫
১৫.	ইসলামী আইনতত্ত্বে শাফিঈর চিন্তাধারা	গাজী শামছুর রহমান	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	৫৫-৫৮
১৬.	বর্গা বা মুযারা'আ	গাজী শামছুর রহমান	২৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৪	২৫-৩২
১৭.	আইন ও আইনাদর্শের সংঘাত	ড. আহমদ আনিসুর রহমান	২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	২৮২-২৯৩
			২৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮	৩৮৩-৩৮৬
১৮.	সত্তাস্বাতন্ত্র্যবাদ : ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক উপাদান	ড. আহমদ আনিসুর রহমান	২৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	৩৪৬-৩৮৬
১৯.	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন	গাজী শামছুর রহমান	৩১:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯২	২২২-২৩৮
			৩১: ৪-৩২: ১ এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	২৯৩-৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			৩২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	৫-২৮
২০.	কুরআনী আইন মানার গুরুত্ব	আহমদ খোদা বখশ্	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	২৪৪-২৫১
২১.	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ : পর্যালোচনা	মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	৩৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৬	২৯-৪৩
২২.	ইসলামে মাদক আইন ও এর দর্শন	ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	৩৯:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯	৯১-১১৭
২৩.	ইসলামী আইনতত্ত্বে ইজতিহাদ	মো: মফিজউদ্দীন	২৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৬	৩১৭-৩২৬
২৪.	ইজমা : মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বন্ধনের ভিত্তি	আহমদ হাসান অনুবাদ : মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার	৩০'৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯১	৪৯৫-৫১১
২৫.	ইসলামে ইজতিহাদের স্থান	অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির	৩১:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯২	২৭৫-২৮১
২৬.	আবু বকর আল জাসসাস এবং ইজতিহাদ ও কিয়াস	সাইদুল্লাহ কাজী অনুবাদ : আবদুল ওয়াহিদ	৩৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩	৯১-১১৫

ছ) অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে মানুষের জীবনযাত্রা, এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নির্ধারণেরও মূল নিয়ামক হচ্ছে অর্থনীতি। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামেও অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশ ভালভাবেই। ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণেই অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ ইসলামী মূলনীতিতেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত। তাছাড়া ব্যক্তি হিসেবে মুসলিমদের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় খণ্ড খণ্ড বিধানাবলীও ইসলামী অর্থনীতিতে বিদ্যমান। বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক নানা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশ করেছে। এগুলো যেমন ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুশাসন পালনের পথিকৃত, তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে ইসলামী মূলনীতি অনুশীলন করার নতুন প্রয়াস উপস্থাপন করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলীর তালিকা নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	মানুষের মৌলিক প্রয়োজন	সম্পাদকীয়	পুনর্মুদ্রন ১০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭১	৩৪৭-৩৫০
২.	ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি	সম্পাদকীয়	১০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	২৭১-২৭৪
৩.	সম্পদ ও জীবন ব্যবস্থা	মোহাম্মদ আলী আখন্দ	৯ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	২৫৮-২৬৬
			১০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৩৪১-৩৪৫
			১০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭১	৪১০-৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			১০:৩ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২	৪৯৭-৫০৩
			১১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭২	৭১-৭৬
৪.	ইসলামের অর্থনৈতিক পথনির্দেশ	ড. এম. ওমর চাপড়া অনুবাদ : মুহাম্মদ নাজাতুল্লাহ খান	১২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	১৮-৩০
			১২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৩ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪	৯৩-১০২
			১২:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৭৪	২১৯-২৪৮
৫.	ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা	শাহ আবদুল হান্নান	১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	১৫৮-১৬২
৬.	ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ	ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন অনুবাদ : আবদুল মতিন জালালী	৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৬	২২৭-২৩৭
			১৬: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৯৭	২৬১-২৬৯
			১৭ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	৫-১৫
৭.	অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত	আব্দুল খালেক	১৭ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	৫৩-৬৩
			১৬ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮	১৭৫-১৮৯
৮.	ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	১৯ : ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯	২৬-৩৮
৯.	ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচাষ	ফরীদুদ্দীন মাসউদ	২২ : ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২	৩৬-৪৪
১০.	অর্থনৈতিক আচরণ : কুরআন সুন্নাহর আলোকে	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২২ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩	২৪৩-২৫০
১১.	ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক	গাজী শামছুর রহমান	২৩ : ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৫৭-৬৬
১২.	রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফা-ই রাশেদীনর যামানার কৃষক	গাজী শামছুর রহমান	২৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪	৪৩৭-৪৪১
১৩.	ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৪	৬৪৫-৬৫২
১৪.	ইসলামের শ্রমনীতি	ফরীদুদ্দীন মাসউদ	২৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৪	১৭-২৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১৫.	ইসলামী অর্থনীতিতে 'ওশর' ও 'খারাজ'	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২৪:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫	১৯৩-২২১
			২৪:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫	৩০১-৩২০
১৬.	ইসলামে শ্রমের অধিকার	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	২৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	৮৯-১০০
১৭.	ইসলামী ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রক্রিয়া	ড. খুরশীদ আহমদ অনুবাদ : এম. রুহুল আমীন	২৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬	১৩০-১৪৭
১৮.	উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	এম. আব্দুর রব	২৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬	২০৪-২১১
১৯.	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা	মুহাম্মদ আহমদ সাকর অনুবাদ : এম. রুহুল আমীন	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	২৯-৪১
২০.	হযরত ওমর (রা) এর আমলে অর্থ ব্যবস্থা	ইরফান মাহমুদ রানা অনুবাদ : জয়নুল আবেদীন মজুমদার	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৬৭-৭৩
২১.	হযরত উমর (রা) এর ভূমি সংস্কার	ইরফান মাহমুদ রানা অনুবাদ : অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার	২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭	২০৫-২১০
২২.	ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টন	এম. আব্দুর রব	২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্ব ১৯৮৭	১৯৫-২০৪
২৩.	ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টন	ড. এ. এইচ. এম সাদেক	২৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	৪৯৯-৫০৮
২৪.	উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	১৩৩-১২৫
২৫.	অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও যাকাত	এম. আবদুর রব	২৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	১৬০-১৭১
২৬.	অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামিক পদ্ধতি	সাইয়েদ নওয়াব হায়দার নকভী অনুবাদ : এম. রুহুল আমিন	২৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	১২৬-১৩৫
২৭.	হযরত উমর (রা) এর আমলে ভূমিসত্ত্ব পদ্ধতি	ইরফান মাহমুদ রানা অনুবাদ : জয়নুল আবেদীন মজুমদার	২৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	১৪০-১৪৬
২৮.	আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে ইমামের ভূমিকা	মোহাম্মদ ইউনুছ শিকদার	২৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	২১৩-২১৬
২৯.	আধুনিক অর্থব্যবস্থার ক্রান্তিকাল : অবশ্যম্ভাবী বিকল্প	আবুল বাশার খান	৩১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর	১৯১-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৩০.	ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো	মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী অনুবাদ : হুমায়ন খান	৩১:৪-৩২:১ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৩৬২-৩৭৪
			৩২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	৮৫-১১৪
			৩২: ৪-৩৩: ১ এপ্রিল-জুন ১৯৯৩	৫-৩০
৩১.	অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ইসলাম	অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	১৮৬-২১৯
৩২.	দেশে-বিদেশে ইসলামী অর্থনীতির উপর গবেষণা	মুস্তফা আবু হেনা	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	২২০-২৩৭
৩৩.	দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	৩৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮	৬৭-৭৯
৩৪.	ইসলাম দারিদ্র বিমোচন পর্যালোচনা	মো. শফিকুল ইসলাম, আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৩৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮	৩১-৫২
৩৫.	আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সুদের ক্ষতিকর প্রভাব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	মুহাম্মদ আব্দুল মুকিম, মুহাম্মদ আবুল বাসার	৩৮:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৯	৩৯-৫৪
৩৬.	সউদী আরবের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা	মো. নজরুল ইসলাম	৩৯:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯	৫-২০
৩৭.	ইসলামী অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও গুণক প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	গাজী মো . আব্দুল মান্নান	৩৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ২০০০	২৯-৫২
			৩৯:৪ এপ্রিল-জুন ২০০০	৮৫-১০১

জ) সমাজ বিজ্ঞান/ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

সামাজিক জীব হিসেবে সকল মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাই মানবধর্ম। আর এর প্রেক্ষিতে জন্ম নেয় নানা সামাজিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা ও সমস্যা। এক একটি সমাজ যেন এক একটি দেশের মধ্যে দেশ। ইসলাম এই সমাজ ব্যবস্থাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপ দানের প্রয়াস পেয়েছে নানাভাবে। সমাজের সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের রূপ রেখা হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের সামাজিক অনুশাসনগুলো সকলের জন্যই হয়ে উঠেছে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। পরিবার হতে শুরু করে প্রতিবেশী, সমাজপ্রতি, দুঃস্থ-গরীব এমনকি সমাজের নানা কাঠামো তথা স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, রাস্তাঘাট ইত্যাদির বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কিত নানা রচনা আমাদেরকে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত এতদসম্পর্কিত রচনাবলীর তালিকা নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	আত্মজিজ্ঞাসা	সম্পাদকীয়	১১ : ২-৪ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩	৯৮-১০২
২.	দাসত্ব প্রথা ও ইসলাম	ড. এম আবদুল কাদের	৯ : ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	১৯৪-২০৫
৩.	ইসলামের সমাজতান্ত্রিক রূপ	ড. মোস্তফা আল সিবায়ী অনুবাদ : মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ	১০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭১	৩৬২-৩৮৮
			১০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২	৪৬১-৪৮৯
			১১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭২	৭৭-৮৯
			১১ : ২-৪ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩	১৫৯-১৬৯
			১২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	৬৬-৭৬
			১২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৩ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪	১৪৬-১৫৭
			এপ্রিল-জুন ১৯৭৬	৭৩-৮২
৪.	সত্য কি সাম্প্রদায়িক	সম্পাদকীয়	১১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭২	১-৪
৫.	ইসলামের দৃষ্টিতে দাস প্রথা	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	১৪৪-১৫৭
৬.	সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলাম	অধ্যাপক আবদুল গফুর	১৭: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	৮৭-৯১
৭.	ইসলাম ও বহুবিবাহ	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১৭: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮	২১৩-২২৩
৮.	শান্তির অন্বেষা	আবদুর রহিম খান	১৮:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৭৯	২৬৩-২৬৬
৯.	পল্লী উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক গবেষণামূলক প্রকল্পের প্রস্তাবনা	মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান	২৩:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৭৩-৮৮
১০.	বাংলাদেশ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন : আদর্শিক প্রেক্ষিত	ফিরোজ আহমেদ	২৫:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫	২১-৪০

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১১.	মসজিদ ও ইসলামী সমাজ গঠন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫-২৬
১২.	ইসলামের আলোকে পরিকল্পিত পরিবার	মওলানা আবদুল আউয়াল	২৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬	১৮৬-১৯৬
১৩.	সমাজের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	আহমদ আবদুল কাদের	২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	৩২২-৩২৯
			২৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮	৩৮৭-৩৯৫
১৪.	বৈবাহিক জীবন	ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী অনুবাদ : মুহাম্মদ হাসান রহমতী	২৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	৫৩১-৫৪৫
১৫.	বিশ্বশান্তি	এম. নওফল উদ্দীন আহমদ	২৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	২৮৫-২৯৭
১৬.	একাধিক বিবাহ	ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী অনুবাদ : মুহাম্মদ হাসান রহমতী	৩১: ৪-৩২: ১ এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৩৫০-৩৬১
১৭.	বনি আদম এর সম্প্রসারণ	শেখ ফজলুর রহমান	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	২৩৮-২৪৩
১৮.	সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণে কুরআনী সূত্র	আহমদ আবদুল কাদের	৩৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫-২২
১৯.	ইসলামী দর্শনে একাধিক বিয়ে	মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ড. মো: আমির হোসেন সরকার	৩৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৭	৭০-৯৩
২০.	মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামে পারিবারিক কাঠামো : একাধিক বিয়ে	মুহাম্মদ শফিকুর রহমান	৩৭:৪ এপ্রিল-জানুয়ারী ১৯৯৮	৬৫-৭৬
২১.	সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন	মো: শরিফুল ইসলাম	৩৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮	৮১-৯৬
২২.	সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও অধিকার : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন	৩৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮	৬৯-৮১
২৩.	মুসলিম সমাজে মসজিদ : পর্যালোচনা	মীর মনজুর মাহমুদ	৩৯:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯	১৪৫-১৫৫
২৪.	সন্তানের গুরুত্ব ও পরিচর্যা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	মুহাম্মদ শফিকুর রহমান	৩৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ২০০০	৭৫-৯১
২৫.	অপরাধ দমনে ইসলাম	মোহাম্মদ আবু জাফর খান	৪০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০	৬৫-১০১

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান/ইসলামী রাজনীতি :

ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে আচরিত ধর্ম নয় বরং সমাজ জীবন হতে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতির ময়দানেও ইসলামের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। ইসলাম চায়-মানবীয় দূর্বলতা হতে মুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্র যেন ঐশী নির্দেশনার আলোকে সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে। এ লক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচিতি, বৈশিষ্ট ও অবকাঠামোগত নানা আলোচনা যেমন আমরা কুরআন-হাদীসে দেখতে পাই তেমনি রাষ্ট্র দর্শন সংক্রান্ত সঠিক ও সুক্ষ্ম নানা মতবাদও দেখতে পাই ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের রচনায়। বাংলা ভাষায় এগুলোর উপস্থাপন বাংলাভাষী গবেষক, লেখক ও সর্বোপরি মুসলিমদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে চলেছে অদ্যাবধি। রাজনীতি সংক্রান্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি অপরিহার্য দিক	খালেদা খানম	৯: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	২৪৫-২৫৭
২.	মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থা	ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ : শরীফ আবদুল্লাহ হারুন	১১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৪৬-৭০
			১১: ২-৪ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩	১৮২-৩১৩
			১২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	৭৭-৮৭
			১২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৩ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪	১৫৮-১৭০
৩.	ধর্ম নিরপেক্ষতা বনাম সেকুলারিজম	সম্পাদকীয়	১২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৩ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪	৮৯-৯২
৪.	প্রচলিত রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও খিলাফত	আলাউদ্দীন খান	এপ্রিল-জুন ১৯৭৬	৫-১৮
			১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১	৯১-১০৫
৫.	গাযযালী রাষ্ট্রচিন্তা	মোহাম্মদ গোলাম রসূল	১৬:২ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৬	১৯৬-১৯৮
৬.	মুসলিম দেশের সংবিধান	গাজী শামছুর রহমান	১৬: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৭	২৭০-২৮০
৭.	ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা	শামছুল আলম	১৯:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮০	৪৭-৫৭
৮.	ইসলামে খিলাফত	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮০	৫-১৩
৯.	আল-মাওয়ার্দীর রাজনৈতিক ভাষ্য	অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম	২০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮১	২৭-৩৬
			২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১	১-১৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১০.	তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্ব গণতন্ত্র	আবদুর রহীম খান	২০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮১	৫৭-৬৯
১১.	প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান	আবদুল মতিন জালালাবাদী	২২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২	৩০-৩৫
১২.	মদীনার সনদ	অনুবাদ : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	২৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩	১২১-১২৩
১৩.	ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা : একটি প্রস্তাবনা	অনুবাদ : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	২৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৪	৫২০-৫৩৮
১৪.	ষোলই ডিসেম্বর শিক্ষা	অধ্যাপক আবদুল গফুর	২৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪	৪৮৫-৪৯০
১৫.	ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা	ফরীদুদ্দীন মাসউদ	২৪:২ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৪	১৬৬-১৭২
১৬.	স্বাধীনতা সংরক্ষনে মুসলমানদের কর্তব্য	আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	২৪:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪	১৭৩-১৮৫
১৭.	ইবনে খালেদুনের রাষ্ট্রদর্শন	আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	২৪:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫	৩৪৫-৩৪৯
১৮.	ইসলাম ও স্বাধীনতা	অধ্যাপক আবদুল গফুর	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	২৯৯-৩০৩
১৯.	খিলাফত ও ইমামত	মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	২৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	২০৬-২১২
২০.	ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা : তত্ত্ব ও ব্যবহার- একটি সমীক্ষা	খন্দকার নাদিরা পারভীন	৩১:৪-৩২:১ এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৩৮৬-৩৯৪
২১.	রাষ্ট্রদর্শন আল-ফারাবীর অবদান	ড. মুহাম্মদ শাহ্‌জাহান	৩৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৩৩-৫৩
২২.	খিলাফত আন্দোলন : পর্যালোচনা	সামসুদ্দীন, মুস্তাফা শামীম আল-যুবায়ের	৩৫:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫	৭৪-৯০
২৩.	মদীনার সনদ : পর্যালোচনা	ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী, মো. মফিজ উদ্দীন	৩৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭	৫-১৯
২৪.	খিলাফত	মো. ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ তাহের মনজুর	৩৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭	৭১-৭৯
২৫.	হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফত : একটি পর্যালোচনা	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন	৩৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৮	৭৭-৮৯
২৬.	স্বাধীনতা আন্দোলনে শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান (র)-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম	ড. এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইন	৩৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯	৫-২৩

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
২৭.	শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান (র) : স্বাধীনতা আন্দোলনে তার কূটনৈতিক তৎপরতা	ড. এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইন, আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর	৩৯:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯	৫-৭০
২৮.	সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আলিমগণের অবদান	ড. মওলানা মুশতাক আহমদ	৪০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০	৫-৩২
			৪০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০	৬৭-৯৯
২৯.	ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন ও বাংলার আলিম সমাজ : পর্যালোচনা	ড. মো: আবদুল লতিফ	৪০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর	৪৫-৫১

ঞ) সুফীজম/আধ্যাত্মিকতা

ইসলামে আধ্যাত্মিকতার স্থান অতি উচ্চ। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একজন মানুষের জন্য আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের প্রয়াসেই হওয়াও জরুরী। বাহ্যিক পবিত্রতার সাথে সাথেই আত্মিক পবিত্রতা অর্জন সফলতার প্রধানতম মাপকাঠি। অবশ্য আধাত্মিকতার নামে বর্তমানে প্রচলিত সুবিধাভোগী পীর-মুরিদী তথা কিংবা অনৈসলামিক নানা কার্যকলাপ আমাদেরকে ভাবিয়ে তুললেও এ বিষয়ের গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকর্ম ধারা এ সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন বাংলাদেশের পীর প্রথার বর্তমান অবস্থা ও আল-কুরআন ও আল-হাদীসে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণাকর্মগুলো অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধবালীর তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামের দৃষ্টিতে পীরপ্রথা [বিতর্কিকা]	মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	২০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮০	৭৪-৮১
২.	ইসলামের দৃষ্টিতে পীরপ্রথা	সইদ আব্দুন নবী	২০:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮০	৭০
৩.	ইসলামে পীর প্রথা	আ.ন.ম. বজলুর রশীদ ও আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২০: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮১	৭০-৭৫
৪.	ইসলামের পীরপ্রথা	ড. আনওয়ারুল করিম	২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৬২-৬৪
৫.	ইসলামে পীরপ্রথা	মুহাম্মদ জাফরুর রহমান	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	৭৮-৮০
৬.	আওলিয়ার প্রয়োজনীয়তা : কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের নিরিখে	সাইয়েদ আবদুল হাই	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর	২৩-২৮
৭.	আত্মার মুক্তি ও সুফী সাধনা	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	২২৯-২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৮.	ইসলামে রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ : আল হাসান আল বসরী	মো: বদিউর রহমান	৩০:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯১	৫২৮-৫৩৫
৯.	ইসলামে সেবা ও আধ্যাত্মিকতা	আ. র. ম আলী হায়দার	৩১:৪-৩২:১ এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৩৭৫-৩৮৫
১০.	হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী: ইলমে তাসাউফে তার অবদান	এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন	৩৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৬৪-৭১
১১.	তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান	আ.র.ম আলী হায়দার	৩৪:২-৩৫:১ অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	৫১-৬৮
১২.	ইসলামে সূফী দর্শন	মুহাম্মদ আবদুল মালেক, মুহাম্মদ আবদুল লতিফ	৩৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭	২০-৩৯
১৩.	আল-কুরআন ও সুফীবাদ	ড. এ.কে.এম. শাসসুর রহমান	৩৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭	১৯-২৯

ট) নারী

নারীর অধিকার বর্তমান বিশ্বের বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি আলোচিত বিষয়। নর-নারীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে সামাজিক ও পারিবারিক কার্যকলাপ সুন্দরতম করার প্রথম প্রয়াস ইসলামই মানুষকে প্রদান করেছে। ইসলাম পূর্ব ধর্ম ও সমাজগুলোর অবস্থার পর্যালোচনায় এ সত্যতা আমরা ভালভাবেই দেখতে পাই। নারী-পুরুষের অধিকার, ইসলামে নারীর স্থান ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণাধর্মী নানা লেখা বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ইসলামী সমাজ বির্নিমাণে এগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১-২০০০ খৃ. পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হল:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার	ড. এম. আবদুল কাদের	১২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৩ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪	১০৩-১১২
২.	নারীর মর্যাদা স্থাপনে, হযরত মুহাম্মদ (সা)	নীলুফার ইসলাম নেলী	১৭: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	১২৯-১৩২
৩.	মুসলিম সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক বৈধ অধিকার	শাহজানান সাকারচি ইয়াসিন অনুবাদ : এম.রুহুল আমিন	২৫:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫	৪১-৬৩
৪.	নারীর প্রাকৃতিক দায়িত্ব	ফরীদ ওয়াজদী অফেন্দী অনুবাদ : আবুল খায়ের আহমদ আলী	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	২৯১-২৯৮
৫.	ইসলাম ও নারী পুরুষের সমতা	মুহাম্মদ মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী অনুবাদ : মুহাম্মদ হাসান রহমতী	২৭:১ জুলাই -সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	১৬-২২

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭	১৫৭-১৬৬
৬.	ইসলামে নারী	মোহাম্মদ জিয়াউল হক	৩৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩	১১৬-১২৪
৭.	ইসলামে নারীর মর্যাদা	হাছিনা আখতার	৩৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪	৯৩-১০০
৮.	ইসলামের দৃষ্টিতে নারী : একটি সমীক্ষা	এ.কে.এম ইয়াকুব হোসাইন	৩৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭	৪৭-৬২
৯.	ইসলামে নারীর অধিকার	মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মো: মুখলেছুর রহমান	৩৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ২০০০	৫-২৮

ঠ) ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান

জ্ঞান সাধনা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ইসলামের নির্দেশনা এককথায় বিস্ময়কর। সর্বপ্রথম ওহীর সূচনাই হয় শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে।[১৩] পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ (স) এর নানা কার্যকলাপ, বাণী ও অনুপ্রেরণা মুসলিমদেরকে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে উৎসাহ যুগিয়েছে প্রবলভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, মধ্যযুগে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মুসলিম চিন্তাবিদরাই। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যাতে মুসলমানদের অবদান ছিলনা। বরং বলতে হয় বর্তমান বিজ্ঞানের মৌলিক কাজের সিংহ ভাগই ছিল মধ্যযুগীয় মুসলিমদের অবদান। যদিও বাংলা ভাষায় তাঁদের অবদান সম্পর্কিত লেখা অপ্রতুল তথাপিও দেখা যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	জ্ঞান সাধনা ও জ্ঞান বিস্তারে মাওলানা শিবলী নুমানী	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১২:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	৫-১৭
২.	আমাদের শিক্ষাদর্শন	সম্পাদকীয়	১৭: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	১-৪
৩.	মাদ্রাসা শিক্ষা	ছদরুদ্দীন	১৮: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৮	৫-১৪
৪.	ইলম কথাটির তাৎপর্য কি?	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	১-৯
৫.	ইসলামী কিণ্ডার গার্টেন	শামছুল আলম	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	৮১-৯৩
৬.	কয়েকটি মুসলিম দেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তকে সন্তান ও পিতামাতা	মুহাম্মদ আব্দুল শাকুর	২২:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর	১২৩-১২৯
৭.	ইসলামে জ্ঞানানুসন্ধান ও সমাজকল্যাণ	মোহাম্মদ আবদুর রশিদ খান	২৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪	৫০১-৫০৯
৮.	কয়েকটি মুসলিম দেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তকে সন্তান ও পিতামাতা	মুহাম্মদ আব্দুল শাকুর	২৫:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫	১৩৭-১২৮
৯.	বাংলাদেশের	ড. সৈয়দ আহমদ	২৬:১	৭৫-৭৮

১৩. "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন" (আল-কুরআন, ৯৬ : ১)

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
	মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা ও ঢাকা গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল		জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	
			২৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬	১৬৪-১৭৬
১০.	সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তরালে	তোফাজ্জল হোসাইন ফরিদ	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	৩২৩-৩২৮
১১.	ইসলামের শিক্ষা দর্শন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৭	৩৫৩-৩৬৪
১২.	জ্ঞান প্রেরণার উৎস কুরআন মজীদ ও হাদীস	অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৯৯-১০২
১৩.	উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র	আবুল হাসানাত নদভী। অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দীকী	২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৪২-৬২
			২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭	১৭৩-১৯৪
			২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	২৫৪-২৬৯
			২৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮	৪১৭-৪৩৭
১৪.	ইসলামে জ্ঞানের অবস্থান : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	ফিরোজ আহমেদ	২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	২৪২-২৫৩
১৫.	হযরত মুহাম্মদ (সা) খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা	মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	২৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮	৩১৬-৩২১
১৬.	ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিক্ষা : পুরোনো বিরোধিতার মুখে সমসাময়িক ইসলামী পদ্ধতি	মুহাম্মদ সোইসি অনুবাদ : এম. রুহুল আমীন	৩২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	৪০-৪৯
১৭.	আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষা	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	৩২: ২-৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	৫০-৬৩
১৮.	শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	আবদুন নূর	৩৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪	১১-২০
১৯.	মুসলিম আমলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা	ড. মোহাম্মদ লোকমান এ. এফ. এম আমীনুল হক	৩৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪	২১-৩৪
			পুনর্মুদ্রণ ৩৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪	৩৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
২০.	ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকা	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী	৩৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪	৩৫-৪৬
২১.	হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা	আ.ক.ম আব্দুল কাদের	৩৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	২৩-৩২
২২.	বৃটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী	৩৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	২৪-৩৩
২৩.	বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে হাদীস শিক্ষা (১২০৫-১৭৫৭)	ড. রফিক আহমদ, মুহাম্মদ আহসানউল্লাহ	৩৮:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৯	১১-৭
২৪.	অজ্ঞতার যুগে শিক্ষা	নাসির উদ্দন মিঝি, মো: ইকবাল হোসাইন	৪০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০	৫৭-৬৪
২৫.	মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) : শিক্ষা বিস্তার	মো: ইসমাইল মিয়া	৪০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০	১০৩-১২১
২৬.	আল কুরআন ও নিসর্গ	গাজী শামছুর রহমান	১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	১২১-১৩২
২৭.	ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান	সম্পাদকীয়	১৭: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮	১৩৩-১৩৬
২৮.	আল কুরআনে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত নিয়ম	মীর শামছুল হুদা	১৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮০	৯২-৯৬
২৯.	ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান	ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	১০-২৫
৩০.	ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি	আবদুল গফুর	২১: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	৫৯-৬১
৩১.	আল কুরআন ও বিজ্ঞান	মুহাম্মদ সেরাজুল হক	২৩:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৯৬-৯৯
৩২.	ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান	ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	২৫:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৬	২৮০-২৮৯
৩৩.	আল-কুরআন ও আবহাওয়া বিজ্ঞান	মোহাম্মদ আবদুর রউফ	৩০:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯১	৫৯৪-৬৩৭
			৩১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১	৩৬-৬৫
			৩১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১	১৫১-১৭০
৩৪.	আবহাওয়া বিজ্ঞানে পবিত্র কুরআনের অবদান	এম. নওফল উদ্দীন আহমেদ	৩০:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯১	৬৩৮-৬৪৬
৩৫.	ইসলাম ও বিজ্ঞানের শিক্ষা	জেড. আর. এম. এস. নাগার অনুবাদ : শাহ মুহাম্মদ	৩১:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯২	২৩৯-২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
		নূরুল ইসলাম		
			৩১:৪-৩২:১ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	৪০৪-৪১৫
৩৬.	ভূগোল বিদ্যায় মুসলমানদের অবদান : একটি সমীক্ষা	আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ	৩২:৪-৩৩:১ এপ্রিল-জুন ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	৩১-৬০
৩৭.	গণিত বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদান	ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	৩৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩	১৬৫-১৭২
৩৮.	কুরআনে বিজ্ঞান চর্চার তাকিদ	মুহাম্মদ আবদুল আযীয	৩৪:২-৩৫:১ অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	১২৮-১৩৩
৩৯.	একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনা	সৈয়দ আশরাফ আলী	৩৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৬	১-১৪
৪০.	ভূগোল বিদ্যায় মুসলিম অবদান	এ.টি.এম ফখরুদ্দিন, মো. আবদুস কাদির	৩৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭	৬৩-৭৩
৪১.	ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা	মো. গোলাম মহিউদ্দীন	৩৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৭	৯৪-১০৬

ড) মানবাধিকার

মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। মানবাধিকার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেছে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। একদিকে সে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমা-রেখা নির্দেশ করেছে, অন্যদিকে তার নিখুঁত বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে এক অনন্য উদাহরণ। বস্তুতঃ ইসলামে মানবাধিকার যেমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের দয়া অনুগ্রহের বিষয় নয় বরং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতি মহান আল্লাহর এক পরম আশীর্বাদ বিশেষ, তেমনি এর বাস্তবায়নও কারও খেয়াল-খুশি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপর নয়, বরং মুসলমানদের জন্য আল্লাহ নির্দেশিত একটি পবিত্র কর্তব্য বিশেষ। শাসক-শাসিত নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্যই এই কর্তব্যটি অবশ্য পালনীয়। বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকীতে এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধাবলীও প্রকাশ পেয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর উল্লেখযোগ্য নিম্নরূপ:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামে মানবাধিকার	ড. আলী আব্দুল ওয়াহেদ ওয়াফী অনুবাদ : মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন খান	১১:২ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩	১৪২-১৫৮
			পুনর্মুদ্রণ ২৮:৪-৩০:২ এপ্রিল-জুন ১৯৮৯-অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯০	৪১৭-৪২২
২.	মৌলিক মানবিক অধিকার	শামসুল আলম	২০:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮০	৪৬-৫২
৩.	ইসলামে ও মানিবাধিকার	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	১৯৩-২০৫
			২৮:৪-৩০:২	৪০৫-৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			এপ্রিল-জুন ১৯৮৯- অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯০	
৪.	ইসলামে কর্তৃপক্ষ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার	ইসাত চ্যান অনুবাদ : এম রুহুল আমিন	২৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	২৫০-২৫৭
৫.	আল-কুরআনের আলোকে সামাজিক সুবিচার, মানবাধিকার ও শান্তি	আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	২৮:৪-৩০:২ এপ্রিল-জুন ১৯৮৯-অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৯০	৪০৫-৪১৬
৬.	বিশ্ব সমাজে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	ড. হাসান জামান অনুবাদ : ইব্রাহীম ভূঁইয়া	২৮:৪-৩০:২ এপ্রিল-জুন ১৯৮৯- অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯০	৩৮৫-৪০৪

ঢ) দর্শন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত মুসলিম দর্শন এবং এর বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাবলীর উল্লেখযোগ্য নিম্নে উপস্থাপিত হল:

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	রুমীর প্রেমতত্ত্ব ও মরমী চিন্তাধারা	মোহাম্মদ গোলাম রসূল	৯: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	১৬০-২১৩
২.	জড়বাদী দর্শনের বিবর্তন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	৯: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭১	২১৪-২৪৪
৩.	ইবনে রুশদের দর্শন ও উহার প্রভাব	ড. এম. আবদুল কাদের	এপ্রিল-জুন ১৯৭৬	১৯-২৮
৪.	যুক্তিবাদী ও মূল্য	সম্পাদকীয়	১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	৮৩-৮৬
৫.	ইসলামী দর্শন	আল্লামা শিবলী নূমানী অনুবাদ : অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৬	১৯৯-২২০
			১৬: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৭	৩০১-৩১৪
			১৭: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	৯২-১১২
			১৭: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮	১৯০-১৯৮
			১৮: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৮	৭২-৯২
			১৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯	১৫৬-১৬৮
			১৮:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৭৯	২৪৫-২৫৫
			১৯: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯	৮১-৯০
৬.	ইসলামী ঐতিহ্যে	অধ্যক্ষ দেওয়ান	১৬: ৩-৪	২৪৭-২৫০

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
	ইহলৌকিক বিচার	মোহাম্মদ আজরফ	জানুয়ারী-জুন ১৯৭৭	
৭.	আল গাযালীর প্রতিভা ও তাঁর প্রভাব	মোহাম্মদ গোলাম রসূল	১৬: ৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৭	২৯৬-৩০০
৮.	ইবনে রুশদের দর্শনের প্রভাব	ড. এম. আবদুল কাদের	১৭: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭	১১৩-১১৮
৯.	ক্রয়ডের মনস্তত্ত্ব	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	১৮: ১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৮	৩৭-৬০
১০.	ধর্ম : দর্শন জীবন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১	২০-৩০
১১.	ধর্মের ইতিহাস ও দর্শন	আ.ন.ম রইছ উদ্দীন	২১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮১	৫-৯
১২.	বিশ্ব সভ্যতায় ইকবালের অবদান	মোহাম্মদ আজরফ	২৩:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৩৩-৪০
১৩.	রূহ, দেহের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক	আ. ন. ম রইছ উদ্দীন	২৪:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪	১২৭-১৩১
১৪.	নৈতিকতা : পাশ্চাত্য ও ইসলামী দৃষ্টিকোষ	অধ্যাপক গোলাম ছোবহান	২৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৬	৩০৫-৩১৬
			২৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	৪৭-৫৮
১৫.	ইসলামী ধর্ম-দর্শনে স্বাধীন ইচ্ছা প্রসঙ্গে	মতিউর রহমান নীলু	২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭	৩১৪-৩২২
			২৬:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৭	৪১০-৪১৯
			২৭:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭	৭৪-৮৪
১৬.	ইসলামী-ধর্ম-দর্শনে অমরত্ব	মতিউর রহমান নীলু	২৭:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮	৪৩৮-৪৪৫
			২৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	৫৫১-৫৫৭
			২৮:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	১৭২-১৮৩
১৭.	দৃশ্যমান জগত সৃষ্টি	আলাউদ্দীন খান	২৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	৪৭১-৪৯৮
১৮.	ইসলামের নীতিদর্শন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	৩০:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯১	৫৪১-৫৬৪
			৩১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১	৫-১৬
			৩১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১	১০৭-১৩০
১৯.	মুসলিম দর্শনে আল-গাযালীর প্রভাব	ড. মুহাম্মদ শাহজাহান	৩৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩	১৩৮-১৪৫
২০.	মু'তাযিলা চিন্তাধারা	এম. এ. হালিম	৩২:৪-৩৩:১	৬১-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নং	শিরোনাম	লেখক	বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
			এপ্রিল-জুন ১৯৯৩ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	
২১.	আল-কুরআনের আলোকে সৃষ্টির সূচনা	এম. আকবর আলী	৩৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	১৮-২৩
২২.	আশআরীয় চিন্তাধারা	এম. এ. হালিম	৩৫:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫	৩৮-৫৫
২৩.	ছয় দিবস ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের কুরআনী ব্যাখ্যা	কাজী জাহান মিয়া	৩৫:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬	৬১-৭৪
২৪.	ইব্‌ন রুশদ : ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়	জান্নাতুল ফেরদৌস আফরীন	৩৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭	৫২-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে ইসলামের যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলোকে আরও বিশ্লেষণাত্মক পন্থায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিসন্দর্ভের কলেবরকে সীমিত পর্যায়ে রাখার লক্ষে ১৯৭১-২০০০ খৃ. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া একই বিষয়ের পর্যালোচনা একস্থানেই করা হয়েছে, যদিও একাধিক প্রবন্ধে তা প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ উক্ত গবেষণামূলক সাময়িকীটিতে শুধু ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ, তাহযীব-তামাদ্দুন জাতীয় বিষয়াবলী নিয়ে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে যাচ্ছে। ফলে ইসলামের বহুল আলোচিত বিষয়গুলো এ জার্নালে বার বার এসেছে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভে বার বার পর্যালোচনা না করে একবারই করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বাংলাদেশে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা ও মান উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটেছে। তেমনি করে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ সম্বলিত বিষয়াবলীর আলোচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে ৮৭.৩% মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলিম জনসাধারণের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়াবলী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো জনসাধারণ্যে বহুল প্রচার-প্রসার ঘটলে ইসলাম যে কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা আর সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তা সহজে বোধগম্য হবে। এতে সমাজ হবে আরও প্রগতিশীল, উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধশালী।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১৯৭১ থেকে ২০০০ খৃ. পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু সাময়িকীর তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

সাপ্তাহিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
১. আমার বাঙলা	১ জানুয়ারী, ১৯৭২ শনিবার	স্বপন দাশগুপ্ত
২. জনমত	১ জানু: ১৯৭২	অমর সাহা
৩. সোনার বাংলা	৩ জানু: ১৯৭২	আবদুলাহ ওয়াজেদ
৪. গণকণ্ঠ (মেহনতী মানুষের মুখপত্র)	১০ জানু: ১৯৭২	আল মাহমুদ
৫. বাংলার ডাক (প্রগতিশীল সাপ্তাহিক)	১২ জানু: ১৯৭২	আবদুল হামিদ
৬. যুবশক্তি	১৯ জানু: ১৯৭২	মিহির কুমার কর্মকার
৭. আমার বাংলাদেশ		এ. এস শামসুল আলম
৮. সোনার দেশ	২১ জানু: ১৯৭২	ইকবাল হোসায়েন
৯. সোনার বাংলা (গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামী মুখপত্র)	২১ জানু: ১৯৭২	মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
১০. জয়ধ্বনি (বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র)	২০৪ জানু:১৯৭২	আবদুল কাইয়ুম মুকুল
১১. পথ	২৫ জানু: ১৯৭২	মোহাম্মদ হানিফ
১২. জন্মভূমি	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	অধ্যাপক অলী আহমেদ
১৩. উলাস (জনগণের নির্ভীক কণ্ঠ)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	দিলওয়ার
১৪. গণবার্তা	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	মুহম্মদ আতাউর রহমান
১৫. গণদূত	৩০ অক্টোবর ১৯৭২	
১৬. বঙ্গদর্পণ (বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের মুখপত্র)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	মো: নূরুল আনোয়ার
১৭. রূপসী বাংলা	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	অধ্যাপক আবদুল ওহাব
১৮. ইংগিত (গণমানুষের মুখপত্র)	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক
১৯. হক কথা	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	সৈয়দ ইরফানুল বারী
২০. বাংলাদেশ (নির্ভীক জনতার মুখপত্র)	৫ মার্চ ১৯৭২	খোন্দকার আতাউল হক
২১. জবাব	১০ মার্চ ১৯৭২	কাজী আবদুল খালেক
২২. জননী বাংলা (সংগ্রামী জনতার মুখপত্র)	২৩ মার্চ ১৯৭২	হাবিবুর রহমান আজাদ
২৩. চরমপত্র	২৬ মার্চ ১৯৭২	বোরহান আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
২৪. রজনীগন্ধা (সংস্কৃতি বিষয়ক)	২৬ মার্চ ১৯৭২	ডা. নুরুন নাহার জহুর
২৫. পরিক্রমা (কৃষক-শ্রমিক জনতার মুখপত্র)	২৬ মার্চ ১৯৭২	আবদুল গাফ্‌ফার খান
২৬. বিপ্লবী বাংলা	২৬ মার্চ ১৯৭২	গাজী গোলাম ছরওয়ার
২৭. সবুজ বাঙলা	২৬ মার্চ ১৯৭২	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
২৮. লাল পাতাকা (মেহনতী জনগণের মুখপত্র)	২৮ এপ্রিল ১৯৭২	বদিউল আলম চৌধুরী
২৯. মুখপত্র	৩০ এপ্রিল ১৯৭২	ফয়জুর রহমান
৩০. নবযুগ (মেহনতী জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র)	১ মে ১৯৭২	শামসুল আলম
৩১. গণমানুষ		মির্জা আবদুল হাই
৩২. যুব বাংলা (কৃষক, শ্রমিক ও যুব সমাজের মুখপত্র)	২১ মে ১৯৭২	স. ম. মোস্তফা জামান
৩৩. অভিমত	২৮ মে ১৯৭২	আহমেদ ফরিদ
৩৪. জনবার্তা (নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক)	১৩ জুন ১৯৭২	মজিবর রহমান
৩৫. জনবার্তা		মজিবর রহমান
৩৬. স্বকাল	৩০ জুন ১৯৭২	সৈয়দ ইসা
৩৭. জাগ্রত জনতা (মেহনতী জনতার মুখপত্র)	১৮ জুন ১৯৭২	এম. এ মজিদ
৩৮. চাবুক (জাগ্রত বাঙালীর কণ্ঠস্বর)	২১ জুলাই ১৯৭২	এম. ইসহাক ভুইয়া
৩৯. অভিমত	১৬ জুলাই ১৯৭২	আলী আশরাদ
৪০. রূপসী (সচিত্র সিনেমা বিষয়ক)	১০ আগষ্ট ১৯৭২	শহীদুল হক খান
৪১. ইত্তেহাদ	১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	ওলি আহাদ
৪২. দেশবার্তা	১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	হিমাংশু শেখর ধর
৪৩. গণমুক্তি	২৭ আগস্ট ১৯৭২	মফিজুর রহমান রোকন
৪৪. আভাস (গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র)	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	সিরাজ উদ্দীন আহমেদ
৪৫. মুক্তিবাণী	২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	আজিজুল বাসার
৪৬. নিপীড়িত কণ্ঠ (সংগ্রামী জনতার মুখপত্র)	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	মোহাম্মদ সেলিম
৪৭. সংকেত	২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	সায্‌যাদ কাদির
৪৮. পূর্ণিমা (প্রগতিশীল সিনেমা বিষয়ক)	৬ নভেম্বর ১৯৭২	আবদুর রাজ্জাক

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
৪৯. গণ ডাক	১১ নভেম্বর ১৯৭৩	আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ
৫০. যুগবার্তা	৬ ডিসেম্বর ১৯৭২	এ.টি.এম শামসুদ্দিন
৫১. সৈকত বার্তা	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২	শহীদ সেরনিয়াবাত
৫২. বাংলাদেশ সংবাদ	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২	কাজী মুজাম্মিল হক (ভারপ্রাপ্ত)
৫৩. শ্রমিক বার্তা	২২ ডিসেম্বর ১৯৭২	মঈনুল হাছান
৫৪. ইংগিত	১৯৭২	আবদুর রাজ্জাক
৫৫. রজনীগন্ধা	১৯৭২	ডা. নুরুন নাহার কায়েস
৫৬. গনরাজ	১৯৭২	মোস্তাফিজুর রহমান
৫৭. স্বদেশী	১৯৭২	কাজী জহিরুদ্দীন
৫৮. সারথী	১৯৭২	মজিবুর রহমান কায়েস
৫৯. প্রতিরোধ	১৯৭৩	এ এস এম শহীদুল্লাহ
৬০. পূর্বাভাস	৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	সেকান্দার হায়াত মজুমদার
৬১. প্রবাসী	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	এ.কে.এম. মুস্তাফিজুর রহমান
৬২. সোমবার	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	সৈয়দ আখতার জাহান
৬৩. জনমত[২]	২৬ মার্চ ১৯৭৩	এ.টি.এম ওয়ালী আশরাফ
৬৪. হক বাণী	৩০ মার্চ ১৯৭৩	শামসুর রহমান
৬৫. তরঙ্গ	১৪ এপ্রিল ১৯৭৩	জাকির আহমেদ চৌধুরী
৬৬. কৃষক	২৫ জুন ১৯৭৩	অধ্যাপক মুয়াযযম হুসায়ন খান
৬৭. প্রান্তর	৬ জুলাই ১৯৭৩	সফিকুর রহমান
৬৮. প্রতিরোধ	২৬ জুলাই ১৯৭৩	এ. এম শহীদউল্লাহ
৬৯. যুগবার্তা	৮ আগস্ট ১৯৭৩	এ.বি.এম. তালেব আলী
৭০. কাঞ্চন	২৯ আগস্ট ১৯৭৩	আবদুল বারী
৭১. সিনেমা	২৩ আগস্ট ১৯৭৩	শেখ ফজলুল হক মনি
৭২. গণবাংলা	৩১ আগস্ট ১৯৭৩	আবিদুর রহমান
৭৩. প্রাচ্য বার্তা	৭ অক্টোবর ১৯৭৩	ফজলে লোহানী
৭৪. সংহতি	৬ নভেম্বর ১৯৭৩	ভবেশ চন্দ্র নন্দী
৭৫. জনতার বাণী	২৬ অক্টোবর ১৯৭৩	সৈয়দ শাহজাহান সাহিদ
৭৬. আপারেশন (প্রগতিশীল স্বাস্থ্য	৪ নভেম্বর ১৯৭৩	ডঃ এম এ করিম

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
পরিক্রমা)		
৭৭. বঙ্গবাণিজ্য (অর্থনৈতিক সাময়িকী)	২৮ নভেম্বর ১৯৭৩	অধ্যক্ষ শেখ আবদুর রহমান
৭৮. অগ্নিবীণা	৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩	পারভেজ করিম
৭৯. জনকথা	৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩	উৎপল চৌধুরী
৮০. গ্রেনেড	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩	আবদুল মতিন চৌধুরী
৮১. ভীমরুল	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩	বেগম রোকেয়া রহমান
৮২. প্রসঙ্গ (সমীক্ষা সাময়িকী)	১৯৭৩	আকসাদ
৮৩. কমরেড	১৯৭৪	শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব বাঙ্গালী
৮৪. গণমুখ	২১ জানুয়ারী ১৯৭৪	এম. এ রেজা
৮৫. বিবর্তন	২৪ মার্চ ১৯৭৪	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ
৮৬. কিষাণ	১৯ মার্চ ১৯৭৪	জি.আই.এম.এ.কে. নূরে এলাহী চিশতী
৮৭. গ্রামের ডাক		এস আলমগীর
৮৮. যুগধ্বনি	১৫ এপ্রিল ১৯৭৪	আবদুর রাজ্জাক বেলাল
৮৯. মহাকাল	৩ মে ১৯৭৪	খন্দকার গোলাম মোস্তফা
৯০. পল্লীবার্ত	১ জুন ১৯৭৪	মোহাঃ ইউনুস আলী
৯১. কমরেড	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	শেখ মোহাম্মদ আয়ুব বাঙালী
৯২. যুব কথা	১৯৭৪	নূরুল ইসলাম
৯৩. আন্তরিক	২০ নভেম্বর ১৯৭৪	কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন
৯৪. বর্তমান (সংবাদ নিবন্ধ)	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	খন্দকার আবদুর রহীম
৯৫. প্রবাসীর ডাক	৫ জানুয়ারী ১৯৭৫	আহমদ আনিসুর রহমান
৯৬. চাঁদপুর বার্তা	১৯৭৫	মোঃ আবদুল খালেক
৯৭. বাঁকন (সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী)		সুফিয়া খাতুন
৯৮. মেহনতী কণ্ঠ	১৯৭৫	মোঃ মাহবুবুল আলম
৯৯. শিক্ষা বিচিত্রা	২৬ মার্চ ১৯৭৫	এস. এম. মোসলেমউদ্দিন
১০০. ঐক্যদূত (রম্য বিষয়ক)	৬ এপ্রিল ১৯৭৫	মোশারফ হোসেন
১০১. গ্রামের ডাক		এম. আলমগীর
১০২. পূর্বাণী	১৫ আগস্ট ১৯৭৫	শাহাদাৎ হোসেন
১০৩. ছায়াপথ	২৯ আগস্ট ১৯৭৫	নাসিরুদ্দিন আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
১০৪. গণশক্তি	২১ মার্চ ১৯৭৬	মোহাম্মদ তোয়াহা
১০৫. দৃষ্টি		মোহাম্মদ নুরুল আমিন
১০৬. ঠিকানা	২৫ আগস্ট ১৯৭৬	আবুল হোসেন মীর
১০৭. সৈনিক	৩০ আগস্ট ১৯৭৬	মোহাম্মদ আবদুল গফুর
১০৮. নববার্তা	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬	নূরজাহান বেগম
১০৯. নয়াবার্তা (প্রগতিশীল জাতীয় সাময়িকী)		মানুন উর রশীদ চৌধুরী
১১০. গণচেতনা	১৯৭৭	মাহমুদ
১১১. রিপোর্টার	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭	ওবায়দুল হক কামালা
১১২. খবর		মিজানুর রহমান মিজান
১১৩. দেশবাণী		শামসুল হক খান
১১৪. উত্তরণ		মো: দেলওয়ার হোসেন
১১৫. লাইমাই		মো: ওয়াহিদুর রহমান
১১৬. সিলেট সমাচার	১৬ আগস্ট ১৯৭৭	আবদুল ওয়াহেদ খান
১১৭. ক্রীয়াঙ্গন	১৯৭৮	আবদুল্লাহ আল ফরমান
১১৮. ঢাকা	২১ জানুয়ার ১৯৭৮	রফিকুল ইসলাম ইউনুস
১১৯. সচিত্র সন্ধানী	১৩ এপ্রিল ১৯৭৮	গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ
১২০. গণমানস (গণমানুষের কণ্ঠস্বর)	১৬ জুলাই ১৯৭৮	গোলাম মাজেদ
১২১. জনকথা		ইবরাহিম রহমান
১২২. রোববার	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	আবদুল হাফিজ
১২৩. আন্দোলন	২০ অক্টোবর ১৯৭৮	এম. এ ইসলাম
১২৪. গণমুখ		কে. এম. শহীদুলাহ
১২৫. বনভূমি (পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম একমাত্র সাময়িকী)	১৩৮৪ বাংলা	এ.কে.এম মকসুদ আহমেদ
১২৬. পদধ্বনি	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	সাইদুর রহমান
১২৭. ময়মনসিংহ বার্তা		এম. এ. তাহের
১২৮. তিতাস		মো: নুরুল হোসেন
১২৯. জনমুক্তি		এম.এ আউয়াল
১৩০. কক্সবাজার বার্তা	১৯৭৯	সামশুল আলম
১৩১. জনকণ্ঠ	৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯	এম. আলগুগীন
১৩২. বাংলার চাষী	২৫ মার্চ ১৯৭৯	এ.টি.এম. নূরউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
১৩৩. বিবর্তন		কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ
১৩৪. একাল	জুন ১৯৭৯	আজম আমীর আলী
১৩৫. রূপসী		গুলশান আহমদ
১৩৬. প্রতিবেদন	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯	মশিউর রহমান খান
১৩৭. রূপসা		এ.কে.এম. মতিউর রহমান
১৩৮. পূনর্ভবা		খায়রুল আলম
১৩৯. আলোর সন্ধানে		সৈয়দ শাহজাহান মিঞা
১৪০. প্রহরী		এস কে এম এ মজিদ মুকুল
১৪১. গণ প্রহরী		এস কে এম এ মজিদ মুকুল
১৪২. মহিলা পত্রিকা	১৯৮০	সামসুন্নাহার
১৪৩. The consumer Economist	১৯৮০	মঈনুল আলম
১৪৪. ইশতেহার	১৯৮০	মাহবুবুল আলম
১৪৫. সত্যবাদী	১৯৮০	স.ম. আতিকুর রহমান
১৪৬. বারূদ	১৯৮০/৮১	আবদুল আজিজ মাহফুজ
১৪৭. চট্টগ্রাম টাইমস	১৯৮১	আফজল করিম সিদ্দিকী
১৪৮. সচিত্র স্বদেশ	১৯ মার্চ ১৯৮১	জাকিউদ্দিন আহমদ
১৪৯. নতুন কথা		হাজেরা সুলতানা
১৫০. সত্য কথা		মাহমুদ উল হক
১৫১. বিপ্লব		রফিকুল ইসলাম
১৫২. প্রতিবেদন		মশিউর রহমান
১৫৩. ফরিদপুর চাষী বার্তা		আ ন ম আবদুস সোবহান
১৫৪. মুজাহিদ		মো: মুস্তানুর রহমান
১৫৫. ইশতেহার		জহুর উল আলম
১৫৬. ফরিদপুর সমাচার		মোহাম্মদ শাহজাহান
১৫৭. মশাল		মোহাম্মদ আবুল হাসনাত
১৫৮. লোকবাণী		এ এম শওকাতুল আলম
১৫৯. আল মোয়াজ্জিন (সৈয়দ আবদুর রব একাডেমীর মুখপত্র)		সৈয়দ আশরাফুল আজম আবদুর রব
১৬০. রঙধনু (সংবাদপত্র ও কুমিলা জেলা সমবায় ইউনিয়ন লি:-এর মুখপত্র)		মো: জামিলুজ্জামান
১৬১. সেবা	৫ এপি ১৯৮১	ডা: এম এ করিম

Dhaka University Institutional Repository

	সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
১৬২.	সিলহট কণ্ঠ	২১ এপ্রিল ১৯৮১	মো: আবদুল মালিক
১৬৩.	বিবৃতি	১৭ বৈশাখ ১৩৮৮ বাংলা	স.ই. শিবলী
১৬৪.	রাজনীতি	১ মে ১৯৮১	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
১৬৫.	আবির্ভাব		আবুল কাসেম মজুমদার
১৬৬.	সাংবাদিক		মমতাজ সুলতানা
১৬৭.	দেশদর্পণ		মুহাম্মদ ইয়াসমীন খান
১৬৮.	জনভেরী		এ টি এম ইলাহী বকস
১৬৯.	মুক্তকথা		হারুনুর রশীদ
১৭০.	বাংলার বনে		মো: হোসেন শাহ
১৭১.	জেহাদ	৯ অক্টোবর ১৯৮১	মাওলানা গোলাম মোস্তফা খান
১৭২.	সমাচার সমীক্ষা		আবদুল হাসিব
১৭৩.	পূরবী		মহিউদ্দিন আহমেদ
১৭৪.	শক্তি	৮ নভেম্বর ১৯৮১	এ কিউ এম জয়নুল আবেদীন
১৭৫.	খবরের কাগজ	৬ ডিসেম্বর ১৯৮১	রায়হান ফিরদাউস
১৭৬.	অলিম্পিক		কাজী আবদুর রউফ
১৭৭.	টাঙ্গাইল বার্তা		জহরুল ইসলাম খান
১৭৮.	পরিধি	২ জুন ১৯৮২	বিকাশ রায়
১৭৯.	চিত্রবাংলা		ফুলরা বেগম ফ্লোরা
১৮০.	আল-মিজান		মো: ইউসুফ হোসেন তালুকদার
১৮১.	গণ আশা	১৯৮৪	নিলুফার মোমেন
১৮২.	লোকবার্তা	১৯৮৪	ইমামুল ইসলাম লতিফী
১৮৩.	ইজতেহাদ	১৯৮৪	মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত
১৮৪.	গ্রামবার্তা	১৯৮৪	স্বপন মহাজন
১৮৫.	বন ও কৃষি সমাচার	১৯৮৬	এস এম খোরশেদ আলম সিদ্দিকী
১৮৬.	প্রহর	১৯৮৭	মুজিবুল হক
১৮৭.	চট্টলা	১৯৮৭	আবু সুফিয়ান
১৮৮.	উপনগর	১৯৯১	মাহমুদুল হক

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদক
১৮৯. পূর্ব দিগন্ত	১৯৯১	মুহাম্মদ নূর উলাহ্
১৯০. কর্ণফুলীর দেশ	১৯৯১	সুখময় চক্রবর্তী
১৯১. চলতি দিন	১৯৯১	মনজুর-উল আমিন চৌধুরী
১৯২. পূর্ববাংলা	১৯৯১	জাফর হায়াত
১৯৩. ইষ্টার্ণ ট্রেড	১৯৯১	শেখ নজরুল ইসলাম মাহমুদ
১৯৪. চকোরী	১৯৯২	এ কে এম গিয়াস উদ্দীন
১৯৫. দেশদেশী	১৯৯২	আবু মোহাম্মদ শাহীন
১৯৬. আবেদন	১৯৯২	মোঃ বদিউল আলম
১৯৭. ইংগিত	১৯৯২	এম. আজিজুল হক
১৯৮. বৃহস্পতি	১৯৯৪	সামশুল হক হায়দারী মীর্জা জিলুর রহমান
১৯৯. গণ অধিকার	১৯৯৫	তৌফিক বিন আনোয়ার
২০০. বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ	১৯৯৬	সৈয়দ উমর ফারুক
২০১. মুক্তধ্বনি	১৯৯৭	মো: সামশুর রহমান
২০২. অণুবীক্ষণ	১৯৯৭	ডা: মাহফুজুর রহমান
২০৩. জীবন চিত্র	১৯৯৭	সা. মো. মসিহ রানা
২০৪. বাণিজ্য বাজার	১৯৯৭	পংকজ কুমার দত্তিদার
২০৫. আলম পন্থ	১৯৯৮	শহীদুজ্জামান

মাসিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. গ্রাম বাংলা (সাহিত্য, সাংস্কৃতিক পত্রিকা)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	ইয়াকুব আলী সিকদার (সাহিত্য বিনোদ) ও সদস্যবৃন্দ
২. কালস্রোত	জানুয়ারী ১৯৭২	মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম
৩. দীপ্ত বাঙলা	জানু: ১৯৭২	সুফী আবদুলাহ আল মামুন
৪. মুখপত্র (কালক্রম গোষ্ঠীর মুখপত্র)	জানুয়ারী ১৯৭২	ওবায়দুল ইসলাম ও মুহম্মদ হাবীবুলাহ
৫. সূচনা (মাসিক সাহিত্য চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক পত্রিকা)	জানুয়ারী ১৯৭২	সাখাওয়াত হোসেন
৬. বাংলার মেয়ে (মহিলা বিষয়ক)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	বেগম আশরাফুন নেছা
৭. নবীন	ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	মোস্তফা হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৮. পাবন (সাহিত্য সাময়িকী)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	আকরাম হোসেন রাজা
৯. স্ফুটন (সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	তাপস মজুমদার
১০. মনোলীন মনিহার	ডিসেম্বর ১৯৭২	মফিজুল ইসলাম খান
১১. প্রগতি (প্রগতিশীল সাহিত্য সাময়িকী)	মার্চ ১৯৭২	স. ম. আতিকুর রহমান
১২. কালক্রম		
১৩. সেতু (সাহিত্য সাময়িকী)	২৬ মার্চ ১৯৭২	শওকত ওসমান বাবু
১৪. সোনার দেশ	১৯৭২	মো: আবদুস সাত্তার
১৫. প্রতিভাস (সাহিত্য সাময়িকী)	এপ্রিল ১৯৭২	মো: নাছিরউদ্দিন চৌধুরী
১৬. লাঙ্গল (কৃষি বিষয়ক)	বৈশাখ ১৩৭৯ বাংলা	মো: আবু বকর সিদ্দিক
১৭. সুচরিতা (মহিলা বিষয়ক)	১ বৈশাখ ১৩৭৯ বাং	সৈয়দা শাহিদা বেগম রানু
১৮. প্রতিধ্বনি (প্রথম মহিলা বিষয়ক মাসিক)	১৭ বৈশাখ ১৩৭৯ বাং	অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান
১৯. কাকলি	বৈশাখ ১৩৭৯ বাংলা	আবদুল গণি
২০. রূপসী বাংলা (সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সাময়িকী)	চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-১৩৭৯ বাংলা	ইয়াকুব চৌধুরী
২১. মানস	৮ মে ১৯৭২	আবুল এহসান
২২. অশনি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯	এম এ রহমান
২৩. চিকিৎসা সাময়িকী (বাংলাদেশের চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী)	মে ১৯৭২	ডা: এস এম বজলুল হক
২৪. মন (সাহিত্য বিষয়ক)	মে ১৯৭২	সুনীল নাথ
২৫. স্বপক্ষে	মে ১৯৭২	সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী
২৬. শিল্প-বাণিজ্য বার্তা (ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা)	জুন ১৯৭২	বায়েজীদ আহমেদ ও মো: আলী মোতাহের
২৭. উপকূল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূগোল সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী)	১৯ জুলাই ১৯৭২	আবদুলাহ আল মামুন খান ও রাশেদা খানম
২৮. পাওনা (প্রগতিশীল মাসিক)	১ আগস্ট ১৯৭২	মীর জহিরুল হক
২৯. রূপম (নব পর্যায়ের সিনেমা সাহিত্য বিষয়ক)	জুলাই ১৯৭২	আনওয়ার আহমদ
৩০. সমীক্ষা (রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা)	জুলাই ১৯৭২	মেসবাহ্ উদ্দীন আহমেদ
৩১. গণসাহিত্য	৭ আগস্ট ১৯৭২	আবুল হাসনাত

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৩২. দীপক (বাংলাদেশ পুলিশ সমবায় সমিতির সাময়িকী)	ভাদ্র ১৩৭৯	সেলিনা খালেক
৩৩. রোববার	আগস্ট ১৯৭২	মোহাম্মদ আবদুস সাকী
৩৪. স্বরূপ (সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও রম্যপত্র)	ভাদ্র ১৩৭৯	বিজয় কুমার দত্ত
৩৫. অংকুর (কিশোর সম্পাদিত সাময়িকী)	ভাদ্র ১৩৭৯	এম. এ রহমান, আনু চৌধুরী, আকতার আনোয়ার, মকবুল হোসেন ফারুকী, খুকু ইয়াসমীন
৩৬. কারিগর (ইনস্টিটিউট অব ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর মুখপত্র)	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	মোবারক আলী খান
৩৭. কৃষিবাণী	ভাদ্র ১৩৭৯	শেখ নাসির উদ্দিন আহমেদ
৩৮. সোভিয়েত সমীক্ষা	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	এ টি এম শামসুদ্দিন
৩৯. উত্তরণ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগ শাখার মুখপত্র)	১ অক্টোবর ১৯৭২	মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া
৪০. স্বদেশ (সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক)	৭ অক্টোবর ১৯৭২	গোলাম সাবদার সিদ্দিকি
৪১. আওতাওহীদ (ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক)	অক্টোবর ১৯৭২	মুহম্মদ হারুন
৪২. জনান্তিক	কার্তিক ১৩৭৯	রইসউদ্দিন ভূঞা
৪৩. ভাইজেষ্ট	নভেম্বর ১৯৭২	মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
৪৪. ঢাকা ডাইজেষ্ট	এপ্রিল ১৯৭৩	মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
৪৫. মৈত্রী (বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির মুখপত্র)	নভেম্বর ১৯৭২	বেগম সুফিয়া কামাল
৪৬. চিত্ররথ (চলচ্চিত্র-সাহিত্য বিষয়ক)	মে ১৯৭৩	এ. এল জহিরুল হক খান
৪৭. নবারুন (সচিত্র কিশোর সাময়িকী)	ডিসেম্বর ১৯৭২	কাজী আফসার উদ্দিন আহমেদ
৪৮. পূর্বাচল	ডিসেম্বর ১৯৭২	মহিউদ্দিন আহমদ
৪৯. প্রভাতি	১৯৭২	স. ম আতিকুর রহমান
৫০. প্রতিভাস	১৯৭২	মো: নাসিরুদ্দীন চৌধুরী
৫১. মনন	১৯৭২	সুনীল নাথ
৫২. সবুজ কণ্ঠ	১৯৭২	সুখময় চক্রবর্তী
৫৩. আত্ তাওহীদ	১৯৭৩	মোহাম্মদ হারুন
৫৪. অনাসিক	১৯৭৩	ফাতেমা জোহরা
৫৫. ভারত বিচিত্রা	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	স্মৃতি বন্দোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৫৬. উত্তরাধিকার (বাংলা একাডেমী সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা)	জানুয়ারী ১৯৭৩	মাযহারুল ইসলাম
৫৭. খেলাধুলা	১২ জানুয়ারী ১৯৭৩	আবুল কাসেম ও আবদুস সাঈদ
৫৮. তাহ্জীব (ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা)	পৌষ ১৩৭৯ বাংলা	মহিউদ্দিন শামী
৫৯. ধলেশ্বরী	জানু: ১৯৭৩	নাছিমা খান
৬০. দর্শন (বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র)	মাঘ ১৩৭৯ বাং	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
৬১. অর্চনা (ত্রিমুখীর প্রগতিশীল সাময়িকী)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	এ. কে. এম আনোয়ার হোসেন, মোকাদ্দেসুর রহমান, আলিমুজ্জামান হাজ
৬২. আয়ুধ (সাহিত্য পত্রিকা)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	আখতার আযম
৬৩. কচিকণ্ঠ (সচিত্র, কিশোর পত্রিকা, সূর্যাসেনার মুখপত্র)	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	এ,টি,এম মমতাজ উল ইসলাম ডাবলু
৬৪. ধান শালিকের দেশ (বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	মাযহারুল ইসলাম
৬৫. বিজয় বার্তা	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	এস, এম কবির
৬৬. রমনা ডাইডেজস্ট	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	মোস্তফা হাজন
৬৭. অরুনোদয় (ঢাকা আঞ্চলিক বয়স্কাউট সমিতির মুখপত্র)	মার্চ ১৯৭৩	এম, ও, আলী
৬৮. ক্রীড়াংগন (ক্রীড়ামোদীদের জন্য)	মার্চ ১৯৭৩	নিজাম আহমেদ
৬৯. সুজনেষু	মার্চ ১৯৭৩	আহমদ রফিক ও কাজী আবদুল হালিম
৭০. ইশারা	এপ্রিল ১৯৭৩	মো: নিসার কাদের (বিটু)
৭১. বিনিময়	মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩	আলী আহমেদ
৭২. উল্কা	বৈশাখ ১৩৮০	হারুন-উর রশীদ
৭৩. নকীব (সত্যসেনার মুখপত্র)	বৈশাখ ১৩৮০ বাংলা	এস, এন, নীলিমা ইসলাম
৭৪. গণকেন্দ্র (বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়ক সমিতির মুখপত্র)	১৫ এপ্রিল ১৯৭৩	ইমাউল হক
৭৫. কপোতী	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	মো: হারুন-উর-রশিদ বাবলু
৭৬. আস্-সাকাফাহ (সংস্কৃতি বিষয়ক)	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	মু: আলাউদ্দিন আল-

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম (শিক্ষা ও সংস্কারমূলক একটি আরবী ভাষা ও সাহিত্য সাময়িকী)	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম আবহারী
৭৭. বাংলার শিল্প-বাণিজ্য	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	এ, এল জহিরুল হক খান
৭৮. তিয়াশা (কিশোর সাময়িকী)	১ অক্টোবর ১৯৭৩	আকিকুন্নেসা (রানু)
৭৯. অনামিকা (মহিলা বিষয়ক)	নভেম্বর ১৯৭৩	ফাতেমা জোহরা
৮০. বিনোদন	নভেম্বর ১৯৭৩	সেরাজুল হক
৮১. সুধা	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩	অনুপম
৮২. শুভাবলী		কালিকা প্রসাদ মনসা
৮৩. কামনা (যৌন স্বাস্থ্য সাময়িকী)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪	সৈয়দ মাহমুদ শফিক
৮৪. আল মাহদী	১৯৭৪	খাজা আবদুল কুদ্দুস
৮৫. চিত্রকল্প (সাহিত্য ও রম্য বিষয়ক)	মার্চ ১৯৭৪	সৈয়দ শাহজাহান
৮৬. মুক্তবাংলা	২৬ মার্চ ১৯৭৪	হেদায়েত উল ইসলাম খান
৮৭. নাটিকা (সাহিত্য ও সিনেমা সাময়িকী)	৩০ মার্চ ১৯৭৪	মো: ছোলেমান
৮৮. চন্দ্রাকাশ (বাংলার দর্পণ-এর সাময়িকী)	১৫ এপ্রিল ১৯৭৪	মো: হাবিবুর রহমান শেখ
৮৯. ইস্পাত (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক)	এপ্রিল-মে ১৯৭৪	ওয়ালিউল বারী চৌধুরী
৯০. চিরকুট (কবিতা সাময়িকী)	এপ্রিল ১৯৭৪	ফজল মাহমুদ
৯১. সংস্কৃতি (সাহিত্য বিষয়ক)	এপ্রিল-মে ১৯৭৪	বদরুদ্দীন উমর
৯২. সময় (সাহিত্য বিষয়ক)	১৩৮১ বাংলা	সৈয়দ আবুল মকসুদ
৯৩. সমাজ কল্যাণ সমাচার (ঢাকা বিভাগীয় মুখপত্র)		জাহাঙ্গীর হায়দার
৯৪. তরুণ (জাতীয় তরুণ সংঘের মুখপত্র)	জুন ১৯৭৪	আবুল কালাম ফিরোজ
৯৫. বীমা বার্তা (সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মুখপত্র)	১ জুলাই ১৯৭৪	মো: আহসানউলাহ
৯৬. টুং টাং (সচিত্র শিশু সাময়িকী)	ভাদ্র ১৩৮১ বাংলা	কামরুল হুদা
৯৭. মনিরা (মহিলা বিষয়ক সাময়িকী)	আগস্ট ১৯৭৪	মিসেস হাসনা মামুন
৯৮. শাপলা শালুক (বেতার কিশোর সাময়িকী)	আগস্ট ১৯৭৪	ফজল-এ-খোদা
৯৯. কিংশুক (কবিতা সাময়িকী)	আশ্বিন ১৩৮১ বাংলা	জালাল আহমদ চৌধুরী
১০০. রোমাঞ্চ (রম্য ও রহস্য সাময়িকী)	অক্টোবর ১৯৭৪	বুলবুল চৌধুরী
১০১. আবেসী	ডিসেম্বর ১৯৭৪	শ.ই. শিবলী
১০২. আল-আমীন	জানুয়ারী ১৯৭৫	মো: কেরামত আলী
১০৩. উপকণ্ঠ (কবিতা বিষয়ক)	জানুয়ারী ১৯৭৫	হারুন রশিদ

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১০৪. শুভেচ্ছা (চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সাময়িকী)	এপ্রিল ১৯৭৫	মনির উল্যাহ
১০৫. বঙ্গবাসী	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫	হারুন অর রশিদ ফকির
১০৬. অরণি (সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী)	মার্চ ১৯৭৫	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
১০৭. বিদিশা (সাংস্কৃতিক সাময়িকী)	মার্চ ১৯৭৫	সুনীল সরকার
১০৮. নায়িকা	এপ্রিল ১৯৭৫	নাসিরুদ্দীন আহমেদ
১০৯. অগ্নিকোণ	বৈশাখ ১৩৮২ বাংলা	গোলাম রব্বানী
১১০. আবাহন	এপ্রিল-মে ১৯৭৫	মুহঃ আসাফউদ্‌দৌলা রেজা
১১১. ঝংকার (কিশোর সাময়িকী)	বৈশাখ ১৩৮২ বাংলা	শামসুল কবির কয়েস
১১২. বাসনা (চলচ্চিত্র, স্বাস্থ্য, যৌন ও পরবার পরিকল্পনা বিষয়ক সাময়িকী)	মে ১৯৭৫	খায়রুল আলম চৌধুরী
১১৩. শ্যামল (শাহ জালালের শ্যামল সিলেট আন্দোলনের মুখপত্র)	বৈশাখ ১৩৮২ বাংলা	
১১৪. অলিম্পিক (দ্বিভাষিক তথা বাংলা-ইংরেজী)	জুন ১৯৭৫	রশীদ চৌধুরী
১১৫. মৌমাছি (সাহিত্য সাময়িকী)	জুন ১৯৭৫	দিলওয়ার
১১৬. প্রেয়সী	মে-জুন ১৯৭৫	স.ম. হাবিবুর রহমান
১১৭. নিপূণ		শাহজাহান চৌধুরী
১১৮. সেনানী (স্বশস্ত্র কাহিনীর মুখপত্র)	নভেম্বর ১৯৭৫	যাহিদ হোসেন
১১৯. কবিতালাপ	অগ্রহায়ন ১৩৮২ বাংলা	মনু ইসলাম, কামাল আহমেদ
১২০. উদ্যোগ	১৯৭৬	কামাল উদ্দীন আহমদ খান
১২১. আদ-দাওয়াত (ইসলাম বিষয়ক)	জানুয়ারী ১৯৭৬	মোঃ আবুল কাশেম
১২২. বস্ত্রশিল্প (বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের মুখপত্র)	এপ্রিল ১৯৭৬	কলিম শরাফ
১২৩. মহুয়া (সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী)	অক্টোবর ১৯৭৬	মোঃ আশরাফউদ্দিন
১২৪. মৌসুমী (সাহিত্য বিষয়ক)		কামাল আতাউর রহমান
১২৫. প্রতিরোধ (গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের মুখপত্র)	অক্টোবর ১৯৭৬	আরেফিন বাদল
১২৬. পটভূমি	১৯৭৭	নার্গিস রফিকা বানু
১২৭. পিরোজপুর দর্পণ	মার্চ ১৯৭৭	বেলায়েত হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১২৮. মেঘবার্তা	মে ১৯৭৭	শুভ্রা রহমান
১২৯. প্রত্যয় (সৃজনশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক)	বৈশাখ ১৩৮৪	আম্বিয়া খাতুন জোসু
১৩০. শিশু (শিশু-কিশোর সাময়িকী)	সেপ্টেম্বর ১৯৭৭	জোবেদা খানম
১৩১. তরজুমান	১৯৭৭	মো: ফজলুল করিম
১৩২. গবেষণা	১৯৭৭	মনোরঞ্জন দাশ
১৩৩. শিল্প দর্পণ (বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা-এর মুখপত্র)		হাবিবুর রহমান
১৩৪. সংগীত	জানুয়ারী ১৯৭৮	শেখ লুৎফর রহমান
১৩৫. স্বাবলম্বী		আহমদ বশীর
১৩৬. খাজা গরীব নাওয়াজ (ধর্ম-জ্ঞান প্রসার ও প্রচার বিষয়ক সাময়িকী)	মে ১৯৭৮	মওলানা আবদুদ্ দাইয়ান চিশতী
১৩৭. সৃজনী (নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত)		খালেদদাদ চৌধুরী
১৩৮. আরোগ্য (চিকিৎসা সাময়িকী)		মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
১৩৯. হোমিও বার্তা (বাংলাদেশের একমাত্র হোমিও মাসিক পত্রিকা)	১৯৭৮	ডা: মোহাম্মদ হোসেন
১৪০. মুখোমুখী	ডিসেম্বর ১৯৭৮	ইরানী বেগম
১৪১. সঞ্চয় (জাতীয় সঞ্চয় বিভাগের মুখপত্র)		শেখ রেজাউল করিম
১৪২. ছাড়পত্র	জুন ১৯৭৯	এইচ. এম জয়নাল শাহিন
১৪৩. নতুন (উত্তর বঙ্গের একমাত্র রম্য সাহিত্য সাময়িকী)		মো: মোজাম্মেল হক (স্বপন)
১৪৪. অনির্বাণ	২৫ আগস্ট ১৯৭৯	চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু
১৪৫. আগমন (সৃজনশীল সাহিত্য সাময়িকী)	অক্টোবর ১৯৭৯	রুহুল আমিন বাবুল
১৪৬. উন্মেষ (সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী)		সালেহা আনোয়ারউদ্দীন
১৪৭. নাট্যরাজ		জি. এন মর্তুজা
১৪৮. খাতুন (মহিলাদের সাময়িকী)		নূরজাহান কোরেশী
১৪৯. সাম্পান (সচিত্র শিশু-কিশোর বিষয়ক সাময়িকী)		আতাউল হক
১৫০. সপ্ত ডিংগা (একটি শিশু সাময়িকী)	মার্চ ১৯৮০	শাহ্ মুহম্মদ খুরশীদ আলম
১৫১. আলোচনা (সংস্কৃতি ও সাহিত্য	১৯ মার্চ ১৯৮১	শেখ ফজলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
বিষয়ক)		
১৫২. ম্যারিজ	২ এপ্রিল ১৯৮০	মো: আতহার আলী সিদ্দিকী
১৫৩. গৌরীয় বৈষ্ণব দর্শন	১ মার্চ ১৯৮০	ধরনীকান্ত সাহা
১৫৪. সোনার হরিণ		মুহাম্মদ জাফর উলাহ খান
১৫৫. শিশু দিগন্ত (A children horizon)		
১৫৬. গণস্বাস্থ্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭	ডা: রেজাউল হক
১৫৭. কার্টুন (বাংলা ম্যাগাজিন)		হারুনুর রশীধ হারুন
১৫৮. নিরীক্ষা (সাংবাদিক, গণমাধ্যমের কর্মী, সংবাদপত্রের পাঠক, রেডিওর শ্রোতা, চলচ্চিত্র ও টিভি দর্শকদের জন্য)	সেপ্টেম্বর ১৯৮০	তোয়াব খান
১৫৯. সচিত্র সময়	ডিসেম্বর ১৯৮০	নাঈমুল ইসলাম খান
১৬০. দ্বীন-দুনিয়া	১৯৮০	এ. কে মাহমুদুল হক
১৬১. সম্পান	১৯৮০	এ বি এস শামসুল আলম
১৬২. বৈদিক সংবাদ	১৯৮১	সুভাস দত্ত
১৬৩. কিশোর (শিশু-কিশোর সাময়িকী)		সৈয়দ মুস্তফা নজমুল
১৬৪. শুশ্রূষা	জানুয়ারী ১৯৮১	ডা: এ কে এম আলউদ্দিন
১৬৫. নতুন (সাহিত্য-সংস্কৃতি সাময়িকী)		মো: মোজাম্মেল হক (স্বপন)
১৬৬. গ্রাম বার্তা (জাতীয়, কৃষি ও গ্রামণি বিষয়ক)		সৈয়দ রেজাউল করিম
১৬৭. জনসংস্কৃতি	এপ্রিল-মে ১৯৮১	কুয়াত ইল ইসলাম
১৬৮. মা	মে ১৯৮১	জমিলা বেগম
১৬৯. হিন্দোল (সাহিত্য সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী)		দেওয়ান আবদুল হামিদ জাহান আরা বেগম
১৭০. আত্মার বাণী	সেপ্টেম্বর ১৯৮১	মোহাম্মদ আনোয়ার-উল আলম
১৭১. জাগরণ (শিশু-কিশোর সাহিত্য সংস্কৃতি রস সংকলন)	অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮১	জি. এম আলতাফ
১৭২. ক্রীড়া সন্দেশ	১৯৮২	রেজাউল হক বাচ্চু ও আতাউল হাকিম

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১৭৩. দূরন্ত	১৯৯১	খালেদ শরফুদ্দিন
১৭৪. শোগান	১৯৯১	মো: জহির
১৭৫. খতিয়ান	১৯৯৭	মাহবুব উল আলম
১৭৬. দাওয়াতুল হক	১৯৯৩	হাবিবুর রহমান কাসেমী
১৭৭. সীতাকুন্ড	১৯৯৩	হাবিবুর রহমান কাসেমী
১৭৮. চাটগাঁ (দ্বিভাষিক)	১৯৯৪	সিরাজুল করিম মানিক
১৭৯. মীরসরাই	১৯৯৫	ম. নিজামুদ্দিন
১৮০. আলোক ধারা	১৯৯৫	নাসির উদ্দীন চৌধুরী ও রাশেদ রউফ
১৮১. শঙ্খ	১৯৯৫	নাসির উদ্দীন চৌধুরী ও রাশেদা রউফ
১৮২. রাউজান কণ্ঠ	১৯৯৬	এ. কে এম শওকত বাঙালী
১৮৩. আল হক	১৯৯৭	মুহাম্মদ সুলতান মশুর
১৮৪. আন্দরকিলা	১৯৯৭	নুরুল আবসার
১৮৫. রোহিঙ্গা সংবাদ	১৯৯৮	বি সে প্রে
১৮৬. মুক্তির মিছিল	১৯৯৮	ইয়াকুব আলী রনী
১৮৭. হাট হাজারী	১৯৯৮	চন্দন চক্রবর্তী
১৮৮. বলাকা	১৯৯৮	শরীফা বুলবুল
১৮৯. পরিচয়	১৯৯৯	

পাক্ষিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. গণবাংলা (নিরীক্ষণশীল সাময়িকী)	২৬ জানু: ১৯৭২	আবদুর রাজ্জাক
২. ব্যবসা বাণিজ্য (অর্থনৈতিক সাময়িকী)	৭ মার্চ ১৯৭২	কাজী শাহ আলম হাফিজ এবং আহমেদ ফারুক
৩. নীলাঞ্চল (প্রগতিশীল সংবাদ, সাহিত্য)	২৬ মার্চ ১৯৭২	মো: আবদুস সাত্তার
৪. নারীকণ্ঠ (মহিলা বিষয়ক)	১৮ মাঘ ১৩৭৯ বাংলা	সাহানা বেগম
৫. রণরঙ্গিনী (সংগ্রামী মহিলা বিষয়ক)	১৪ এপ্রিল ১৯৭২	মিস জাহানারা খানম
৬. পউস (গফরগাঁও পলী উন্নয়ন সংস্থার মুখপত্র)	১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯	অধ্যাপক মোহিনী মোহন চক্রবর্তী
৭. ছাত্রবার্তা (ডোবসুর মুখপত্র)	১৫ জুলাই ১৯৭২	মুনতাসীর মামুন

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৮. ললিতা (মহিলা বিষয়ক)	১ আগস্ট ১৯৭২	আইভি রহমান
৯. বিপবী কণ্ঠ	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২	হাফিজুর রহমান খান ওয়ারেছ
১০. আলপনা (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক)	১৬ অক্টোবর ১৯৭২	রনজিৎ কুমার সেন
১১. চিকিৎসা পরিক্রমা	১৯৭২	ডা. আলী রেজা
১২. শতদল (কিশোর পত্রিকা)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	এ, এল জহিরুল হক
১৩. অন্বেষা	৭ মে ১৯৭৩	মনজুর আহমেদ খান
১৪. পলাশ (রম্য)	২৩ নভেম্বর ১৯৭৩	কাজী মনসুর হোসেন
১৫. নির্দেশ	১৩৮১ বাংলা	আমির হোসেন
১৬. বিপবী কণ্ঠ	মার্চ ১৯৭৪	এম. রেজাউল করিম
১৭. ক্রীড়া ড্রাম (খেলাধুলা বিষয়ক)	৪ আগস্ট ১৯৭৪	আতাউল হক মলিক
১৮. রক্তিম সূর্য	২৬ মার্চ ১৯৭৫	অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ উবায়েদউলাহ
১৯. আলপনা	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫	রনজিৎ কুমার সেন
২০. টাঙ্গাইল সমাচার	১৯৭৬	আবু কায়সার
২১. আজকের সমবায় (বাংলাদেশ জাতীয় পলী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের মুখপত্র)		খন্দকার রেজাউল করিম
২২. গ্যালারী (সচিত্র ক্রীড়া সাময়িকী)	১৫ জুলাই ১৯৭৭	মোহাম্মদ জাকারিয়া পিন্টু
২৩. ক্রীড়াজগত (জাতীয় ক্রীড়া বিষয়ক)	২০ জুলাই ১৯৭৭	কাজী আবদুল আলীম
২৪. সংবাদ পরিক্রমা (জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর সাময়িকী)		মীর মোশাররফ হোসেন
২৫. বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা		মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী
২৬. ক্রীড়াবাণী	৬ আগস্ট ১৯৭৮	আবদুলাহ আল ফরমান
২৭. অনীক		মো: জাহাঙ্গীর কবির
২৮. ঝংকার (একটি প্রগতিশীল সাময়িকী)	১৯৭৮	মুহাম্মদ আবদুর রকীব
২৯. ঋতু (কবিতা প্রচারপত্র)	১ ডিসেম্বর ১৯৭৮	মাহবুব উল-আলম
৩০. প্রতিবাদ		মো: আবদুল বাতেন হিরু
৩১. যশোর বার্তা (যশোর জেলা পরিষদের মুখপত্র)		আবদুস ছাত্তার মিঞা
৩২. গিরি সৈকত	১৯৮১	সুভাস দত্ত
৩৩. নব রিপোর্ট	১৯৯১	নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৩৪. রাউজান	১৯৯৬	মীর মোহাম্মদ আসলাম

দ্বিমাসিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	গ্রীষ্ম ১৩৮০ বাংলা	মাহবুব-উর রহমান
২. অলক্ত	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯	তিতাশ চৌধুরী
৩. অধুনা (সাহিত্য পত্রিকা)	আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৯	আবুল হাসনাত ও শফিক খান
৪. বিসফোরণ (ঘাস ফুল নদী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পত্রিকা)	গ্রীষ্ম ১৩৮০	গোলাম কাদের গোলাম
৫. কণ্ঠস্বর		এস. রেজাউল করিম
৬. করতোয়া	১৩৮০ বাংলা	দীনেশ চন্দ্র পাল
৭. যুবরাজ (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক)	জানু:-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫	মোরশেদ শফিউল হাসান ও হুমায়ুন আজিজ
৮. পদাতিক (ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬	তানভীর মোকাম্মে আবু সালেক খান
৯. কিশোর বিচিত্রা		মোখতার আহমেদ
১০. বায়ো সায়েন্স রিভিউ		সপ্তক ওসমান
১১. অণু (বিজ্ঞান সাময়িকী)		স্বপন বিশ্বাস
১২. যুবরাজ	১৯৭৪	মোরশেদ শফিউল আলম

ত্রৈমাসিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. কাল পুরুষ	২৬ মার্চ ১৯৭২	রফিক নওশাদ
২. পানি পরিক্রমা	বৈশাখ ১৩৭৯ বাংলা	মুহম্মদ ইকবাল হোসেন খান
৩. অনির্বাণ (বিজ্ঞানভিত্তিক সাময়িকী)	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯ বাংলা	মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুস সালাম আ ব. সিদ্দিকুর রহমান মনোতোষ রঞ্জন চক্রবর্তী শেখর রঞ্জন সাহা
৪. মনন (দর্শন সাময়িকী)	জুলাই ১৯৭২	মফিজউদ্দীন আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৫. লোক ঐতিহ্য (লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রের সাময়িকী)	আগস্ট ১৯৭২	আনোয়ারুল করিম
৬. থিয়েটার (বাংলাদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা)	নভেম্বর ১৯৭২	রামেন্দু মজুমদার
৭. অন্তিকা	১৯৭২	সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া
৮. কুহেলিকা (আন্তর্জাতিক পত্র মিতালী ও সাহিত্য বিষয়ক)	পৌষ ১৩৭৯ বাংলা	মাহবুবুর রহমান
৯. সন্ধান	১৬৭৩	মহিউদ্দন ইসলাম
১০. অন্বেষা	২৬ মার্চ ১৯৭৩	আহম্মদ ফজলুর রহমান (ফরহাদ)
১১. নীহারিকা	মার্চ ১৯৭৩	নাইম আহসান বকুল ও জিলুর রহীম আখন্দ
১২. মনীষা	মার্চ ১৯৭৩	অধ্যাপক মো: আবু তাহের
১৩. ক্যামেরা (অনুশীলনমূলক আলোকচিত্র সাময়িকী)	এপ্রিল ১৯৭৩	শামসুল আলম পান্না
১৪. আয়না (মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা)	জুলাই ১৯৭৩	আহসান উদ্দীন আহমদ ও নিয়ামত হোসেন
১৫. মুখশ্রী (দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও উপদেশমূলক ত্রৈমাসিক মুখপত্র)	জুলাই ১৯৭৩	ডা: মোহাম্মদ আবদুল কাদের
১৬. মনীষা (গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র)		জাহানারা তাহের
১৭. নির্জন ক্রোধ	জানু:-মার্চ ১৯৭৪	আনোয়ারুল ইসলাম
১৮. জায়া (মহিলা বিষয়ক সাময়িকী)	১৫ এপ্রিল ১৯৭৪	সামছুন্নাহার রহমান
১৯. পুষ্টিবার্তা	এপ্রিল ১৯৭৪	মোহাম্মদ মহসিন আলী মিয়া
২০. স্বাস্থ্য সাময়িকী	জুন ১৯৭৪	ব'নজীর আহমদ
২১. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ বাংলা	ড. মাযহারুল ইসলাম ও অন্যান্য
২২. গবেষণা (সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক)	অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৪	মনোরঞ্জন দাস
২৩. লোক সাহিত্য পত্রিকা	জানুয়ারী ১৯৭৫	আবুল আহসান চৌধুরী
২৪. চলচ্চিত্র		খালেক হায়দার
২৫. পেণ্ডলাম (সাহিত্যপত্র)	মার্চ-মে ১৯৭৫	জাফর ওয়াজেদ

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
২৬. বিজ্ঞান পরিক্রমা (বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী)	জুন ১৯৭৫	স্বপন কুমার দাশ
২৭. অনন্যা (কবিতা বিষয়ক)		শাহনুর আঃ কুদ্দুস
২৮. কাশবন (সাহিত্য পত্রিকা)	জানুয়ারী ১৯৭৬	আমিনুল ইসলাম
২৯. তিড়িং বিড়িং (ছড়া ভিত্তিক)		আলম হোসেন
৩০. কনভয় (সুকান্ত একাডেমীর সাময়িকী)	৩১ শ্রাবণ ১৩৮৩ বাং	কাজী মন্টু
৩১. সংবর্ত	৩১ অক্টোবর ১৯৭৬	কৌশিক আহমদ আলী মাসুদ
৩২. কিছু দিন রৌদ্রের মুখোমুখি	৩১ অক্টোবর ১৯৭৬	
৩৩. প্রণোদন (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলান্টারী স্টেরিলাইজেশন এর মুখপত্র)	১৯৭৬	ফরিদা রহমান
৩৪. শিল্পকলা (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মুখপত্র)	গ্রীষ্ম ১৩৮৪	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম
৩৫. বক্তব্য (প্রবন্ধ পত্রিকা)	জুন ১৯৭৬	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৩৬. দর্পণ (বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড-এর সর্বস্তরের কর্মচারীদের মুখপত্র)		শেখ হামিদুল কবির
৩৭. পাপড়ি পাতা (বিশেষ সাময়িকী)	আগস্ট ১৯৭৭	আব্বাছ খান
৩৮. ছায়া পথ (সৃজনশীল সাহিত্য বিষয়ক)	জানুয়ারী ১৯৭৮	মীর্জা মোবারক হোসেন
৩৯. বিজ্ঞান চর্চা	মার্চ ১৯৭৮	মোহাম্মদ গাজীউর রহমান
৪০. কৌষিক	জানুয়ারী ১৯৭৯	কাজী আবদুল মান্নান
৪১. বইয়ের খবর (পুস্তক প্রকাশনা ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী)	এপ্রিল-জুন ১৯৭৯	বিজলী প্রভা সাহা
৪২. লৌকিক বাংলা	জানু:-জুন ১৯৭৮ (দুই সংখ্যা এক সাথে)	আবদুল হাফিজ
৪৩. কলম (সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা সাময়িকী)	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৭৯	সাজ্জাদ হোসাইন খান
৪৪. সম্মোহনী		শামিম হাসান
৪৫. জন জীবন (জন জীবন বিশেষণ কেন্দ্রের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী)	অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮০	হাসান উজ্জমান
৪৬. সমভার (টি সি বি-র মুখপত্র)	এপ্রিল ১৯৮০	মোহাম্মদ মতিউর রহমান
৪৭. উন্মাদ (কার্টুন ম্যাগাজিন)		ইস্তেয়াক হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
৪৮. মেডিকেল ডাইজেষ্ট (চিকিৎসা সাময়িকী)	এপ্রিল ১৯৮০	ডা: মজিবুল হক
৪৯. দিগন্ত (The Horizon)	জানুয়ারী ১৯৮১	পলব ভট্টাচার্য
৫০. সিরাজাম মুনীরা (ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা বিষয়ক একটি সাময়িকী)		হাফেজ মঈনুল ইসলাম
৫১. নৈরাঞ্জনা	১৯৯০	মিলনকান্তি বড়ুয়া
৫২. কালধারা	১৯৯২	কামাল রহমান

ষান্মাসিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. আলোবাগ	১৯৭৩	মতিউর রহমান ও হাসিবুর রশিদ
২. বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা	জুন ১৯৭৩	মুহম্মদ কবির উল্যা
৩. গণিত পরিক্রমা (বাংলাদেশ গণিত সমিতির মুখপত্র)	জুলাই ১৯৭৩	পরিচালনা পরিষদ (ডঃ মুনিবুর রহমান আফজাল, আ, ব, ম আবদুল মান্নান, শামসুল হক মোলা)
৪. রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫	আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
৫. চট্টল শিখা (চট্টগ্রাম সমিতির মুখপত্র)		বিনোদ দাশগুপ্ত
৬. ধারণী		এস. এম. লুৎফর রহমান

অর্ধ সাপ্তাহিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. দেশের কথা	৫ মার্চ ১৯৭২	মুহাম্মদ আবদুল হাই

বার্ষিক :

সাময়িকীর নাম	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	সম্পাদকের নাম
১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা	ডিসেম্বর ১৯৭৩	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
২. নাইলন (প্রমোদ সংঘের মুখপত্র)	১৩৭৯ বাংলা	শামসুল আলম সাজ ও মোহাম্মদ মুসা